রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা-১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৩ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ১৪ আষাঢ় – ২০ আষাঢ়, ১৪২৬ ঃ ২৯ জুন – ৫ জুলাই, ২০১৯

Kolkata : 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 36, 29 June - 5 July, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফেরার পর ফের তিন

তালাক বিল উত্থাপন করা হল লোকসভায়। নিম্নকক্ষে জয় নিশ্চিত হলেও এখনও বিজেপির চিন্তা উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় এই বিল পাশ করানো নিয়ে।

রবিবার: বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে মাঠে নেমেই হ্যাটট্রিক সহ

৪ উইকেট নিলেন দুরন্ত পেসার মহম্মদ সামি। তার দৌলতেই মূলত ডুবতে ডুবতেও বেঁচে গেল টিম ইন্ডিয়া। জয় পেল লিগের শেষ ধাপে থাকা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে।

সোমবার: মুখ্যমন্ত্রী নিজেই প্রশ্ন তুলেছিলেন দলের নেতা-

কর্মীদের কাটমানি নেওয়ার ব্যাপারে। তার পরেই আবার সাংবাদিক সম্মেলন করে দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানালেন, দলের ৯৯.৯৯ দশমিক নেতা-কর্মীই সৎ। যা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে রীতিমতো হাস্যরসের আমদানি হয়েছে।

মঙ্গলবার: কোচবিহারে দলের তুমুল বিপর্যয়ের অনুসন্ধান করতে

গিয়ে ফের জয় শ্রীরামের ধ্বনির মুখে পড়লেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। মাথাভাঙা ও শীতলখুচি দুই জায়গাতেই এই ধ্বনির মুখে পড়েন তিনি। তবে কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়ে বির্তক এড়াতে সক্ষম হয়েছেন বক্সীবাবু।

বুধবার: জরুরি অবস্থার কালা দিন নিয়ে কংগ্রেসকে চাঁচাছোলা

ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গণতন্ত্রের পাঠ যে তাদের থেকে শিখতে হবে না সেটাও উল্লেখ করলেন তিনি।

বৃহস্পতিবার: ঝাড়খণ্ডে গণপ্রহারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের

মানুষের মৃত্যু নিয়ে সমালোচনা করার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালার হিংসা নিয়েও সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যসভায় এই নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তিনি।

শুক্রবার: বাংলার নব নির্বাচিত ১৮ সাংসদের সঙ্গে বৈঠকে

বসতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর আগে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে বাংলার সাংসদদের। নিজেদের কেন্দ্রে উন্নয়নের ঝড় তোলার জন্য সাংসদদের পাঠ পড়াবেন প্রধানমন্ত্রী বলেই ধারনা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

কাটমানি চায় থানার আশ্রয়

ওঙ্কার মিত্র

পাড়ায় গুঞ্জন, হানা দিচ্ছে চোর। একদিন সত্যি সত্যি দিনে-দুপুরে ধরা পড়ল সেই 'চোর'। শুরু হল হৈ চৈ। এতদিনের দুশ্চিন্তার পুরো ঝাঁজটাই জুতো, লাঠি, ঝাঁটায় বর্ষিত হতে থাকল ছেলেটির উপর। বেরিয়ে এলেন পাড়ার বয়ঃজেষ্ঠ জ্যাঠামশাই। বললেন মারিস না, মরে যাবে। পুলিশের হাতে তুলে দে। ধৃত ছেলেটি জ্যাঠামশাইয়ের পায়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে বলল, স্যার আমি কিছু করিনি, আমাকে পুলিশে দিন। কাটমানি কাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ঠিক এই পাড়ার মতো। জনরোষ থেকে বাঁচতে রব উঠেছে 'পুলিশে দিন'। মাঠে নেমে পড়েছেন 'জ্যাঠামশাই' মহাসচিব। বলছেন, এসব সামান্য অংশ।

প্রশ্ন হল চোর জোচ্চোর থেকে কাটমানিখোর তোলাবাজরা পুলিশের আশ্রয় চায় কেন? উত্তরটা সকলেরই জানা। সেখানে আইনের নিরাপত্তা আছে, সরকারি সুরক্ষা আছে। মারধরের ভয় কম। কাটমানি কাণ্ডে সরকার, আমলা, জনপ্রতিনিধি সকলেই তাই এখন আইনের ঘেরাটোপে আশ্রয় প্রার্থী। তৃণমূল নেত্রী সরকারি প্রকল্প সরবরাহ পাইপের ঢাকনি খুলে দিয়ে টের পেয়েছেন দুর্গন্ধে এখন তারই টেঁকা দায়। এখন তাই আইন শৃঙ্খলার ধুয়ো তুলে পুলিশের ছাঁকনি লাগিয়ে তা বন্ধ করতে চাইছেন। এবার প্রশ্ন এত আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ থানায় না গিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান, কাউন্সিলর, শাসক দলের নেতা কর্মীদের বাড়িতে জড় হয়ে কাটমানির টাকা ফেরতের দাবি জানাচ্ছেন কেন? কারণ, কাটমানি, তোলাবাজি, ঘুষের কোন লিখিত প্রমাণ নেই তাদের কাছে। পুলিশের গেলেই তো তারা প্রমাণপত্র চাইবে, না দিলে টিঁকবে না অভিযোগ। তাই মুখ্যমন্ত্রীর স্বীকারোক্তিকে হাতিয়ার করে যৌথ শক্তিতেই ভরসা বেড়েছে তাদের।

তাহলে উপায় কি? এভাবেই কি চলবে গণবিক্ষোভ? পুলিশ মহলের একাংশের আশঙ্কা বিক্ষোভ আরও বাড়বে। কাটমানি ছাড়িয়ে তোলাবাজি, ঘুষ পর্যন্ত প্রসারিত হবে এই অশান্তি। তারপর কাটমানি ইস্যু এখন আবার রাজনৈতিক গতি পেয়েছে। এ রাজ্যে শুধু সরকারি প্রকল্প থেকে কাটমানি নয়। রাস্তা, ঘাটে বাজারে চলে দাদাগিরি, তোলাবাজি। অফিস-আদালত ঘুষের রাজত্ব। ফলে সর্বত্র যদি এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তা সামাল দেওয়া দুষ্কর হয়ে পড়বে। এ বিক্ষোভ থামাতে পারেন একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী তথা শাসক দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর দলের সাংসদ থেকে পঞ্চায়েত প্রধানের সম্পত্তি যাচাই করলেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে। পরীক্ষা করে দেখুন গত আট বছরে কতটা বেড়েছে সম্পত্তির পরিমাণ। অবৈধ এই আয়ের উৎস খুঁজে বার করুন। আয়করের রিটার্ন খতিয়ে দেখুন। সব প্রকাশ্যে চলে আসবে। তদন্ত করান, গ্রেফতার করুন, শাস্তি দিন। সব বিক্ষোভ প্রশমিত হবে। ইতিহাসে নাম খোদাই হবে আপনার। আর এই সৎ সাহস দেখাতে না পারলে গণবিক্ষোভের জন্য তৈরি থাকুন।

মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য, ক্ষোভে ফুঁসছে গোটা গ্রাম

অভিজিৎ ঘোষদোস্তিদার: মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ট দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মগরাহাট থানার হরিশংকরপুরের বাসিন্দারা। অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই এখানে কয়েকজন প্রমোটার মিলে চাষের জমির দখল নিয়ে দেদার মাটি কেটে তা বিক্রি করে দিচ্ছে। শুধু তাই নয় এদের এই যত্রতত্র জমির মাটি কাটার ফলে চাষযোগ্য জমির ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। যার দরুন আগামী দিনে এই এলাকায় বিঘের পর বিঘে জমিতে চাষবাস লাটে

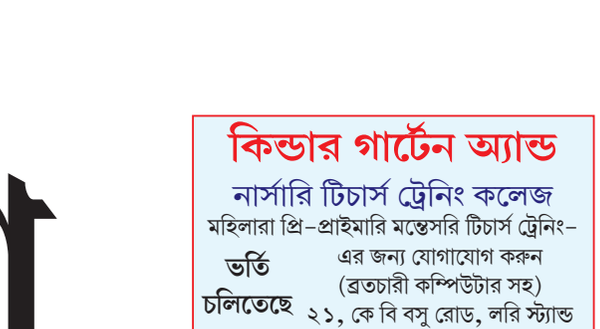

উঠছেই তার ওপর রাস্তাও ভাঙনের মুখে পড়ছে। এদিন এই অঞ্চলে গিয়ে গ্রামবাসীদের ক্ষোভের আঁচ ব্যাপক ভাবে চোখে পড়ল। গ্রামের প্রায় শ'দুয়েক পরিবার সংবাদ মাধ্যমের লোক দেখে সাহস করে এগিয়ে এসে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, এখানে প্রকাশ্য দিবালোকেই মাটি মাফিয়ারা এই কাজ করছে। তাদের বক্তব্য অন্যায়ভাবে চাষযোগ্য জমির মাটি কেটে বিক্রি করা থেকে পুকুর ভরাট, এমনকি খালের রাস্তা বন্ধ করে আস্ত খালটাও বুজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। যা নিয়ে ওই গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা দুষলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান থেকে বিডিও ও মগরাহাট থানার ওসিকে। স্থানীয় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যও বলেন তৃণমুলের সদস্য অনিমেষ রাহা এই ঘটনায় প্রত্যক্ষ মদত যোগাচ্ছেন যার পিছনে কাটমানির খেলা চলছে। তৃণমূল এব্যাপারে অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পুলিশি নিরবতা নিয়ে মগরাহাট থানার ওসি কোন প্রতিক্রিয়া দিতে না চাইলেও বিডিও বলেন খুব শীঘ্রই তারা এর সমাধান করবেন।

অরক্ষিত সীমান্তগুলি নিয়ে উদ্বেগ, অবাধে চলছে গরুপাচারও

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগনা : কলকাতায় গত সোমবার আবার চার জঙ্গি ধরা পড়ায় ভারত-বাংলাদেশের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সীমান্তগুলি নিয়ে গোয়েন্দামহল ও জেলা পুলিশ প্রশাসনে ব্যাপক উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এই জেলার প্রায় এক হাজার কিমি সীমান্ত এলাকা সুরক্ষিত নয়। উন্নত প্রযুক্তির ফেন্সিং-এর কাজ শুরু হলেও তা এখনও বহুলাংশে অসম্পূর্ণ। সম্প্রতি এই চার জঙ্গি ধরা পড়ার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সীমান্তগুলি 'সিল' করে দেওয়া হয়েছে বলে উত্তর পরগনা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, যে সমস্ত সীমান্তগুলি অরক্ষিত ও উন্মুক্ত, যেগুলি দিয়ে অনুপ্রবেশ আটকানো এখনও সম্ভব নয়। এইসব সীমান্তগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, বনগাঁ, বাগদা, গাইঘাটা, স্বরূপনগর, বিথারি, হাকিমপুর, কৈজুরি, দোতিলা, পানিতর, বসিরহাট, ঘোজাডাঙা প্রভৃতি। একই সীমান্তগুলি নিয়ে উদ্বিগ্ন গোয়েন্দারাও। সীমান্তবর্তী এলাকার স্থানীয় কয়েকজন দোকানদার জানান,

মাঝখানে বেশ কিছুদিন গরুপাচার বন্ধ থাকলেও প্রায় মাস দুয়েক আগে আবার তা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে স্বরূপনগরের কৈজুরি, দোতিলা সীমান্ত দিয়ে চলছে এই গরুপাচার বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান। তারা আরও জানান, বিএসএফ ধরপাকড়ও করছে। কিন্তু এক্ষেত্রে যে সমাস্যা সেটা হল, আগে সীমান্তরক্ষীরা এগুলিকে ধরে নিলাম করতেন। কিন্তু বিএসএফ তা করছে না। কারণ, দেখা গিয়েছে, আগে বিএসএফরা যে গরুগুলিকে ধরে নিলাম করত, তাতে পাচারকারীরাই খদ্দের মেনে তা কিনে নিত। এজন্যে বিএসএফ এখন এগুলিকে নিলাম করছে না বা বন দফতরের হাতেও তুলে দিচ্ছে না। তারা ক্যাম্পেই গরুগুলিকে রেখে দিচ্ছেন এ কারণে গরুগুলির অনেকেই যত্নের অভাবে মারা যাচ্ছে বলেও খবর। এরপর পাঁচের পাতায়

সরকারি নজরদারি ও জনচেতনতার অভাবে

দ্রুত নামছে ভূগর্ভস্থ জলস্তর, নয়া জল কারবারের রমরমা

দেবাশিস রায়, কাটোয়া : জলের অপর নাম জীবন। তবুও সভ্য সমাজে এই জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার বদভ্যাসটা চলছেই। আর এজন্য দায়ী সরকারি উদাসীনতা এবং জনসচেতনতার অভাব। এই দুয়ের কারণে বিশ্বজুড়ে হু হু করে নেমে যাচ্ছে ভূগর্ভস্থ জলস্তর। এর কবল থেকে মুক্ত নয় রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলাও। একদিকে নানা কারণে প্রতিনিয়ত ভূগর্ভস্থ জলস্তর নামছে আর অন্যদিকে ফুলে ফেঁপে উঠছে জার ও বোতলবন্দি পানীয় জলের লোভনীয় কারবার। দ্রুত পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ জায়গায় পৌঁছতে চলেছে যে অদূর ভবিষ্যতে এই শস্যগোলাতেও জল সংকট তীব্র আকার ধারন করবে বলে একটা বিরাট অংশের মানুষের আশংকা।

পূর্ব বর্ধমান জেলায় একটা সময় ছিল যখন সিঙ্গেল পাইপের টিউবওয়েলের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জল পাওয়া যেত। শুধু তাই নয়, সেই জল এতই স্বচ্ছ, দুর্গন্ধহীন ও স্বাদু ছিল যে তা স্বচ্ছন্দে সরাসরি পান করা যেত। একটা সময় স্বল্প খরচে স্যালো মেশিনের সাহায্যে অনায়াসে ভূগর্ভের জল তুলে কৃষিজমিতে সেচকাজ করা সম্ভব হত। এমনকি, বিভিন্ন সেচখাল, পুকুর ও খাল-বিলে জমে থাকা জল দুনি কিংবা ডোঙার সাহায্যে তুলে নিয়ে কৃষিক্ষেত্রে সেচকাজ চলত।

সেসময় পানীয় জল নিয়ে রমরমা কারবারের কথা মানুষের মাথাতেই আসত না। আর এখন এই একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই জল যন্ত্রণায় জেলাবাসীর নাভিশ্বাস অবস্থা।

পূর্ব বর্ধমান জেলার একটি বিরাট অংশের কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে ভাগীরথী নদী, অজয় ও দামোদর নদ। তাছাড়াও জেলার বিভিন্ন অংশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ব্রহ্মাণী, খড়ি, বাঁকা, বেহুলা, কুনুর প্রভৃতি নদী ও সেচখাল। এরমধ্যে ভাগীরথী নদীতেই সারাবছর জল থাকে। বাকি নদ-নদী ও সেচখালগুলি বছরের ৬-৭ মাস কার্যত জলশূন্য অবস্থায় থাকে। ফলে বর্ষার পরবর্তী কয়েকমাস বাদ দিলে জেলাজুড়ে ভূগর্ভস্থ জলস্তর অনেকটাই নীচে নেমে যায়। এই অবস্থায় সেচের জন্য ও পানীয় জল পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয় এবং ভরা গ্রীষ্মে তা তীব্র আকার ধারন করে। এই উদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যেও বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা এখনও যথেচ্ছভাবে জলের অপচয় করছেন। জল সংরক্ষণ নিয়ে জনসচেতনতার বিরাট অভাব রয়েছে। তবে, ভূগর্ভস্থ জলস্তর বৃদ্ধি তথা জল সংরক্ষণের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে নানাবিধ প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে। যেমন যথেষ্টভাবে ডিপ টিউবওয়েল ও সাবমার্সিবল পাম্প বসানোর ওপর সরকারি বিধিনিষেধ রয়েছে। বৃষ্টির জল সারাবছর ধরে রাখার জন্য অজস্র পুকুর খনন করা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় বাসিন্দাদের পানীয় জলের সংকট মেটানোর জন্য নানাবিধ প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় পানীয়জলের ট্যাংক দেওয়া হয়েছে। এ সত্ত্বেও নানা জায়গায় জলের অপচয় অব্যাহত।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, কৃষিক্ষেত্রে অপরিকল্পিতভাবে সেচকাজের জন্য মাটির গভীর থেকে ডিপ টিউবওয়েল, সাবমার্সিবল পাম্প, মোটর প্রভৃতির সাহায্যে নির্দ্বিধায় ব্যাপক হারে জল তুলে নেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন শিল্প ও কলকারখানায় প্রচুর পরিমাণে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার হয়। এছাড়াও বিভিন্ন শহর ও পঞ্চায়েত এলাকায় নাগরিকদের সুবিধার্থে যে পরিমাণ জল সরবরাহ করা হয় তার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই ভূগর্ভস্থ থেকে উত্তোলিত। এরপর পাঁচের পাতায়

বিজেপিকে রুখতে বাম-কংগ্রেস!

আহ্বানে ক্ষুব্ধ আদি তৃণমূলীরা

কুনাল মালিক : গত ২৬ জুন বিধানসভায় দেশ ও রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বাম ও কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর বার্তা ছিল 'বিজেপিকে রুখতে আমাদের এক সঙ্গে আসা দরকার'। এই বার্তার পরই রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়। বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী এবং কংগ্রেস নেতা আব্দুল মান্নান মুখ্যমন্ত্রীর এই আবেদনকে কার্যত উপেক্ষা এবং নস্যাৎ করে দিয়েছেন। লোকসভা নির্বাচনের পর এ রাজ্যে বিজেপির বাড়বাড়ন্ত চোখে পড়ার মতো। তাদের ২টি আসন বেড়ে হয়েছে ১৮। রাজ্যের একটা জেলা পরিষদ সহ বহু পুরসভা পঞ্চায়েত ধীরে ধীরে দখল নিচ্ছে বিজেপি। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাবার হিড়িক তো আছেই। ২০১১ সালে মমতা ব্যানার্জী ক্ষমতায় আসার পর বিরোধী বাম এবং জোট সঙ্গী কংগ্রেস শিবিরে যে ভাবে তৃণমূল থাবা বসিয়েছিল, সেই ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। লোকসভা ভোটের পর তৃণমূল শিবির দাবি করছে বামেদের ভোট রামে যাওয়ার জন্যই বিজেপি ফলাফল ভাল করেছে। মুখ্যমন্ত্রীতো আগেই বলেছেন, বামেরা কেন বিজেপিতে যাচ্ছেন, তাদের কিছু সমস্যা থাকলে তিনি সমাধান করবেন, প্রয়োজনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবুরও শরণাপন্ন হতে চলেছেন। বাম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলছেন, এ রাজ্যের তৃণমূলই বিজেপিকে প্রতিষ্ঠা করেছে। তৃণমূল এখন ডুবন্ত নৌকা, ওই নৌকায় তারা উঠবেন না। রাজ্যের বাম আমলে তৃণমূলের দুর্দিনে যে সমস্ত কর্মী নেতারা লড়াই করেছিলেন, সেই আদি তৃণমূলীরাই মুখ্যমন্ত্রীর নয়া বার্তায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তারা বলছেন, বাম অপশাসনের পর হার্মাদ সিপিএম নেতাদের শাস্তি হবে, আমরা আশা করেছিলাম, কিন্তু তারা দিব্বি আছে। এরপর পাঁচের পাতায়

কাটাছেঁড়া

পার্টি জিতলে মুখ্যমন্ত্রীও নিজে থেকে হয়ে যাবে : দিলীপ ঘোষ

একদা অরএসএস-এর দাপুটে নেতা, বাংলায় পদ্মফুল ফোটানোর অন্যতম সেনাপতি, বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও সদ্য নির্বাচিত সাংসদ দিলীপ ঘোষের মুখোমুখি আলিপুর বার্তা। একান্ত বিশেষ সাক্ষাৎকার দিলেন অকটে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মবলিদান দিবসে সেদিন মুরলীধর লেনে উপচেপড়া ভীড়। বিজেপিতে যোগদানের স্রোত। তারই মাঝে রাজ্য থেকে জাতীয় প্রসঙ্গে বললেন নানা কথা। নির্বাচনের আগে যে বিধায়ক দিলীপ ঘোষ আত্মবিশ্বাসী সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন, দিল্লির সাংসদ হিসেবে শপথ নিয়ে কলকাতায় ফিরে আরও বেশি প্রত্যয়ী ও সংযমী রাজ্যসভাপতি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আলিপুর বার্তার সম্পাদক ড. জয়ন্ত চৌধুরী ও প্রিয়ম গুহ।

প্রশ্ন : গত লোকসভা নির্বাচনে আপনাদের সাফল্যের পিছনে কি কারণ সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর : সাফল্যের কোনও শর্টকাট হয় না। গত তিন চার বছর ধরে পশ্চিমবাংলার লক্ষ লক্ষ কর্মী পরিশ্রম করেছেন। অনেকেই মারা গেছেন। গত এক বছরে ৫৫-৫৬ জন মারা গেছেন এবং রোজ মারা যাচ্ছেন বিজেপি করার অপরাধে। নিয়মিত পরিশ্রম, কষ্ট, প্রতিবাদ সংগঠন মজবুত হয়েছে। মানুষ বিজেপিকে বিশ্বাস করে জিতিয়েছেন। আগেই জেতা উচিত ছিল। এবার আমরা সাফল্যের দিকে যাব।

প্রশ্ন : কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সাফল্য না পাওয়ার কারণ কি?

উত্তর : আমাদের সংগঠন দুর্বল ছিল এখানে। আর অত্যাচারও বেশি হয়েছে এখানে। পুলিশের অত্যাচার বা টিএমসির অত্যাচার সবই শীর্ষ স্থানে। ভোট অনেক বেড়েছে কিন্তু আশানুরূপ সাফল্য হয়নি। আমরা ত্রুটি সংশোধন করে আগামী ইলেকশনে যাতে জিততে পারি সে বিষয়ে এখন থেকে জোর দিচ্ছি।

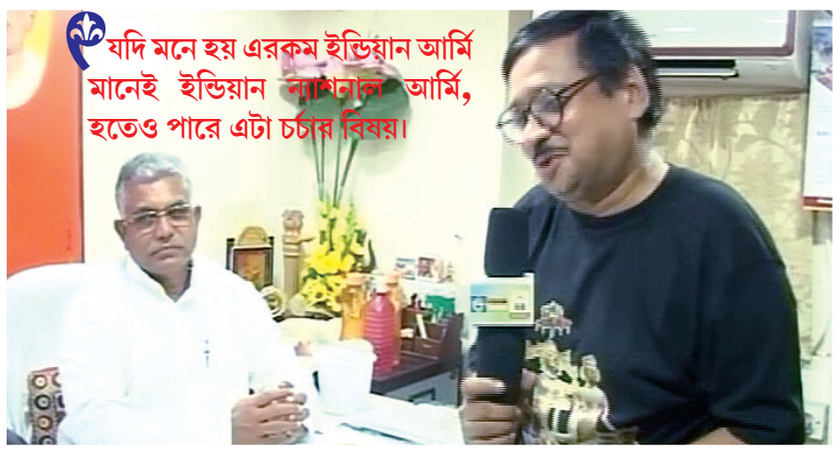

প্রশ্ন : আপনারা এমন কোনও মুখ তৈরি করতে পেরেছেন কি যাকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী প্রোজেক্ট করতে পারেন?

উত্তর : পার্টি জিতে গেলে মুখ্যমন্ত্রী নিজে থেকে হয়ে যাবে। এর আগে বহু রাজ্যে আমরা জিতেছিলাম। কেউ নামও জানতো না জেতার পর মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছেন। আর রাজ্য খুব ভালোভাবে চলছে। সকলের সাথে কাজও করছে।

প্রশ্ন : লোকে বলছে দলবদলের হিড়িকে যেভাবে বেনো জল ঢোকাচ্ছেন তাতে পরে সামলানো মুশকিল হবে। আপনার মত কি?

উত্তর : জেলায় জেলায় ব্যাপক জয়েনিং হচ্ছে শুধু টিএমসি নয়, যারা রাজনীতি করেননি বিজেপির পতাকার তলায় এসে দাঁড়াচ্ছেন তারা দেখছেন কাজ করার সুযোগ আছে। শিক্ষিত ছেলেমেয়েরাও এগিয়ে আসছেন। বিজেপি একটা আশা জাগিয়েছে। সারা দেশের লোক বিজেপিকে ২৮৩ থেকে ৩৫৩ আসন উপহার দিয়েছে। বাংলায় ১৮টি সিট পেয়েছে। লোকজন আসছেন ভালো কথা ভালো লোকেদের আসা দরকার আছে। রাজনীতিতে সব রকম লোক আসে ভালো মন্দ মিলিয়ে। আমরা ভালো লোক মন্দ লোকের বিচার করব। যাকে যেখানে রাখার সেই ঘরেই রাখব।

প্রশ্ন : বাংলার গর্ব গুরুসদয় দত্ত ও তাঁর সংগ্রহশালা। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তে বাংলার ঐতিহ্য পথে বসেছে। আপনারা এটাকে বাঁচাতে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কি?

উত্তর : এরকম একাধিক সৌধ স্মৃতি চিহ্ন বা সংস্থা আছে যা অবহেলিত হয়ে রয়েছে বহুদিন ধরে। এখানকার সরকারও কিছু করেনি। কেন্দ্রও তেমন কোনও গুরুত্ব নেয়নি। এ বিষয়গুলো আমাদের তোলার সুযোগ হয়েছে। আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা জিনিসের প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।

প্রশ্ন : বাংলার কর্মসংস্থানের জন্য আপনাদের পরিকল্পনা কি?

উত্তর : কর্মসংস্থান তখনই হবে যখন এখানে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটবে। এখানকার ছেলেপুলেদের গুজরাট, মহারাষ্ট্রে যেতে হবে না। এখানেই চাকরির সুযোগ তৈরি করবো আমরা বিজেপি আসার পরে।

প্রশ্ন : শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যু হয়েছিল রহস্যজনকভাবে। সেই লাল ডায়েরি আজও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যা সত্যিই জাতীয় লজ্জা তাঁর মৃত্যু রহস্য কি উদ্‌ঘাটন হবে? সংসদে কি এ বিষয়ে বাংলার সাংসদরা সরব হবেন?

উত্তর : তাঁর সম্বন্ধে দেশের লোকের যে শ্রদ্ধা আছে এবং জানার ইচ্ছা আছে এ বিষয়ে আমরাও মুখর হবো এবং তিনি যাতে যোগ্য সম্মান পান সে বিষয়ে আমরা দেখব। এর আগে বাংলা থেকে শ্যামাপ্রসাদ অনুরাগী তেমন কেউ যায়নি। বরঞ্চ তাঁর বিরোধীরাই ছিলেন। আমরা এখন চেষ্টা করব করার। এরপর পাঁচের পাতায়

ভিশন ২৪ ইন্ডিয়া টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকারের ভিডিও দেখতে চোখ রাখুন আলিপুর বার্তার ফেসবুক পেজে।

বাজার ইতিবাচক থাকলেও মাঝেমধ্যেই হানা দেবে কারেকশন

পার্থসারথি গুহ

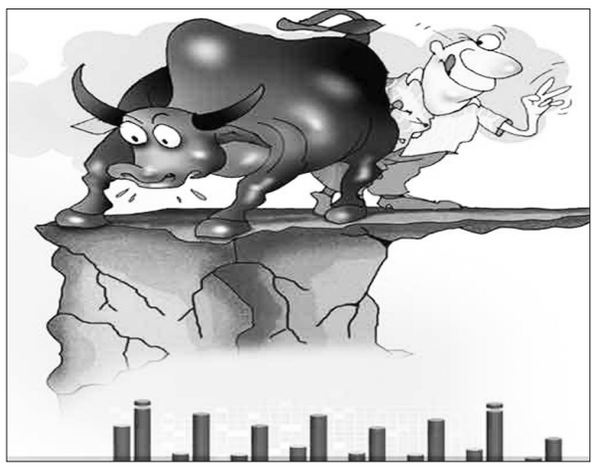

ভোট পরবর্তী মে মাসের শেষ লগ্ন থেকে যেভাবে বাজার 'ইউ টার্ন' নিয়ে পজেটিভ বা ইতিবাচক দিক নিয়ে ফেলেছে তাতে করে আগামী দিনগুলিতে আরও উত্থান আশা করা যেতেই পারে। হতেই পারে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই নিফটি ফের তার পুরনো উচ্চতা অর্থাৎ ১২,১৭১ এর গণ্ডি পেরিয়ে আরও উপরে যেতে পারে। কিছু বিশেষজ্ঞ এমন ধারণাই পোষণ করছেন। এখানে একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন বাজার সার্বিকভাবে ঠিক হবে তখনই যখন মিডক্যাপ ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করবে। যেটা এই মুহূর্তে দুরাশা মনে হচ্ছে। তবে সেটা নিশ্চিতভাবে ঘটবে। হয়তো একটু সময় লাগবে। তবে অধিকাংশ বাণিজ্যিক চ্যানেলে যে সব বিশেষজ্ঞ বসেন বা মতামত দেন তাদের হাওয়া মোরগ বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। অতীতে বহুবার দেখা গিয়েছে বাজারের উত্থানের সময় এরা যেমন তালে তাল মিলিয়েছেন তেমনই পতনের সময় অশনী সঙ্কেতের গালগল্পও এরা পেড়েছেন বহুবার। তবে প্রকৃত বিশেষজ্ঞ যারা, যাদের মধ্যে প্রজ্ঞা এবং পাণ্ডিত্য বর্তমান তাদের সঙ্গে আলোচনায় জানা গিয়েছে, ভারতীয় বাজারের যে 'আপ মুভ' নরেন্দ্র মোদি আসার পর থেকে শুরু হয়েছে তা আপাতত বরবাদ হওয়ার মতো কোনও কারণ তৈরি হয়নি। এদের ভাষায় ভারতের গ্রোথ বা বৃদ্ধির যে গল্প তা এখনও অনেকদিন অব্যাহত থাকবে।

হতে পারে আগামী ৩–৫ বছরের মধ্যে ভারতীয় সূচক এখনকার অবস্থানের থেকে দ্বিগুণ বা তার বেশিও হয়ে যেতে পারে। এই প্রকৃত পণ্ডিত আর্থিক বিশেষজ্ঞদের চিত্রিত ছবি অনুযায়ী আগামী দিনের ভারতীয় বাজারের উত্থানের ব্যাঙ্কিং, ওষুধ, তথ্য প্রযুক্তি সেক্টর একটা ভূমিকা পালন করতে পারে। এদের সঙ্গে পার্শ্ব নায়ক হিসেবে অবতীর্ণ হতে পারে লজিস্টিক, ডিফেন্স বা প্রতিরক্ষা এবং ক্যাপিটাল গুডসের মতো

অর্থনীতি

ক্ষেত্র। সেই হিসেবে এখন থেকে যদি সঠিক পরিকল্পনা এবং বুদ্ধি অনুযায়ী এগনো যায় তবে ২০২০ কিংবা ২০২২–এর মধ্যে নিজস্ব সম্পদ দ্বিগুণ তো বটেই, চর্তুগুণ কিংবা সহস্রগুণ বেড়ে যেতে পারে। তবে তার জন্য ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে ভালো মতো।

কারণ, বাজার এমন নয় যে টানা বেড়ে যাবে আর আপনার আমার হাতের শেয়ার চূড়ান্ত উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। বরং প্রতিটি ধাপের সঙ্গে মানানসই ভাবে অগ্রসর হয়ে বাজার বাড়বে। একই সঙ্গে শেয়ারের দামেও বৃদ্ধি আসবে। ফলে যদি ট্রেডিং মানসিকতা বা ভালো লাভের তিতিক্ষা থাকে তবে কিছু নিয়মকানুন মেনে চললে ফল আসতে বাধ্য। এর মধ্যে প্রথমত শেয়ার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সব সময় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী ভালো জিনিসে লগ্নি করতে হবে। অনেক সময় ভালো বাজারের সুযোগে অনেক অনামী শেয়ারও বেড়ে যায়। তা বলে সে সব প্রলোভনে পা দিয়ে নিজের ক্ষতি বাড়ানো একেবারে উচিত নয়। সংযম বজায় রেখে সুনির্দিষ্ট ভালো কোম্পানির শেয়ার 'সিপ' সিস্টেমে খরিদ করতে হবে। ধরুন কোনও মাসের মাঝামাঝি সময়ে অন্তত পক্ষে ২০০০ টাকার (আপনার সাধ্য অনুযায়ী সিপ করবেন) বিনিময়ে ভালো শেয়ার কিনুন। তা জারি রাখুন পরের মাসগুলিতেও। এভাবে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ বছর যদি এই পদ্ধতি চালিয়ে যাওয়া যায় তবে দেখা যায় অনেক কম পয়সায় ভালো শেয়ার আপনার ঝুলিতে বা ডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এভাবে লগ্নি চালিয়ে গেলে তবেই সম্পদশালী বা পুঁজির বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে। এখানে সাবধানবাণী হিসাবে একটা জিনিস অতি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। তা হল, কোনও ভাবেই ফাটকা বা মোমেন্টামের পেছনে দৌড়ানো চলবে না।

মনে রাখা দরকার শেয়ার বাজার হলো এমন এক ক্ষেত্র যা চূড়ান্ত অনিশ্চিত জায়গা। কখন কোন খবরে বাজার পড়ে যাবে তা আগে থেকে বলা যায় না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উগ্রপন্থী আক্রমণ, রাজনৈতিক গোলযোগ ইত্যাদি নানা কারণে অতীতে শেয়ার বাজারে ব্যাপক ধ্বস নামতে দেখা গিয়েছে। নচেৎ কখন যে আপনার সম্পদ বিনষ্ট হবে তা বলা মুশকিল। ভালো বাজারের এই প্রাক লগ্নে দাঁড়িয়ে সতর্কতাবাণীর পাশাপাশি আগামী দিনের ভরপুর রোজগারের ইঙ্গিতও বহন করছে এই শেয়ার বাজার। যেখানে যতটা সম্ভব লোভকে বশে রেখে ট্রেডিং করতে পারলে ধনবান হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৯ জুন – ৫ জুলাই, ২০১৯

মেষ : স্নেহ, প্রেম–প্রীতি বিষয়ে শুভ হলেও বাধা আছে। পরিবেশ পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকবে। ব্যবসা বাণিজ্যে সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় শুভ ফল লাভ করার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে।

বৃষ : বুদ্ধির ভুল করবেন না। চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় মন বসতে চাইবে না। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধার সৃষ্টি হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষেয় মিশ্র ফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য হানি।

মিথুন : মাথা গরম না করে সংযত হয়ে চলার চেষ্টা করুন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতি লাভে সাফল্যের যোগ। শরীর ভালো যাবে না। কিন্তু কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় থাকবে। ফলে সম্মান পাবেন।

কর্কট : শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। কারোর দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবনে না। গৃহ–ভূমি সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন। ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণে যোগ রয়েছে।

সিংহ : গুহ্যদেশের পীড়ায় অনেকে কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। কর্মস্থলে শত্রুরা নানা রকম ঝামেলার সৃষ্টি করবে। বন্ধু দ্বারা উপকৃত হবেন।

কন্যা : নানারকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়ে আপনাকে চলতে হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বের ঝামেলা ঝঞ্ঝাট অনেকটাই মিটে যাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। বন্ধু দ্বারা উপকৃত হবেন।

তুলা : বেকরত্বের অবসান হবে। আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতার যোগ রয়েছে। বুদ্ধির ভুলে ভাগ্যোন্নতির পথে বাধা আসবে।

বৃশ্চিক : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। বাধা কিঞ্চিৎ থাকলেও সাফল্য পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে সাফল্যের যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। অর্শ বা আমাশয়ে কষ্ট পেতে পারেন। ভ্রমণে যেতে পারেন।

ধনু : লেখাপড়ায় মনের মত ফল লাভ করবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় এবং স্নায়ুসংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভাই–বোনদের সাহায্য লাভ করবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার সৃষ্টি হবে। তাসত্ত্বেও আপনি অর্থ উপার্জন করতে সমর্থ হবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ দেখা দেবে।

মকর : মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রায়ছে। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পেতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হবে। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। মাথার যন্ত্রণায় ও চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম ও যশ বজায় থাকবে।

কুম্ভ : খুব চিন্তা ভাবনা করে যে কোনও কাজে অগ্রসর হতে হবে। আত্মীয় স্বজনদের থেকে সতর্ক থাকবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। যকৃত সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মাতার শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

মীন : জলপথে ভ্রমণে যাবেন না। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ঠিকমতো করতে পারবেন। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় উন্নত মানের ফল পাবেন না। পতি–পত্নীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে। বন্ধুবান্ধবদের প্রলভনে পড়বেন না দূরত্ব বজায় রাখবেন কারণ তাদের দ্বারা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শব্দবার্তা ১৩৫

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

৪। নিজস্ব ৬। ঘরের অন্ন অপেক্ষা এই ভোজনে স্বাদ বেশি ৮। পরোয়ানা ১১। খোরপোশ, ভরণপোষণ ১৩। যিনি দোকানদারি করেন ১৫। হাত, শুল্ক।

উপর–নীচ

১। উনুন ২। এটা খাওয়া অনেকের নেশা ৩। চিন্তার একমাত্র বিষয় ৫। সংক্ষেপ, সংগ্রহ ৬। বিভাজন ৭। জাদুর খেলা ৯। মাঠ ১০। বিকার, বিচলিত ভাব ১১। চঞ্চল, আকুল ১২। তফাত ১৪ হিন্দুদের একদপবি ১৬। রুধির।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৩৪

পাশাপাশি : ২। অসাবধান ৫। লাউ ৭। রমিত ৮। দলাদলি ৯। উদজান ১১। মালুম ১২ রিপু ১৪। ললিতকলা।

উপর–নীচ : ১। ওভার বাউন্ডারি ২। অসিত ৩। বরবাদ ৪। নলা ৬। উইলিয়াম কেরি ১০। নখাঘাত ১১। মাতলা ১৩। পুল।

নদিয়া জেলায় স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্টাফ নার্স, ল্যাব টেকনিশিয়ান এবং কালা আজার টেকনিক্যাল সুপারভাইজার পদে ৩০ জনকে নেবে নদিয়া জেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি। চুক্তিতে ন্যাশনাল আর্বান হেলথ মিশন, ন্যাশনাল হেলথ মিশন সহ বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়োগ হবে। চুক্তির মেয়াদ ২০২০–র ৩১ মার্চ পর্যন্ত। তবে ভালো কাজের নিরিখে চুক্তির মেয়াদ বাড়তে পারে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : CMOH–Nad/4324.

কাজের খবর

শূন্যপদের বিবরণ : স্টাফ নার্স (ন্যাশনাল আর্বান হেলথ মিশন) : ২০টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি–এ ৩, ও বি সি–বি ৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারিতে ডিপ্লোমা। স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকা আবশ্যক। বয়স : ১–৪–২০১৮ তারিখে ৬৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : প্রতি মাসে ১৭,২০০ টাকা। কালা আজার টেকনিক্যাল সুভারভাইজর (ন্যাশনাল হেলথ মিশন) : ৪টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি–এ ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিজ্ঞান শাখায় স্নাতক, স্নাতকে অন্যতম বিষয় হিসেবে বায়োলজি পড়ে থাকতে হবে। প্রার্থীর বৈধ টু–হুইলার ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। হেলথ সুপারভাইজর বা অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ১–৪–২০১৮ তারিখে ৫০ থেকে ৬২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : প্রতি মাসে ১৭,৭২০ টাকা।

ল্যাব টেকনিশিয়ান (ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং অ্যান্ড টেস্টিং সেন্টার) : ৬টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি–এ ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে বি এসসি অথবা ডিপ্লোমা। স্নাতকদের ক্ষেত্রে ১ বছর এবং ডিপ্লোমাধারীদের ক্ষেত্রে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর পাশাপাশি কম্পিউটার চালানোর দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স : ১–৪–২০১৮ তারিখে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : প্রতি মাসে ১৩,০০০ টাকা। দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.nadia.nic.in

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন :

- ফি বাবদ ১০০ টাকা (তফসিলি, ও বি সি এবং অন্যান্য সংরক্ষিত ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ৫০ টাকা)–র ডিমান্ড ড্রাফট। ড্রাফটটি 'The Secretary, District Health & Family Welfare Samity, Nadia'–এর অনুকূলে কৃষ্ণনগর, নদিয়ায় প্রদেয় হতে হবে।
- প্রার্থীর এক কপি রঙিন ফটো। ফটোটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন।
- বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- কাস্ট এবং ও বি সি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ড্রাইভিং লাইসেন্সের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ দরখাস্ত ভরা খামের ওপর যে পদের জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখে দেবেন। দরখাস্ত ১০ জুলাইয়ের মধ্যে রেজিস্টার্ড বা স্পিড পোস্ট বা ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Chief Medical Officer of Health, Nadia & Secretary, District Health & Family Welfare Samity, 5, D. L. Roy Road, P.O Krishnanagar, District–Nadia, Pin 741101.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি বিভিন্ন পদে ৪০ জনকে নিয়োগ করবে। চুক্তিতে নিয়োগ করা হবে ফিজিওথেরাপিস্ট, অডিওলজিস্ট অ্যান্ড স্পিচ থেরাপিস্ট, সাইকোলজিস্ট, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, ডেন্টাল টেকনিশিয়ান সহ বিবিধ পদে রাজ্যের এই পাঁচটি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : SHFWS/2019/190.

শূন্যপদের বিবরণ : মেডিকেল অফিসার, ডেন্টাল : শূন্যপদ : ৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ডেন্টাল সার্জারির স্নাতক কোর্সে (বি ডি এস) পাশ। সেই সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেন্টাল কাউন্সিলের বৈধ রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে। পাশাপাশি সরকারি বা প্রাইভেট হাসপাতাল অথবা স্বীকৃত কোনও নার্সিং হোম বা মাল্টিস্পেশালিটি প্রাইভেট ক্লিনিক বা কর্পোরেট পলিক্লিনিককে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ৩৫,০০০ টাকা।

ফিজিওথেরাপিস্ট : শূন্যপদ : ৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফিজিওথেরাপিতে স্নাতক। পাশাপাশি, পেডিয়াট্রিক ফিজিওথেরাপিতে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ২৫,০০০ টাকা।

অডিওলজিস্ট অ্যান্ড স্পিচ থেরাপিস্ট : শূন্যপদ : ৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে অডিওলজি অ্যান্ড স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজিতে স্নাতক অথবা স্পিচ অ্যান্ড হিয়ারিংয়ে বি এসসি ডিগ্রি। বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ২৫,০০০ টাকা।

সাইকোলজিস্ট : শূন্যপদ : ৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : সাইকোলজিতে স্নাতক। সেই সঙ্গে ইনফ্যান্ট অ্যান্ড পেডিয়াট্রিক অ্যাসেসমেন্টে ১ বছরের অভিজ্ঞতা। বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ২০,০০০ টাকা।

আর্লি ইন্টারভেনশনিস্ট কাম স্পেশ্যাল এডুকেটর : শূন্যপদ : ৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্পেশ্যাল এডুকেশন বা আর্লি ইন্টারভেশনে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ন্যূনতম এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ১৫,০০০ টাকা।

সোশ্যাল ওয়ার্কার : শূন্যপদ : ৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : সোশিওলজি বা সোশ্যাল ওয়ার্কে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ন্যূনতম এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ১৫,০০০ টাকা।

ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান : শূন্যপদ : ৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক। সেই সঙ্গে সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা অথবা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন থেকে ল্যাবরেটরি টেকনিকসে ডিপ্লোমা। পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নথিভুক্ত কোনও ল্যাবরেটরিতে অন্তত ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ১৭,২২০ টাকা।

ডেন্টাল টেকনিশিয়ান : শূন্যপদ : ৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ডেন্টাল টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ন্যূনতম এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ১৫,০০০ টাকা।

বয়স : সব ক'টি পদের ক্ষেত্রেই ১–১–২০১৯ তারিখে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

প্রাথমিক ভাবে প্রার্থী বাছাই করা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে। নির্বাচিত প্রার্থীদের ৩০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা ও ১৫ নভেম্বরের ইন্টারভিউ হবে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhealth.gov.in অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ৩০ জুন। শুধুমাত্র সাধারণ প্রার্থীদের ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। অনলাইনে ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিয়ের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে। অথবা অফলাইনে ই–চালানের মাধ্যমে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় ফি জমা দেওয়া যাবে। অফলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩ জুলাই। অফলাইনে ফি জমা দেওয়ার দু'টি কাজের দিনের মধ্যে (ওয়ার্কিং ডে) অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করা যাবে। অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করবার শেষ তারিখ ৫ জুলাই।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতিতে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডিস্ট্রিক্ট আর্লি ইনভেনশন সেন্টার (ডি ই আই সি) ম্যানেজার পদে ২৮ জনকে নিয়োগ করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সমিতি। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্পে চুক্তিতে নিয়োগ করা হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : SHFWS/2019/189.

মোট শূন্যপদ : ২৮টি (সাধারণ ১৩, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি–এ ৩, ও বি সি–বি ২, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফিজিওথেরাপি বা অকুপেশনাল থেরাপি বা গ্রন্থেটিক অর্থোটিক্সে স্নাতক অথবা নার্সিংয়ে বিএসসি। এর পাশাপাশি কম্পিউটার চালনায় দক্ষ হতে হবে। রিহ্যাবিলিটোন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া দ্বারা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ডিজেবিলিটি রিহ্যাবিলিটেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকলে অগ্রাধিকার। ডিপ্লোমাধারীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

এছাড়া এম বি এ, সঙ্গে কোনও হাসপাতালে বা স্বাস্থ্য প্রকল্পে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলেও অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে। সব ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে।

বয়স : ১–১–২০১৯ তারিখে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বেতন : প্রতি মাসে ২০, ৪০০ টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে কম্পিউটার টেস্ট এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhealth.gov.in মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো এবং সই আপলোড করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ৩০ জুন পর্যন্ত। ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা (তফসিলি, ও বি সি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০ টাকা)। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইন– অফলাইন উভয় পদ্ধতিতেই। অফলাইনে ফি জমা দেওয়া যাবে ই চালানের মাধ্যমে, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। অফলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩ জুলাই। সে ক্ষেত্রে ৩০ জুনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করে থাকতে হবে। অনলাইনে ফি জমা দিলে ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে। দরখাস্ত সাবমিট করার শেষ তারিখ ৫ জুলাই।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

রাজ্য পুলিশের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, সফটওয়্যার সাপোর্ট পার্সোনেল, সফটওয়্যার ডেভেলপার এবং সিনিয়র সফটওয়্যার ডেভেলপার পদে ১৭ জনকে নেবে রাজ্য পুলিশের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ। নিয়োগ হবে চুক্তিতে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 01/1B/264–19/Staff. দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.policeweb.gov.in

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পূরণ করা দরখাস্ত ডাকে বা সরাসরি ১০ জুলাইয়ের মধ্যে পৌঁছতে হবে নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য আগ্রহী প্রার্থীরা দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নারী ও শিশু উন্নয়ন দফতর
বজবজ ১ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
কালীপুর, পোঃ পূর্ব নিশ্চিন্তপুর, থানা : বজবজ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা
পত্রাঙ্ক নং – ১৬৫/আই.সি.ডি/বি. বি–১ তারিখ : ২৭.০৬.১৯

অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকা নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বজবজ ১ নং ব্লক এলাকাসহ বজবজ ও পূজালী পৌরসভা এলাকার উপযুক্ত তপশিলী উপজাতি মহিলা প্রার্থীগণের কাছ থেকে বজবজ ১ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। দরখাস্ত সরাসরি অফিসে জমা দেওয়া যাবে আগামী ১লা জুলাই ২০১৯ হইতে ৩১শে জুলাই, ২০১৯।

বি দ্রঃ– ডাকযোগে পাঠানো আবেদন বা উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পর আবেদন গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী শূন্যপদ : তপশিলী উপজাতি – ১২টি। অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা শূন্যপদ : তপশিলী উপজাতি–১৩ টি।

বয়স : ০১/০৭/২০১৯ (১লা জুলাই ২০১৯) তারিখে ১৮–৪৫।

বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি কার্য্যালয়ে (বজবজ ১ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প), সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্য্যালয়, বজবজ পৌরসভা কার্য্যালয়, পূজালী পৌরসভা কার্য্যালয়, গ্রাম পঞ্চায়েত কার্য্যালয়গুলিতে যোগাযোগ করিতে আহ্বান করা যাইতেছে।

আনন্দময় চ্যাটার্জ্জী
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
বজবজ ১ নং সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
দক্ষিন ২৪ পরগনা।

৩৫৯৫/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/২৮.০৬.১৯

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী পুনরায় বিপুল ভোটে জয় লাভ করার জন্য তাঁকে জানাই শুভেচ্ছা

সৌজন্যে
মেসার্স প্রিয়াঙ্কা এন্টারপ্রাইজ
সরকার অনুমোদিত কন্ট্রাকটর
প্রোঃ– সেখ মুজিবর রহমান
বি–চণ্ডীপুর, নোদাখালী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
কলকাতা–১৩৭

আতস কাঁচে

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভাঙড় কাজ থেকে বাড়ি ফেরার সময় বাইক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মারা গেলেন এক ব্যক্তি। একটি দ্রুতগামী বোলেরো গাড়ির সঙ্গে ওই ব্যাক্তির মুখোমুখি সংঘর্ষের পর রাস্তার ওপর ছিটকে পড়েন তিনি। হেলমেট না থাকায় মাথায় ও বুকে চোট পান তিনি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক আরোহীর। মৃতের নাম ইয়াকুব মোল্লা (৪৬), বাড়ি ভাঙড়ের কাশীপুরে। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কাশীপুর শেষ মোড়ে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ইয়াকুব ঠিকা শ্রমিকের কাজ করেন। এদিন রাতে কাজ শেষ করে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন, সেই সময় কাশীপুর শেষ মোড়ে উল্টোদিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী চার চাকা ইয়াকুবের বাইকে সামনা সামনি ধাক্কা মারে। গাড়ি থেকে ছিটকে রাস্তার ওপরে পড়লে মাথা থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয় তাঁর।প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে চালকের মাথায় কোনও হেলমেট ছিল না। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে জিরানগাছা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠালে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সম্প্রতি রাস্তা চওড়া করার পর গাড়ির গতি আরও বেপরোয়া হয়েছে। কিন্তু রাস্তায় কোন স্পিড ব্রেকার বসানো হয়নি । সেই সাথে রাস্তায় ট্রাফিক বিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশের দেখা মেলে না বলে নিত্যদিন দুর্ঘটনা বাড়ছে কাশীপুর থানা এলাকায়।

সদ্যোজাত শিশু পুত্রের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সদ্যোজাত এক শিশু পুত্রের দেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার নিকারীঘাট গ্রামপঞ্চায়েতের দুমকী গ্রামে।এদিন দুপুরে সদ্যোজাত এক শিশুপুত্রের দেহ রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এর পরেই তাঁরাই ক্যানিং থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সদ্যজাতকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে সদ্যজাত শিশুপুত্রকে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে।পুলিশ মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পাশাপাশি সদ্যোজাত শিশুপুত্রকে কে বা কারা রাস্তার পাশে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিয়ে গেছে সেবিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

মৃত্যু না খুন? ময়না তদন্তে মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মৃত্যু না খুন ?এক মহিলার মৃতদেহ নিয়ে ধন্দে ক্যানিং থানার পুলিশ।মৃতার নাম পূর্ণিমা সরদার(২৬)।গত মঙ্গলবার বিকালে ক্যানিং থানার পুলিশ গোপন সুত্রে খবর পায় ক্যানিং থানার অন্তর্গত ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ নং গোলাবাড়ি গ্রামে যক্ষারোগে আক্রান্ত এক মহিলা কে মেরে ফেলা হয়েছে এবং মৃতদেহ শশ্মানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। খবর পাওয়ার পর ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতার পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলেন,ঠিক কি কারণে পূর্ণিমা সরদারের মৃত্যু হয়েছে জানতে চাইলে, মৃতার পরিবারের তরফ থেকে কোনও সদুত্তর না পাওয়ায় মৃতদেহটি উদ্ধার করে বুধবার সকালে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে পুলিশ। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে ক্যানিং থানার পুলিশ দেহটি ময়না তদন্তে পাঠায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে দীর্ঘদিন ধরেই যক্ষা রোগে ভুগছিলেন পূর্ণিমা সরদার নামে ওই মহিলা।বর্তমানে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন ওই মহিলা।দীর্ঘ রোগ ভোগের যন্ত্রণার হাত থেকে পরিবারের লোকজন পরিত্রাণ পেতে ওই মহিলাকে খুন করা হতে পারে বলে স্থানীয় প্রতিবেশীদের ধারণা। তবে ঠিক কি কারণে মৃত্যু হয়েছে ময়না তদন্তের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে তদন্ত শুরু করতে চাইছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

পথ দুর্ঘটনায় জখম ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক পথচারীকে বাঁচাতে গিয়ে বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন দুজন।ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার পালবাড়ি এলাকায়। গুরুতর আহত অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পার্থ মন্ডল ও গোসাবার পাঠানখালি হাজি দেশারত কলেজের কলাবিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ইমরান শেখ।

জানা গেছে, এদিন ক্যানিংয়ের বঙ্কিম সরদার কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়ে রাতে দুই বন্ধুর সাথে বাইক এ করে ক্যানিং থেকে সোনাখালির চৌমাথায় বাড়িতে ফিরছিলেন তিন বন্ধু। রাতের অন্ধকারে পালবাড়ি এলাকায় আচমকা বাইকের সামনে এক পথচারী চলে আসায়,পথচারীকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলে পার্থ মন্ডল ও ইমরান সেখ নামে দুই বন্ধু গুরুতর জখম হয়। স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আনলে,দুই বন্ধুর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা বেশ কয়েক ঘন্টা চিকিৎসা করার পর রাতেই কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে।

মায়ের মাথা ফাটাল ছেলে ও বৌমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুকুর থেকে মাছ ধরে খাওয়ার অপরাধে মা' কে নোড়া দিয়ে মেরে মাথা ফাটালো ছেলে ও বৌমা। আহতের নাম রত্না নস্কর।আহত বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেছেন স্থানীয়রা। এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার মাতলা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসকুমড়োখালি গ্রামে।

বৃদ্ধা রত্না নস্করের অভিযোগ, তাঁর ছেলে বাপি নস্কর ও বাপির স্ত্রী সন্ধ্যা রানী নস্কর সোমবার রাতে তাঁকে নোড়া দিয়ে মাথায় মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়। দাদা বৌদি মাকে মারছে দেখে রত্না দেবীর মেয়ে রূপা সরদার বাধা দিতে গেলে তাকে মারধোর করা হয় বলে অভিযোগ । স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে পুকুর থেকে দুটো মাছ ধরে খাওয়ার জন্য রান্না করেছিলেন,কেন মাছ ধরেছে জানতে চেয়ে নিজের মাকে বেধড়ক মারধোর করার পাশাপাশি নোড়া দিয়ে মাথায় মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয় গুণধর ছেলে ও ছেলের স্ত্রী।

এদিন রাতে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে বৃদ্ধা রত্না দেবী বলেন, ছেলে–বৌমা আমাকে খাওয়া পরা দেয়না উল্টে আমি ওদের খাওয়াই। কলকাতায় সব্জি বিক্রি করে যা আয় হয় সেটা দিয়েই আমি ওদের সংসার চালাই,আমি আলাদা থাকি। ছোট থেকে আমি ভোর রাতে উঠে সব্জি নিয়ে কলকাতায় যাই,তা সত্ত্বেও আমাকে মারলো,আবার প্রাণে মেরে ফেলার ও হুমকিও দিয়েছে।

সোমবার রাতেই ঘটনার বিষয় জানিয়ে ছেলে–বৌমার বিরুদ্ধে ক্যানিং থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করছেন রত্না দেবী। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

বাসন্তীতে ম্যানগ্রোভ কেটে ভেড়ি তৈরি করার অপরাধে আটক জেসিবি ও চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীতে ব্যাপক হারে তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। পাশাপাশি সুন্দরবন লাগোয়া এলাকায় চলছে অরণ্য নিধন যজ্ঞ। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ভরতগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের আনন্দাবাদ এলাকার মাতলা নদীর তীরবর্তী এলাকার কয়েক'শ বিঘা জমিতে প্রকাশ্য দিবালোকে মানগ্রোভ অরণ্য জেসিবি দিয়ে কেটে তৈরি হচ্ছে ফিশারি (ভেড়ি)। দীর্ঘদিন ধরে এমনই অরণ্য নিধন যজ্ঞ চলায় খবর পায় বাসন্তী থানার পুলিশ।

রবিবার এমন অরণ্য নিধনের খবর পেয়েই মুহূর্তে বাসন্তী থানার পুলিশ আধিকারিক সৌমেন বিশ্বাস ও এসআই ফারুক রহমানের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে বৃক্ষনিধন বন্ধ করে জেসিবি সহ চালক শর সরদারকে আটক করেন। কার নির্দেশে এমন ধ্বংস যজ্ঞ চলছিল সে বিষয়ে জেসিবি চালক শর সরদারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করছে বাসন্তী থানার পুলিশ আধিকারিকরা। পাশাপাশি তদন্তও শুরু করেছে এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনার।

মৎস্যজীবীদের গণ অবস্থান

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : একাধিক দাবি আদায় ও প্রতিবাদ জানিয়ে বুধবার সকালে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিশারমেন অ্যাসোসিয়েশন এর ডাকে হাজার হাজার মৎস্যজীবী মঞ্চ বেঁধে দুই দিনের লাগাতার অবস্থান শুরু করলো ক্যানিংয়ের সুন্দরবন টাইগার প্রজেক্ট অফিসের সামনে।

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘ,কুমীর,হিংস্র জীবজন্ত,প্রাকৃতিক দুর্যোগ,জলদস্যুদের অত্যাচার ও নানা ধরনের আক্রমণ উপেক্ষা করে সুন্দরবন সহ লাগোয়া জেলায় লক্ষাধিক মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী ও খাঁড়িতে মাছ,কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।উল্লেখ্য ১৯৮২ সালে সুন্দরবনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। সুন্দরবন টাইগার প্রজেক্ট ও সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট। এই বিভাগের ফলে সুন্দরবন টাইগার

রিজার্ভ এর অধিকাংশ এলাকায় মৎস্যজীবীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা হয়।মৎস্যজীবীদের অভিযোগ এর ফলে বন বিভাগের নানান অত্যাচার সহ্য করে মাছ,কাঁকড়া ধরতে হয়।

১৯৮২ সালের আগে দাঁড় ও পাল তোলা নৌকায় দ্বারা মাছ,কাঁকড়া ধরতেন মৎস্যজীবীরা। এর ফলে মৎস্যজীবীরা ক্ষতিগ্রস্থ হতেন। মাছ,কাঁকড়া ধরে খুবই কমদামে বনের মধ্যে নৌকা যুক্ত আড়তে এ বিক্রি করতে বাধ্য,অন্যদিকে জলদস্যুরা সুযোগ বুঝে ছিপ নৌকা নিয়ে মৎস্যজীবীদের দিনের পর দিন আটকে রেখে লক্ষাধিক টাকা মুক্তিপণ আদায় করতো। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে মৎস্যজীবীরা আগাম কোনও সতর্কতা পেতেন না যার ফলে ঘরে ফেরা হতো না এবং দুর্যোগে পড়ে অনেকেই আবার চিরতরে নিখোঁজ হয়ে যেতেন।

বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির জন্য যন্ত্রচালিত নৌকার সাহায্যে মাছ,কাঁকড়া বিক্রি করে যথার্থ মূল্য পাওয়ার পাশাপাশি অনেক সময় জলদস্যুরা তাড়া করেও ধরতে না পারার জন্য মৎস্যজীবীরা অনেক রক্ষা পাচ্ছেন। এছাড়াও রেডিওর মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম সতর্কতার সংবাদও পেয়ে যথার্থ স্থানে আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে পারছেন এবং মৃত্যু হারও কমেছে। আবার দরিদ্র মৎস্যজীবীরা গ্রামীণ মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা নিয়ে Assembly Type গিয়ার বিহীন মেশিন বসিয়ে মাছ,কাঁকড়া ধরতে যান। মৎস্যজীবীদের অভিযোগ বনদফতরকে একাধিকবার নানান সমস্যার কথা জানানো স্বত্বেও বনবিভাগের কর্মচারীদের অত্যাচার বন্ধ হয়নি বরং বেড়েই চলেছে।সুন্দরবনের নদী ও খাঁড়িতে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা মাছ,কাঁকড়া ধরার জন্য হাজার হাজার ট্রলার ও ট্রলি সুন্দরবনের নদী ও খাঁড়ি দিয়ে বঙ্গোপসাগরে যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় খাঁড়িতে আশ্রয় হয় না এবং ট্রলার খারাপ হলে সুন্দরবনের নদীর চড়ায় ট্রলার ও মাছ ধরার জাল মেরামতি করতে হয়। তাঁদের আরো দাবি, ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের উন্নতি করার পরিবর্তে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডিএফও গত ৭ আগষ্ট এক নির্দেশিকায় রেঞ্জ অফিসারদের কে নির্দেশ দিয়েছেন যন্ত্রচালিত নৌকাকে মাছ,কাঁকড়া ধরার পারমিট না দেওয়ার জন্য(মেমো নং ১৩৭৩/১৮)। এই নির্দেশের ফলে প্রায় কুড়ি হাজার যন্ত্র চালিত নৌকার মাছ কাঁকড়া ধরা বন্ধ হতে চলেছে।

এদিন প্রতিবাদ অবস্থায় সভায় উপস্থিত ছিলেন ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিশারমেন অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জয়কৃষ্ণ হালদার,প্রভাত মন্ডল,বিজন মাইতি,পঞ্চানন কর,হারানন্দ ময়রা,প্রজাপতি খালুয়া,চন্দন মাইতি সহ বিশিষ্টরা।

জয়কৃষ্ণ বাবু বলেন, বিষয়টি আমরা সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ ও বনদফতর কে জানিয়েছি,সেখান থেকে আমাদের দীর্ঘ প্রায় ১৮ বছর ধরে আশ্বাস দেওয়া হলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। মৎস্যজীবীদের এই গণঅবস্থানের পর যদি সরকারের টনক না নড়ে কিংবা মৎস্যজীবীদের সুরাহার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তাহলে আগামী দিনে আমরা দিল্লিতে গণঅবস্থানে সামিল হয়ে অচল অবস্থা তৈরি করতে বাধ্য থাকবো। ক্যানিংয়ে দুইদিনের গণ অবস্থানে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা,ঝড়খালি,বাসন্তী,কুলতলি,নামখানা,পাথর প্রতিমা,সন্দেশখালি এলাকার প্রায় দু হাজার পুরুষ মহিলা মৎস্যজীবী যোগ দিয়েছিল।

কাটমানির জন্য পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অপসারিত

রাজপুর–সোনারপুর

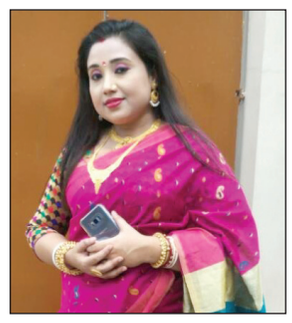

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা সরকার কে তৃণমূলের দলের নেতৃত্ব পদ থেকে সরিয়ে দিলো। অনেক দিন ধরে বহু অভিযোগ জমা পড়েছে শান্তার বিরুদ্ধে। কিন্তু কেউ কোনও কর্ণপাত করেনি। কারণ, শান্তা ও তার পরিবার ঘনিষ্ঠ ছিলো প্রাক্তন মেয়র ও মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়–এর। কাউন্সিলরদের কোনো অভিযোগ শান্তার বিরুদ্ধে মুখ বন্ধ করা ছিলো। তৃণমূল ভবন থেকে শুরু করে কালীঘাট ও নবান্নে শান্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে লাভ হয় নি। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী কাট মানি নিয়ে জে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরই বার্তা থেকে শান্তা কে সরানো হোল। শান্তা ও তার ভাই সঞ্জীব সরকার (পিঙ্কু) ব কলমে পুরসভা চালাতো। শুধু তাই নয় শান্তা কে দিয়ে বহু দুর্নীতি করানো হয়েছে বলে অভিযোগ হয়েছে। শান্তার ভাই ও তার সাগরেদরা যে ভাবে দিনের পর দিন কাটমানি ও কমিশন খেয়েছে এতে রাজপুর––সোনারপুর পুরসভার বদনাম ছাড়া সুনাম অর্জন করতে পারেনি। এছাড়া শান্তার দুর্ব্যবহার করতো পুরসভার কর্মীদের উপর। পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস সাথে খুব নীচ কথা বার্তা বলে তাকে হেয় করেছিলো শান্তা। তারপর থেকে পল্লব বাবু বেশ কিছু দিন পুরসভায় আসেন নি। এর পর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা তৃণমূলের সভাপতি শুভাশিষ চক্রবর্তীর কাছে পল্লব বাবু শান্তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ জানায়।

ঠিক এই সময় মমতা ব্যানার্জী দল কে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কাট মানি বিরুদ্ধে। দেরি না করে পুর মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও শুভাশিষ বাবু এবং দলের অন্যান্য নেতৃত্বদের সাথে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শান্তার বক্তব্য, আমি তো কিছুই জানিনা আমাকে কোনো চিঠি দেওয়া হয়নি পুরসভা থেকে, কোনো আলোচনা হয়নি। কি কি বিষয়ে শান্তা কাট মানি নিতো? ট্রেড লাইসেন্স, মিউটেশন। বিল্ডিং প্ল্যান , হোর্ডিং, পুরসভার অধীনে যে অডিটোরিয়াম আছে এই সব গুলো থেকে কাটমানি খেতো শান্তা ও তার ভাই সঞ্জীব সরকার। শান্তা বিয়ের আগে থেকে নিজের স্বামীকে পুরসভার কনট্রাকটের তালিকায় নাম ঢুকিয়েছে বড় কনট্রাকট পাওয়ার জন্য। সম্প্রতি রাজপুর রবীন্দ্র ভবনে পুনঃসংস্করণের জন্য মন্ত্রী ও মেয়র এবং পুরসভার তহবিল থেকে ১০ কোটি টাকা ধার্য হয়। নিজেদের পছন্দরের কনট্রাকটর দিয়ে কাজ করিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা কাটমানি নিয়েছে বলে কাউন্সিলরদের অভিযোগ। ট্রেড লাইসেন্স, মিউটেশনের ফাইল ছাড়তো না যতক্ষণ না পর্যন্ত ভালো রফা না হচ্ছে, বা লেনদেন না হচ্ছে ফাইল আটকে থাকতো দিনের পর দিন । ট্রেড লাইসেন্স দপ্তরে সৌরভ নামে এক কর্মী শান্তার পেটোয়া লোক সব সময় কাটমানি খাওয়ার জন্য মানুষকে মিথ্যা কথা বলে দিনের পর দিন হেনস্থা করতো। মানুষ ঠিক ভাবে পরিষেবা পায়নি।বিকেল ৫–নাগাদ অফিসে আসতো তখন সব প্রমোটার ও কনট্রাকদের ভীড় পুরসভায়।

কাটমানির অভিযোগে পঞ্চায়েতে তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে কাটমানি আর দুর্নীতির অভিযোগে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের মূল গেটে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার মানুষজন। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং ১ ব্লকের হাটপুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। এদিন এলাকার বহু মানুষজন পঞ্চায়েতের সামনে এসে বিক্ষোভ দেখান। পাশাপাশি পঞ্চায়েতের সামনের রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ অবরোধ ও করেন। পরে অবশ্য ক্যানিং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে অবরোধ তুলে দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়।

স্থানীয়দের অভিযোগ এই পঞ্চায়েতের প্রধান প্রতিমা সর্দার দুর্নীতিগ্রস্থ। দিনের পর দিন তিনি বিভিন্ন প্রকল্পের ঘর ও রাস্তা তৈরির প্রকল্পের টাকা থেকে কাটমানি খেয়েছেন। এছাড়া সরকারি প্রকল্পের বিভিন্ন সুবিধা এলাকার মানুষদেরকে না দিয়ে আত্মসাত করেছেন। এই সমস্ত অভিযোগ তুলে এদিন হাটপুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের মূল গেটে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন কয়েকশো মানুষজন। প্রধানের অপসারণের পাশাপাশি সরকারি প্রকল্পের হিসেব নিকেশ দাবি করেন এলাকার মানুষজন। আর সেই কারণেই পঞ্চায়েতে তালা

মেরে বিক্ষোভের পাশাপাশি রাস্তা অবরোধ ও করেন এলাকার মানুষজন। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রতিমা সর্দার। তিনি বলেন, কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্য আমাকে হেনস্থা করার জন্য গ্রামবাসীদের উস্কানি নিয়ে এনে এই ঝামেলা করছেন। আমার বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ মিথ্যা। সরকারী ধান, ত্রিপল কিম্বা সরকারি অন্যান্য প্রকল্পের কাজ পঞ্চায়েতের সমস্ত সদস্যদেরকে নিয়ে বসে আলোচনা করেই বন্টন করা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য শুক্রবার দুপুরে বিডিও ক্যানিং ১ নিলাদ্রি শেখর দের দফতরে বৈঠকে আসার জন্য পঞ্চায়েতের সমস্ত সদস্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মাদক বিরোধী যাত্রায় মদ্যপ আই সি

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোনারপুর আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবসের দিন সোনারপুর থানা একটি মাদক বিরোধী শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হল। সোনারপুরের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রীরা ও শিক্ষক শিক্ষিকা এবং সাধারণ মানুষ বারুইপুর জেলা পুলিশের সুপার রসিন মুনি খান ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু ও অন্যান্য আধিকারকগণ যোগ দেয়। সোনারপুরের তিন মাথা মোড়ে মিছিল শুরু হওয়ার সময় সোনারপুর থানা আই অসিতবরণ কৈল্যা মদ্য পান করে টলতে থাকেন। কথা জড়িয়ে যায় জেলা সুপার রশিদ মুনি খানের সামনেই । আই সি অসিত বরন কৈল্যা কে থানায় নিয়ে যাবার জন্য অফিসারদের নির্দেশ দেন সুপার । সুত্রের খবর – আইসি সোনারপুর বিভিন্ন জায়গা থেকে তোলা তোলে। আর রাত হলেই অভব্য আচরণ করেন মদ্য পান করে। পুলিশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এবং মাদক বিরোধী দিবসে আই সি নিজেই মদ্য পান করে শোভা যাত্রায় বেহুশ হয়েছিলেন এই কারণে, বৃহস্পতিবার দুপুরে সাসপেন্ড করা হয় তাকে এখন বর্তমানে সোনারপুর থানার দায়িত্বে আছেন ভাঙড়ের সি আই সৌগত রায় ।

নিরপেক্ষ ও সঠিক প্রশাসনিক কাজের জন্য আইসির জনসংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রবাদে প্রচলিত রয়েছে সাধারণত পান থেকে চুন খসলেই পুলিশ হয়ে যায় ঘুষখোর। নিরপেক্ষতা নিয়ে হাজারো প্রশ্ন ওঠে পুলিশ কে নিয়ে।

এহেন প্রবাদ বাক্য কে আমূল পরিবর্তন আনতে এবং তৎপরতার সাথে সুষ্ঠ প্রশাসনিক কাজ কর্ম করা এবং এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা,সাধারণ মানুষের সাথে পুলিশের জনসংযোগ করার উদ্যোগ নিয়ে প্রচার শুরু করলো বারুইপুর পুলিশ জেলার অধীনস্থ ক্যানিং থানা। ইতিমধ্যে লিফলেট এর মাধ্যমে প্রচার করার কাজ শুরু করেছে ক্যানিং থানা।

এলাকার সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য ক্যানিং থানার আই সি সতীনাথ চট্টরাজ তিনটি নতুন মোবাইল ফোন নম্বর চালু করেছেন। নম্বর তিনটি ২৪ ঘন্টার জন্য থানা এলাকার জনসাধারণের জন্য সেবায় নিয়োজিত থাকবে।

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য থানা থেকে জানানো হয়েছে যে কোনও প্রয়োজনে সরাসরি থানা আসা কিংবা যদি আপনার মনে আপনার কাজ সঠিক ভাবে হচ্ছে না তাহলে সরাসরি থানায় গিয়ে কিংবা সরাসরি ক্যানিং থানার আইসি র ৯৮৭৪৬১৫১৭৭ এই ফোন নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

থানায় কোনও কাজ পাওয়ার

ক্ষেত্রে কোথাও কোন রকম ঘুষ দেবেন না কিংবা কারোর দ্বারা প্রভাবিত হবে না। যদি এমনও ঘটে সেক্ষেত্রে ও থানার আইসি র সাথে দেখা করে কিংবা ফোনে কথা বলা যাবে।

এছাড়াও এলাকার গোপন তথ্য,অসামাজিক কাজকর্ম, মদ,গাঁজা,জুয়া,সাট্টা,বোমা, বন্দুক সংক্রান্ত তথ্য নিশ্চিন্তে সরাসরি আইসি কে জানানো যাবে। এই ক্ষেত্রে অভিযোগকারী বা তথ্যপ্রদানকারীর নাম ঠিকানা সম্পূর্ণ ভাবে গোপন থাকবে।

এর পাশাপাশি এলাকায় নারী নির্যাতন, নারী পাচার ও শিশু পাচার সম্পর্কিত তথ্য সরাসরি আই সি কে জানানো যাবে।

আইসি সতীনাথ চট্টরাজ এর ফোন নম্বর সহ আরো তিনটি ফোন নম্বরে সমস্ত ব্যাপারে ২৪ ঘন্টা কথা বলা যাবে বলে ক্যানিং থানা সুত্রে জানানো হয়েছে। নম্বর তিনটি হল ৭৪৭৮৬৪০৩৬৬ (ডিউটি অফিসার), ৭৪৭৮৬৪০৪৩৩ (মোবাইল ভ্যান –১), ৭৪৭৮৬৪০৩৭৩ (মোবাইল ভ্যান –২)। ক্যানিং থানার আইসি সতীনাথ চট্টরাজ বলেন, থানা এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জনসাধারণের মধ্যে পুলিশে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে দশ হাজার লিফলেট ক্যানিং থানার পক্ষ থেকে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিলি করা হয়েছে। পাশাপাশি আরো বেশি করে সচেতনতা করতে আগামী দিনে মাইকিংয়ের সাহায্যে সমগ্র ক্যানিং থানা এলাকায় প্রচার অভিযান চালানো বলে থানা সুত্রে জানানো হয়েছে।

ক্যানিং থানার নতুন আইসি সতীনাথ চট্টরাজের এমন উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানিয়েছেন সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রী থেকে এলাকার সাধারণ মানুষ জন।

মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে বিজেপি–তৃণমূল সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুকুরে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে বিজেপি তৃণমূল সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলে এক বিজেপি কর্মী। গুরুতর আহত অবস্তায় বিজেপি কর্মী উন্নতি সরদার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাদামতলার কুকুরখালি গ্রামে। অভিযোগ গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি'র হয়ে এলাকায় প্রচার এবং জনসংযোগের কাজ করেছিলেন উন্নতি সরদার,আর সেই বিজেপি'র হয়ে জনসংযোগ এবং প্রচার করার জন্য ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের আবুসিদ্দিক মন্ডল,সিরাজুল মন্ডল, রসিদ মন্ডল,শশাঙ্ক হালদার,উত্তম সরদার প্রবোধ সরদার'রা। ঘটনাস্থলেই ব্যাপক মারধোর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে।

উন্নতি সরদার বলেন, এলাকায় বিজেপি করার অপরাধে তৃণমূল আশ্রিত গুন্ডারা আমাকে লোহার রড,ধারালো দাঁ নিয়ে আক্রমণ করলে বেধড়ক মারধোর করতে থাকলে,আমি তাদের পায়ে ধরে আমাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা বললেও আরো বেশি করে মারধোর করে মাথা ফাটিয়ে দেয়। স্থানীয় লোকজন আমাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

স্থানীয় বিজেপি নেতা প্রশান্ত বায়েন বলেন, এলাকায় শাসক দলের পায়ের তলার মাটি দিন দিন সরে যাচ্ছে,আর সেই কারণে নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করার জন্য এলাকায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরির চেষ্টা করেছে তৃণমূলী হার্মাদ বাহিনীরা। যদিও এমন ঘটনায় রাজনৈতিক কোন সম্পর্ক নেই,এটা পারিবারিক সমস্য বলে দাবি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৩ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ২৯ জুন – ৫ জুলাই, ২০১৯

বাম আমলের কাটমানি ফেরাবে কে?

কাটমানির ইতিহাস এ বাংলায় নতুন নয়। দেশ ভাগের পরই এদেশীয় শাসকেরা ধীরে ধীরে রপ্ত করেছিল কাটমানির গুণাগুণ। সেসময় এতো উচ্চকিত কণ্ঠে, লজ্জাহীন বদনে কাটমানির আদান প্রদান ছিল না। এই পাপ ক্রমশ অধিকারে পরিণত হয় বাম আমলের কিছু আগ্ মার্কা নেতাদের হাতে। বাম আমলের বহু ত্যাগব্রতী রাজনীতিবিদ, কর্মী স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না মানুষকে এইভাবে ঠকাতে। কিন্তু 'অতি বিপ্লবী' কিছু কিছু কমরেডের হাত ধরে ক্রমশ শিল্পের পর্যায়ে উঠে এসেছিল কাটমানির নানা কেরামতি।

অবশ্য দিল্লিতেই এর সূচনা লগ্ন ঠিক দেশ ভাগের পরেই। সেই জিপ কেলেঙ্কারি, বোফর্স কেলেঙ্কারির হাত ঘুরে কয়লা, ২জি আরও কত কি। দেশবাসীর পক্ষে সব মনে রাখা সম্ভবও নয়।

পরিবর্তনের বাংলায় এই কাটমানি প্রায় সরকার ঘোষিত ফরমানের সামিল। কারণ প্রাক ভোটপর্বের নির্বাচনী প্রচারে কাটমানির খুল্লাম খুল্লা বিচার আচার রাজ্যবাসী দেখেছে, জেনেছে আর কোথাও কোথাও পুলকিত হয়েছে কাটমানির ফেরত পাওয়ার ভাবনায়। স্বয়ং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এক সময় ৭৫ ভাগ ও ২৫ ভাগের একটা হিসেব প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন। এর পর সরাসরি তার দলের যারা কাঠমানি গ্রহণ করেছে তা ফিরিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। বিরোধীরাও এই সুযোগকে হাতছাড়া করেননি। এখন জেলায় জেলায় চলছে বঞ্চিত কাটমানি পীড়িত নাগরিকদের বিক্ষোভ আন্দোলন। এর শেষ কোথায় এখনও বলার সময় আসেনি। তবে সবকিছুর আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে বাম আমলের নানা দুর্নীতি যেগুলির সুবিচার হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বর্তমান শাসক দল। নমুনা হিসাবে যদি শিক্ষা জগতের উদাহরণ দেওয়া যায় তাহলে কাটমানির পাহাড়প্রমাণ কাজকর্ম এই জামানার চেয়ে কম ছিল না বাম আমলে। বহু বামমার্গী বুদ্ধিজীবীদের অনুকম্পায় এবং গান্ধি নোটের ভেলকিতে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্ন মেধার শিক্ষক শিক্ষিকারা চাকরি পান। তদন্ত হয়নি সেসবের কিছুই। এক সময় রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছিলেন সেই সব দুর্নীতির আকাডেমিক অডিট হবে। প্রতিশ্রুতি বাতাসে মিলিয়ে গেছে। কতটাকার কাটমানিতে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকার পদ কেনা বেচা হয়েছিল তা অন্ধকারে রয়ে গেছে। পরবর্তী কালে নিয়োগে কতটা স্বচ্ছতা আছে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই গেছে।

নজরুল মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী কাউন্সিলরদের কাঠমানি ফেরতের যে নির্দেশ দিয়েছেন তা খুবই বাস্তবোচিত। খোদ কলকাতা শহরেই সামান্য জলের পাইপ বসানোর জন্য, যা পুর জনের ন্যায্য অধিকার তার জন্য কাউন্সিলরদের ছোট বড় চেলা চামুণ্ডাদের 'কাটমানি ট্যাক্স' দিতে হয়েছে। এমন ভুক্ত ভোগীর সংখ্যা অসংখ্য। গ্রাম গঞ্জে গৃহনির্মাণ থেকে রাস্তা নির্মাণ প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই সেই একই লুটে পুটে খাওয়ার নির্মম চিত্র গ্রাম বাংলার ভবিতব্য হয়ে উঠেছে। বাম জামানার কাটমানি নিয়েও তদন্ত শুরু হওয়া প্রয়োজন। কাটমানি দাতা ও গ্রহীতা তাদের সাক্ষ্য পাওয়া কঠিন কাজ হবে না। সর্বদলীয় দাবি উঠুক কাটমানির বিরুদ্ধে।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কর্মযোগের আদর্শ

মনুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যাইতেছে যত মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হৃদয় ও মস্তিষ্কের অপূর্ব সমাবেশ অতুলনীয় বিকশিত আত্মশক্তির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। জগতে তিনিই প্রথম একজন মহান সংস্কারক। তিনিই প্রথম সাহসপূর্বক বলিয়াছেন, 'কোন প্রাচীন পুঁথিতে কোন বিষয় লেখা আছে বলিয়া বা তোমার

জাতীয় বিশ্বাস বলিয়া অথবা বাল্যকাল হইতে তোমাকে বিশ্বাস করিতে শেখানো হইয়াছে বলিয়াই কোন কিছু বিশ্বাস করিও না, বিচার করিয়া তারপর বিশেষ বিশ্লেষণ করিয়া যদি দেখ উহা সকলের পক্ষে উপকারী, তবেই উহা বিশ্বাস কর ঐ উপদেশমত জীবনযাপন কর এবং অপরকে ঐ উপদেশ অনুসারে জীবনযাপন করিতে সাহায্য কর।

যিনি অর্থ, যশ বা অন্য কোন অভিসন্ধি ব্যতীতই কর্ম করেন, তিনিই সর্বাপেক্ষ ভাল কর্ম করেন, এবং মানুষ যখন এরূপ কর্ম করিতে সমর্থ হইবে, তখন সেও একজন বন্ধু হইয়া যাইবে এবং তাহার ভিতর হইতে এরূপ কর্মশক্তি উৎসাহিত হইবে, যাহা জগতের রূপ পরিবর্তিত করিয়া ফেলিবে। এরূপ ব্যক্তিই কর্মযোগের চরম আদর্শের দৃষ্টান্ত।'

কর্মযোগ প্রসঙ্গ

কর্ম ও তাহার রহস্য

আমার জীবনে যেসব শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করিয়াছি, সেগুলির অন্যতম এই যে, কর্মের উদ্দেশ্যের প্রতি যতটা মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক, উপায়গুলির প্রতিও ততটা দেওয়া উচিত। এই শিক্ষা আমি যাঁহার নিকট লাভ করিয়াছি, তিনি একজন মহাপুরুষ।

ফেসবুক বার্তা

ধ্বংসপ্রায় বাংলার ঐতিহ্যের পোড়ামাটির শিল্পমন্দির। ভগবানের স্থান রয়েছে ভিতরে কিন্তু শিল্পর দিকে চোখ নেই কারোরই। শিল্প বাঁচাবার আহ্বান সকলের কাছে। এমনই উঠে এসেছে সোশ্যাল জানালায়।

কাটমানি খাওয়া অপরাধীরা কান কামড়াবার জন্য মাসির খোঁজ পাবে কি?

নির্মল গোস্বামী

বিদ্যাসাগরের গল্পে এক অপরাধীর ফাঁসির সাজা হয়েছে। জজ অপরাধীর শেষ ইচ্ছা জানতে চাইলে অপরাধী বলে, যে মাসি তাকে মানুষ করেছিল তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। মাসি এলে কানে কানে একটা কথা বলার অছিলায় মাসির কান কামড়ে ছিঁড়ে নিল। কেন মাসির কান ছিঁড়ে নিল তা জানতে চাইলে অপরাধী বলে যে, ছোটবেলায় যখন স্কুল থেকে বই, খাতা, কলম চুরি করতাম তখন মাসি বারণ না করে উৎসাহ দিয়ে গেছে। তখন মাসি যদি বারণ করত তাহলে আজ আমি দাগী আসামী হতাম না। তাই এটা মাসির সাজা।

বর্তমানে এই বঙ্গের শাসকদলের নেতা কর্মীরা সরকারি প্রকল্পের কাটমানি খাওয়ার অপরাধে আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়েছে। নেত্রীর কথা মতো টাকা ফেরত চাওয়ার অজুহাতে সাধারণ মানুষ বা উপভোক্তারা তাদের উপর হম্বিতম্বি শুরু করেছে। কোথাও মুচলেকা লেখাচ্ছে। কোথাও বাড়ি ভাঙচুর করছে, কোথাও আবার থানা ঘেরাও রাস্তা অবরোধ করছে। খবরে প্রকাশ অনেকেই নাকি টাকা ফেরত দেবার কথা কবুল করেছে।

গল্পের মাসি চুরিতে উৎসাহ দিয়েছিল। আর তৃণমূল নেতা কর্মীরা কাটমানি খাওয়ার উৎসাহটা বা প্রেরণা পেলো কোথা থেকে তার উৎস সন্ধান করাটাই বর্তমানে জরুরি। কারণ তার থেকে অন্যান্য দল তাদের কর্মীরা সচেতন হতে পারবে।

মমতা ব্যানার্জীর আন্দোলনে বিশেষ করে সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনে বিভিন্ন পেশায় মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিলেন বাম জমানার অপশাসন দূর করতে। তেমনি একজন নামী সঙ্গীত শিল্পী কবির সুমন ২০০৯ সালে যাদবপুর কেন্দ্র থেকে তৃণমূল টিকিটে জয়ী হন। বছর খানেকের মধ্যেই তাঁর রাজনীতির শখ ঘুঁচে যায়। এম পি ল্যাডের টাকা খরচ করতে গিয়ে তাঁর করুণ অভিজ্ঞতার কথা ক্যামেরার সামনে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন দলের নেতা কর্মীরা খালি খাব–খাব–খাব করছে। অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে তিনি এই খাব খাব কথা উচ্চারণ করেছিলেন। তখন তো দল সতর্ক হয়নি। উল্টে সুমন বাবুই দল থেকে দূরে সরে যান। হয়তো অন্য কোনও বাধ্যকতায় দল তাকে আমল দেয়নি। আজ হঠাৎ বিজেপি ১৮টা লোকসভার আসন পেতেই দলকে শুদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে নেতারা কিংবা পেশাদার ভোট বিশেষজ্ঞ প্রশান্ত ভূষণ বলে গেছেন। যাই হোক শুদ্ধকরণ করতে হলে তো নেতাদের থেকে শুরু করা প্রয়োজন। সেটা এখনও শুরু হয়নি।

চোর যখন চুরি করে তখন ঘর বিচার করে না। পুলিশের ঘরে হামেশাই চোর হানা দেয়। যেখানে অর্গল খোলা পায় চোর সেখানেই ঢুকে পড়ে। ঠিক তেমনি শুধু সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়া বাবদ কাটমানি ধরলে চলবে না। আরও অনেক রকমের কাটমানি রাজ্যে চালু আছে এবং মুখ্যমন্ত্রী তা সবই জানেন। সল্টলেকের তোলাবাজির দৌরাত্ম্যর কথা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ফোনে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন। এতো বড় মুখ পোড়ার পরও সরকার চুপ করে থেকেছেন। কে সেই ব্যক্তি? কী তার সাজা হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তর নেই। তোলাবাজির টাকা আসে বালি খাদান থেকে, পাথর খাদান থেকে, অবৈধ কয়লা খাদান থেকে। সে সবক্ষেত্রে তোলাবাজির কি হবে? সিন্ডিকেট চক্র তো আছেই। এই সবের বেলায় কী হবে? প্রাইমারি শিক্ষকের চাকরির বাজার দর উঠেছিল কোথাও ১০ লক্ষ কোথাও ১২ লক্ষ। সেই টাকা কি পঞ্চায়েত স্তরে শিক্ষক নেতারা খেয়েছে? নাকি উঁচুতে বসে আছে যাঁরা– যাদের হাতে চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা আছে তাদের পকেটেও গেছে– তার তদন্ত যদি না হয় তাহলে উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাবে জনমনে। শিক্ষামন্ত্রী নিজে বলেছিলেন যারা টাকা নিয়েছেন ফেরত দিন। তার অর্থ হল যারা টাকা নিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রীকে জানিয়েই নিয়েছিলেন। যদি তাদের চাকরির ব্যবস্থা করতে পারতেন তাহলে কোনও কথাই উঠত না। যে কোনও কারণেই হোক চাকরি না দিতে পারার জন্য টাকা ফেরতের কথা আসছে। শুধু টাকা ফেরত দেওয়াটাই সব নয়। তাদের শাস্তি হওয়া উচিৎ ছিল। যদি প্রকাশ্যে শাস্তি হতো, তাহলে চাকরির নাম করে আর কেউ টাকা নিতে সাহস পেত না।

আমরা জানি গণতন্ত্রে বিরোধী শক্তি চেক অ্যান্ড ব্যালান্স এর কাজ করে। বিরোধীরা থাকলে কোন খাতে কত টাকা আসছে, কোথায় তা খরচ হচ্ছে? তার খবর গ্রামবাসীকে জানাতে পারে। তাতে করে প্রধান বা সদস্যরা উলটোপালটা কাজ করতে সাহস পায় না। কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তৃণমূল নেত্রী বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েতের ডাক দিয়েছিলেন? বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত হলে সরকারি প্রকল্পের টাকা নয় ছয় করা সহজ হয়। কাজ না করেও প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করা যায়। এবং সরকারি অফিসারদের প্রলোভন বা ভয় দেখিয়ে সব কিছু ম্যানেজ করা যায়।

নিচের তলার কর্মীদের পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করে খাবার দেদার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছিল। যেখানে নির্বাচন করতে দেওয়া হয় নি, সেখানে প্রধান পদ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির পদ মোটা টাকায় বিক্রি হয়েছে। দলের পদাধিকারীরা এই টাকা খেয়েছে। অবশ্য এসবের কোনও প্রমাণ নেই। শোনা কথাই বলছি। একদিন আমার এক পরিচিত আক্ষেপ করে আমাকে বলল জানো ওমুক পঞ্চায়েতের প্রধানের দর উঠেছে সাত লাখ টাকা আমি একথা অবিশ্বাস করিনি এই জন্য যে বামপন্থী ছাড়া অন্য সব দলেরই প্রার্থীপদ বিক্রি হয়। বিজেপিও বাদ নয়। যেখানে নির্বাচন হয় সেখানে জেতার ঝুঁকি থাকে। আর যেখানে নির্বাচন হবে না, সেখানে তো কোনও ঝুঁকি নেই। সরাসরি পার্টি তাকে প্রধান বা সভাপতি বা জেলার সদস্য করে দিচ্ছে, তার জন্য দাম তো একটু চড়া হবেই।

এখন কথা হল এই চড়া দাম দিয়ে যারা প্রধান বা সদস্য পদ কিনেছে তারা উপভোক্তাদের কাছে কাটমানি না খেলে সেই টাকা তুলবে কোথা থেকে? পঞ্চায়েত নির্বাচনে যাতে অন্য কেউ নমিনেশান জমা না দিতে পারে তার জন্য বিভিন্ন বিডিও অফিসের সামনে দশ দিন ধরে ২০–৩০ জন পাহারায় থেকেছে। তাদের খাওয়া দাওয়া এবং ৫০০ টাকা করে রোজ দিতে হয়েছে। বাইকবাহিনীর জন্য বাইকের তেল দিতে হয়েছে। এক একটা বোমার দাম এখন নাকি ৮০০ টাকা। এসবের মজুত রাখতে হয়েছিল। কোথায় প্রয়োজন হয়েছে কোথায় প্রয়োজন হয়নি, এই সব খরচ কে করবে সেই খরচের টাকা এসেছে হয় তো প্রার্থীপদ বিক্রি করে। অঙ্কের হিসাবের মতো সব পরিস্কার মিলে যাচ্ছে। পঞ্চায়েত স্তরের নেতারা কেন উপভোক্তাদের কাছ থেকে কাটমানি খাচ্ছে নিশ্চয় পাঠকগণ বুঝতে পারবে।

গ্রামের গরিব মানুষেরা ভালোভাবেই জানে যে সরকারি বদ্যানতা পেতে গেলে রাজনৈতিক নেতাদের খুশি করতে হয়। তাই এক লাখ টাকার ঘর যে করে দিচ্ছে তাকে ২০ হাজার দিতে তাদের কুণ্ঠাবোধ হয়না। মনে করি না ৮০ হাজারই আমার প্রাপ্য। এই মনোভাবের বশবর্তী সকল উপভোক্তারা। তাই কাঠমানি পেতে প্রধানদের রক্তচক্ষু দেখাতে হয় না। স্বাভাবিক পথেই এটা এসে যায়। প্রধান বা সদস্যরা এটাকে খুব গর্হিত কাজ বলে মনে করেনা আজকাল। কাটমানি যে নেতারা খেয়েছে একথা নিজে থেকে স্বীকার না করলে এর কোনও প্রমাণ নেই। প্রমাণ রেখে কেউ ঘুষ খায়না। এই পরিপ্রেক্ষিতে কেউ যদি জনগণের চাপে দোষী সাব্যস্ত হয়। যদি তার শাস্তি হয় সে কি খুঁজে পাবে সেই মাসি'র যার কান কামড়ে দিয়ে বলতে পারবে আগে কেন সতর্ক করিস নি।

পালিত হল ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আত্মবলিদান ও পশ্চিমবঙ্গ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি: অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, কেরল ও ছত্তিশগড় রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করলেও ভুলে গিয়েছে বাঙালি। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয় না খোদ পশ্চিমবঙ্গে। লজ্জার বিষয় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস কবে সেই দিনটিও ভুলে যেতে বসেছে বাঙালি জাতি।

উল্লেখ্য, ১৯৪৬–৪৭–এ মুসলমান নেতৃত্ব সম্পূর্ণ বঙ্গের পাকিস্তানভুক্তি দাবি করলে রাজ্যের সকল জাতীয়তাবাদী মানুষ তা প্রত্যাখ্যান করেন। সেই সময় ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ভাবনা ছিল – পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা। তৎকালীন সময়ে বাংলার কংগ্রেস দল এবং আপামর বাঙালিও তাঁকে পূর্ণসমর্থন করেছিল। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বুঝেছিলেন যে বাঙালি হিন্দুদের অনন্তকাল মুসলিম শাসনে থেকে জাতিগত বিলুপ্তি এড়াবার একমাত্র উপায় হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ নামক প্রদেশ গঠন করে তাকে ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করা।

৯ মার্চ, ১৯৪৭ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী একটি বিস্তারিত দলিল প্রকাশ করে বুঝিয়েছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ গঠনের দাবি কখনওই ঘৃণ্য পাকিস্তান দাবির সমর্থক নয়, বরং পাকিস্তানের কবল থেকে বাংলার খানিকটা ছিনিয়ে এনে বাঙালি হিন্দুর মুক্তচিন্তার পীঠস্থান গঠনের প্রচেষ্টা মাত্র। যেখানে পুরো বাংলাই মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের খপ্পরে চলে যেতে বসেছিল, সেখানে বাংলার হিন্দুদের অধিকার আছে তার হিন্দুপ্রধান অংশটা ছিনিয়ে নেবার।

২ মে ১৯৪৭ সালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে একটি দীর্ঘ চিঠিতে লিখে জানিয়েছিলেন যে তিনি পাকিস্তান প্রস্তাবের কট্টর বিরোধী এবং অখন্ড ভারতের পক্ষে। কিন্তু যদি মুসলিম লিগের দাবির কাছে নতিস্বীকার করে ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠন করা হয়, তাহলে গোটা বাংলাকেই পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার সদস্যরা ৫৮–২১ ভোটে বাঙালি হিন্দু হোমল্যান্ডের পক্ষে ও পাকিস্তানে যোগদানের বিপক্ষে ভোট দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠন সুনিশ্চিত করেন।

তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ গঠনে পূর্ণ সমর্থন করে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ভাষাবিদ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহা, ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, নেতাজি সহযোগী ও কৃষক নেতা হেমন্ত সরকার প্রমুখ।

সেই সময় প্রবল জনমতের সাক্ষ্য দিয়েছিল অমৃতবাজার–যুগান্তর পত্রিকা গোষ্ঠী, আনন্দবাজার পত্রিকা, দৈনিক বসুমতি, Modern Review ও প্রবাসী গোষ্ঠী।

অমৃতবাজার পত্রিকার বিখ্যাত জনমত সমীক্ষায় দেখা যায় রাজ্যের ৯৮.৩% হিন্দু তাঁদের জন্য এক পৃথক রাজ্য চান। বুদ্ধিজীবী থেকে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ পশ্চিমবঙ্গের দাবিতে আন্দোলন করতে থাকেন।

ডঃ বাবা সাহেব আম্বেদকর, মতুয়া মহাসঙ্ঘের প্রধান প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর এবং উত্তরবঙ্গের তপশিলি নেতা ও বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য প্রেমহরি বর্মন বাঙালি হিন্দুর বাসভূমি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনের পক্ষে জোরালো সমর্থন করেছিলেন।

বঙ্গীয় আইনসভার কমিউনিষ্ট সদস্যরা সমগ্র বাংলার পাকিস্তানভুক্তির পক্ষে ও পশ্চিমবঙ্গ গঠনের বিপক্ষে ভোট দেন। ২০ জুনের দিন থেকে অমুসলমান আমলারা সুরাবর্দীর পরিবর্তে প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষকেই বঙ্গের প্রথম হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রিপোর্ট করতে শুরু করেন। জন্ম হয় পশ্চিমবঙ্গের।

বঙ্গের ইতিহাসে ১৯৪৭–এর ২০ জুনই সর্বপ্রথম বাঙালি সমাজ একজন হিন্দু নেতৃত্বকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বরণ করে নেন। শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গের পথচলা। সেই ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে বিজেপি নেতা তথা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মহান আত্মবলিদান দিবস উযাপন সমিতির রমেন মন্ডল ও অজয় বায়েনের একান্ত প্রচেষ্টায় রবিবার বিকালে পালিত হল হল ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী'র মহান আত্মবলিদান ও পশ্চিমবঙ্গ দিবস।

ক্যানিংয়ের সঞ্জয় পল্লির আর বি আকাদেমিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্বজেলার প্রাক্তন সভাপতি ত্রিদিব মণ্ডল। এছাড়াও এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও চিন্তাবিদ সুপরাজ ঘোষ বিশ্বাস, বিজেপি'র যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক শুভঙ্কর দত্ত মজুমদার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব জেলার সহ সভাপতি অসিত মণ্ডল।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করে বিশিষ্ট বিজেপি নেতা সঞ্জয় নায়েক।

২৩ জুন প্রত্যেক বছরের মতো হাজরা মোড়ের ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বলিদান দিবসের দিন বিজেপি দক্ষিণ কলকাতা জেলা যুব মোর্চার সভাপতি খোকন ঘোষের নেতৃত্বে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। বহু রক্তদাতা এদিন শিবিরে রক্তদান করেন এবং প্রত্যেককে একটি করে গাছ ও শ্যামাপ্রসাদের একটি করে বই দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ দিলীপ ঘোষ ও লকেট চ্যাটার্জী, কেন্দ্রীয় নেতা রাহুল সিনহা, রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু ও প্রতাপ ব্যানার্জী, সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ, যুব মোর্চার সভাপতি দেবজিৎ সরকার, দক্ষিণ কলকাতা জেলার সভাপতি মনোহর রাও।

চিকিৎসকদের রক্তদান

হীরালাল চন্দ্র: গত ২৩ জুন সকালে ২৯, হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনে (সিঁথি) ''ঘুঘুডাঙা মেডিক্যাল অ্যাসোশিয়েশনের'' উদ্যোগে (শাখা আই এম এ) ডা. ক্ষণিকা দাসের পৌরোহিত্যে ও প্রখ্যাত সমাজসেবী সুচিকিৎসক, সঙ্গীত শিল্পী ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ডাক্তার সিদ্ধার্থ ব্যানার্জীর সুষ্ঠু পরিচালনা ও সঞ্চালনা তৃতীয় বার্ষিক স্বেচ্ছা 'রক্তদান শিবির' সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। মোট ৪৫ জন ব্যক্তি শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করে মহানুভবতার পরিচয় দেন। প্রধান অতিথি বিধায়িকা মালা সাহা ডাক্তার সিদ্ধার্থ ব্যানার্জী ও চিকিৎসকদের সমাজসেবা মূলক এই মহতী কর্মযজ্ঞের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন তরুণ সাহা, ডা. অঞ্জন মুখার্জী, ডা. সমর মুখার্জী, ডা. রবীন্দ্রনাথ মান্না, ডা. সুবীর কুমার সেন, ডা. রীনা মুখার্জী, ডা. সুব্রত দে, ডা. দেবব্রত পুরকাইত, ডা. দিব্যেন্দু পুরকাইত, পার্থ ব্যানার্জী, শ্যামল দে বিশ্বাস প্রমুখ। সহযোগিতা করে প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করেন অরূপ মণ্ডল, টুবলু দত্ত, কাশ্মিরী ব্যানার্জী, রাহুল ব্যানার্জী, সমর চক্রবর্তী, মোহনা ব্যানার্জী, কুনাল ব্যানার্জী, অভিজিৎ বসু প্রমুখ। এলাকার অসংখ্য গুণীজন মানুষ শিবির পরিদর্শন করে সাধুবাদ জ্ঞাপন করেন। শেষে সভ্য–সভ্যাদের মধ্যাহ্ন ভোজ করানো হয়।

'মা'র জন্য রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফোরাম ফর দুর্গোৎসব কমিটি আয়োজিত তৃতীয় বার্ষিক রক্তদান শিবির গত ১৬ জুন ২০১৯ নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়, ১৮০০ বেশি রক্তদাতা এই উপলক্ষ্যে রক্তদান করেন। তাছাড়া ২২০০ চারাগাছ বিতরণ কথা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালা রায় (সংসদ) মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, শশী পাজা, সাধন পাণ্ডে, শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, সুজিত বসু ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, সমাজসেবী কার্তিক ব্যানার্জী, বাবুন ব্যানার্জী। সকলকে ধন্যবাদ দেন সংস্থার সভাপতি কাজল সরকার। অনুষ্ঠানকে সাফল্য মণ্ডিত করতে সহস্থানে সম্পাদক শাশ্বত বোস

পাঠকের কলমে

হিন্দি শিক্ষা

আমরা স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক। সম্প্রতি এক বিতর্ক সামনে এসেছে– আমাদের ছেলেমেয়েরা হিন্দি শিখবে কি শিখবে না। আজকাল সব বিষয়েই দেখি তর্ক বিতর্ক চলতে থাকে। প্রচুর মতামত চালাচালি চলে কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে ভালো হবে এমন কোনও সুষ্ঠ সমাধান দেখতে পাই না। এক কালের বাংলা স্কুলগুলো যেমন হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্কুল, মিত্র ইনস্টিটিউশন, মালটিপারপাস, বেলতলা সহ গ্রামের বা জেলার স্কুলগুলোর কথা বলছি যেখান থেকে আমরা প্রচুর কৃতী সন্তান পেয়েছি। সত্যিকথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে ইংরেজি তুলে এবং লটারি করে ভর্তি করার ফলে স্কুলগুলি তাদের সেই গরিমা হারিয়েছে। এবং হারাতে হারাতে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে খাবার দাবার... আরও কত কিছু দিয়েও আর ছাত্রছাত্রী ধরে রাখা যাচ্ছে না। অন্য স্কুলের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হচ্ছে। তারপর আছে ভারী ব্যাগের চিন্তা, তিনটে ভাষা পড়লে চাপ হয়ে যাবে সেই চিন্তা... বাংলা দুইশো থেকে কমিয়ে একশো, ইংরাজী তুলে দেওয়া বা পরবর্তী ক্লাসে গিয়ে অল্প করে চালু করা, হিন্দি তুলে দেওয়া, সংস্কৃত তুলে দেওয়া... নানান গবেষণা প্রতিবছর চলতেই থাকে এবং এগুলো করে বছরের শেষে ছেলেমেয়েরা যে খুব কিছু শিখে খুব কিছু 'স্পেশাল' তৈরি হচ্ছে বলে তো মনে হয় না বরং মনে হয় আমার সময়ের সিলেবাস আমাদের অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। আমাদের পঠন পাঠন অনেক বিজ্ঞানভিত্তিক ছিল। আমরা বাংলা, অঙ্ক, ইংরাজী, ইতিহাস ভূগোল, বিজ্ঞান, জেনারেল নলেজ সবই পড়তাম সঙ্গে আঁকতে পেতাম, রিডিং পড়তে হতো কারণ ১০ নম্বরের ওরাল ছিল। এছাড়াও খেলাধূলো, ব্রতচারী, আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, পিটি, ওয়ার্ক এডুকেশন... সব কিছুই ছিল। কোনও বিষয়ের দিদিমণি না এলে অন্য কোনও দিদিমণি এসে গল্প বলা, ধাঁধা বলা, জেনারেল নলেজ আলোচনা কিছু না কিছু দিয়ে আমাদের মনযোগ আকর্ষণ করতেন। শুধু একালের মতো কম্পিউটার ছিল না। আমরা ফাইভ, সিক্স, সেভেন হিন্দি শিখেছি, এইট, নাইন, টেন সংস্কৃত শিখেছি– ইলেভেন থেকে তো বিষয় ভিত্তিক মানে বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য বিভাগ সব আলাদা হয়ে যায়... আমার মনে হয় সেই পদ্ধতি চালু করাই সব থেকে বিধিসম্মত কারণ সমস্ত ভারতীয় ভাষার অরিজিন হচ্ছে সংস্কৃত এমন কি কমপিউটার এর মুখ্য ভাষাও এই সংস্কৃত সুতরাং ছেলেরা যদি বেসিক সংস্কৃত শেষে তবে ভবিষ্যতে তারা কম্পিউটার সহ যে কোনও ভারতীয় ভাষাই অতি শীঘ্র রপ্ত করতে পারবে। প্রসঙ্গত মনে পড়ল, যাচ্ছিলাম দক্ষিণ ভারত... আমার সঙ্গে ট্রেনের কামরায় তামিল, তেলেগু, বিহারী মহিলারাও ছিলেন কেউই কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। হিন্দি জানার সুবাদে আমিই হলাম সকলের ইন্টারপ্রেটর করণ লোকাল বোর্ড তৃতীয় ভাষা শেখায় না। ভিন্ন ভাষাভাষী ভারতীয় মহিলাদের সঙ্গে ভালোই কাটল, খাবার বিনিময় হলো, রেসিপি জানা হল কিন্তু মনে এটাই রইল যে ইংরাজীর সঙ্গে হিন্দি, সংস্কৃত এবং মাতৃভাষা শিখে ভারতীয়রা বড় হলেই বোধহয় ভালো, এতো কোনও চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপার থাকে না। ইংরাজী মাধ্যম ছেলেমেয়েদের দেখি স্কুলে ভিন্ন ভাষাভাষি বন্ধু পাওয়ায় ইংরাজীর সঙ্গে হিন্দীসহ মাতৃভাষা ও অন্যান্য ভাষাগুলো সহজেই বলতে শিখে নেয়। সুতরাং আমার মনে হয় এসব নিয়ে বেশি কঠিন বা কড়া না হয়ে ছাত্রছাত্রীদের আনন্দ সহকারে সবার সঙ্গে একসঙ্গে ভাষা রপ্ত করে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত।

পড়াশোনার উদ্দেশ্য শুধু স্কুলের পরীক্ষায় পাশ করা নয়, বৃহত্তর সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। যে বাচ্চা পারছে না তাকে যেমন বিশেষ জোর দেওয়ার দরকার নেই তেমনই যে বাচ্চাটি নিতে পারে বা নেওয়ার যথেষ্ট আগ্রহ তাকে বঞ্চিত করাও অনুচিত।

শম্পা মুখার্জী, চেতলা

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

টাকা আত্মসাৎ, আটক যুবক

অভীক মিত্র: কুন্ডলা গ্রামপঞ্চায়েতের বাতাসপুর গ্রামে গ্যাসের কানেকশন দেবো বলে এসে আধার নম্বর বায়োমেট্রিক মেশিনে আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে তিন মহিলার অ্যাকাউন্ট থেকে দশহাজার টাকা করে তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠে তিন যুবকের বিরুদ্ধে। ব্যাঙ্ক থেকে মেসেজ আসায় টনক নড়ে। এক যুবককে মোটরবাইক সমেত ধরে গাছে বেঁধে গণপিটুনি দেয় গ্রামবাসীরা। পুলিশ এসে যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

কাটমানি বিক্ষোভে উত্তাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: কাটমানি ফেরতের দাবিতে মঙ্গলবার সকালে খন্না গ্রামে তৃণমূল নেতা রঞ্জন মন্ডলের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। সোমবার ফুলুর গ্রামপঞ্চায়েতের ইন্দিরা গ্রামে পঞ্চায়েত সদস্যা ঊষা বায়েন এবং রবিবার ঊষাডিহি ও কামারপাড়া গ্রামে তৃণমূল নেতাদের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। টাকা ফেরতের মুচলেকা দিয়ে রেহাই পায় পঞ্চায়েত সদস্যা ঊষা বায়েন এবং তৃণমূল নেতা পিন্টু মুখার্জী। ২২ জুন ফুলুর গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্য ডালিম বাগ্দী এবং দিঘী গ্রামে প্রধান ও বুথ সভাপতির বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। কাটমানি ফেরতের দাবিতে ধরমপুর গ্রামপঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে পোস্টার পড়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ২১ জুন সিউড়ি পুরসভার চারনং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর লাল্টু দাস, রেঙ্গুনি গ্রামে প্রধান নয়নতারা খাতুন এবং ভ্রমরকোল গ্রামে উপপ্রধান, তৃণমূল নেতার বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। কাটমানি ফেরতের দাবিতে ২০ জুন সাঁইথিয়া পুরসভার কাউন্সিলর মানস সিংহ ও বুথ সভাপতি গোপাল দাসের বাড়ি এবং সন্ধ্যায় বোলপুর ছয়নং ওয়ার্ডে বিধায়ক নরেশচন্দ্র বাউড়ির কার্যালয় বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা।

১৯ জুন শ্রীচন্দ্রপুর গ্রামে পঞ্চায়েত সদস্য উত্তম বাউড়ী এবং বুথ সভাপতি রাজীব আকুঁড়ের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। বাড়ি ও শৌচাগার তৈরিতে কোথাও দশহাজার, কোথাও বা তার বেশি কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পঞ্চায়েত প্রধান, সদস্য, বুথ সভাপতি এবং তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে। সেইসব কাটমানি ফেরতের দাবিতে বীরভূম জেলাজুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি অব্যাহত।

দলবদলে পাল্লা ভারী বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৩ জুন সন্ধ্যায় সেকেড্ডা গ্রামপঞ্চায়েতের ১০০০ জন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করল। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়। রামকৃষ্ণ রায় বলেন, 'তৃণমূল কর্মীদের হাত থেকে বাচঁতে হাতে একটা করে মুগুর সঙ্গে রাখুন তাহলেই ভয়ে পালিয়ে যাবে।' ২১ জুন রামপুরহাট ১৫নং ওয়ার্ডে বামফ্রন্ট ছেড়ে বিজেপিতে দুইশোজন এবং হাসঁন, কালুহা এলাকার ৩০২১ জন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করে। ডাবুক গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান কল্যানী গোস্বামী, উপপ্রধান পলাশ রজক, সদস্য মানিক বায়েন, রত্না সরকার, পুস্পিতা ঘোষ এবং ময়ূরেশ্বর–১ পঞ্চায়েতসমিতির সদস্য তিমির গোস্বামী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলো। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অতনু চ্যাটার্জী, মল্লারপুর–১ গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান সমীর লোহার, উৎপল রুজ।

ডাবুক গ্রামপঞ্চায়েতের ১৩টি আসনের মধ্যে আটটি আসন দখল করলো বিজেপি। ফলস্বরূপ, ডাবুক গ্রামপঞ্চায়েত দখল করল বিজেপি। ময়ূরেশ্বর–১ পঞ্চায়েতসমিতির প্রাক্তন বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আমিরুল হক, বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ আব্বাসউদ্দিন সহ ১৫০০ জন মল্লারপুরে বিজেপিতে যোগদান করলো। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়। ১৪ জুন সকালে কোমা অঞ্চলের দুহাজার জন তৃণমূল, সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করল। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়। ১০ জুন সকালে বোলপুরে দুহাজার জন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করে। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়।

কৃষকবন্ধু চেক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজনগর ব্লক কৃষি দফতরের উদ্যোগে রাজনগরে 'কৃষকবন্ধু প্রকল্পে'র চেক বিতরণ করা হলো। রাজনগর ব্লক অ্যাসিস্টেন্ট টেকনোলজি ম্যানেজার আব্দুর রহিম বলেন, 'রাজনগর ব্লকের মোট ১৫০০ কৃষককে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। মূলত কৃষকদের কৃষিতে উৎসাহ দিয়ে উৎপাদন বাড়ানোয় উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পের। এক একজন কৃষককে একহাজার থেকে শুরু করে সর্বাধিক আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে।'

ইলামবাজারে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখ্যার্জীর প্রয়ান দিবসে বিজেপির উদ্যোগে ইলামবাজার 'রটন্তী অনুষ্ঠান ভবনে' রবিবার সকালে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো। বিজেপি জেলা সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মন্ডল, ইলামবাজার ব্লক সভাপতি শিবদাস ঘোড়ুই, মন্ডল সভাপতি অভিজিৎ খাঁ, সাধারন সম্পাদক বুবাই হাজরা উপস্থিত ছিলেন। মহিলা সহ সাধারন মানুষজনের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো।

মহিলাদের অধিকার বুঝিয়ে দিতে বাসন্তী থানার অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহিলাদের অধিকার বুঝিযে দিতে অভিনব নিল বাসন্তী থানার পুলিশ।পুলিশ ইন্টারফেস প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামের পিছিযে পড়া মহিলাদেরকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিযে আনার জন্য নানান উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে।সেই সাথে বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকেও চলছে নানান কর্মসূচিও। এদিন সেচ্ছাসেবী সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্ডিয়া ও বাসন্তী থানার যৌথ প্রচেষ্টায় রামচন্দ্রখালি গ্রাম পঞ্চাযেত ও আমঝা।া গ্রাম পঞ্চাযেতের প্রায় দুশোজন মহিলাদেরকে নিয়ে ২৭ ও ২৮ জুন দুই দিনের এক আইনি কর্মশালার আযোজন করা হয বাসন্তী থানার উদ্যোগে।বৃহস্পতিবার এই কর্মশালা আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বাসন্তী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারীক সৌমেন বিশ্বাস। এছা।াও এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বাসন্তী থানার দেবাশীষ সিনহা, এস আই ফারুক রহমান সহ অন্যান্য পুলিশ কর্তারা। এই কর্মশালার মূল লক্ষ্য মহিলারা থানার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবেন বিপদের সময। বাল্যবিবাহ রুখতে কিভাবে পুলিশের সহযোগিতা পাওযা যাবে। শিশুর উপর অত্যাচার এবং নারী নির্যাতন কিং পাচার হলে থানাকে কিভাবে পাশে পাবে এ সমস্ত বিষযের উপর আলোচনা হয। বাসন্তী থানার পুলিশ কর্তারা প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে মহিলাদের কে বোঝানোর চেষ্টা করেন। এই প্রোগ্রামটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা সহ এলাকার বাসিন্দারা। কারণ গ্রামের অনেক মহিলারাই জানেন না কিভাবে থানায ডাযেরী করতে হয। কোন অফিসার কোন দাযিত্বে থাকেন। থানার ভেতরের পরিবেশ সবকিছুই এই প্রোগ্রামটা মধ্য থেকে জানতে পারেন।বাসন্তী থানার পুলিশের উদ্যোগে দুই দিনের এমন অভিনব আলোচনা প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্তিত থাকতে পেরে আনন্দিত এলাকার মহিলারা।

স্কুলে সংখ্যালঘু পড়ুয়া ৭০% হলেই তৈরি করতে হবে ডাইনিং হল, নির্দেশ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যের স্কুলগুলিতে সংখ্যালঘু পড়ুয়ার সংখ্যা অধিক হলে তৈরি করতে হবে ডাইনিং হল। সরকারি স্কুলগুলিতে পাঠানো হল সংখ্যালঘু বিষয়ক দফতরের এমন নির্দেশিকা। এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ২৮ জুনের মধ্যে ৭০ শতাংশের বেশি পড়ুয়া রয়েছে, এমন স্কুলের তালিকা পাঠাতে হবে। প্রতিটি জেলায় নির্দেশিকা পাঠিয়ে বলা হয়েছে, ৭০ শতাংশের বেশি সংখ্যালঘু পড়ুয়া রয়েছে এমন সরকারি বা সরকার পোষিত স্কুলগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে। স্কুলের নাম, ব্লক বা পুরসভা, পড়ুয়ার সংখ্যা, সংখ্যালঘু পড়ুয়ার সংখ্যা ও সংখ্যালঘু পড়ুয়ার হার–ইত্যাদি তথ্য পাঠাতে হবে ২৮ জুনের মধ্যে।সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পে দেশের প্রতিটি স্কুলেই পড়ুয়াদের দেওয়া হয় মিড ডে

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate [Minority Section], Cooch Behar-736101
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জেলা শাসকের করণ [সংখ্যালঘু দপ্তর] কুচবিহার
Phone & Fax No. (03582)222367 Email: domacbr@gmail.com

Memo No: MS/... (3) Dated 25/06/2019

From : The District Officer Minority Affairs Cooch Behar

To : 1) The District Education Officer, S S M, Cooch Behar.
2) The District Inspector of Schools [S E], Cooch Behar.
3) The District Inspector of Schools [P E], Cooch Behar.

Sub : Dining Halls in Govt. / Govt. aided schools having minority students more than 70%

Sir,
In reference to the no:1173-MD/15011/10/2017: dt :14/06/19 received from the Special Secretary, M A & M E Department Govt. of West Bengal, you are requested to send the names of the Govt. / Govt. aided Schools having minority students more than 70% as per format given below, within 28/06/2019 positively.

This is for sending proposal to the aforesaid department for construction of dining hall for mid-day meal in schools.

Sl No	Name of School	Block/ Municipality	No of total student	No of minority student	% of minority student
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)

Yours faithfully,
District Officer Minority Affairs, Cooch Behar

District Inspector of Schools (P.E) Cooch Behar

মিল। স্কুল ছুট রুখতে মিড মিল প্রকল্প চালু হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে শুধুমাত্র সংখ্যালঘু ছাত্র ছাত্রী বেশি সেই স্কুলেই কেন খাবারের ঘর তৈরি করার প্রয়োজন পড়ল? এর পিছনে সরকারের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। তাদের যুক্তি, মিড ডে মিল তো সব স্কুলে দেওয়া হয়, তাহলে আলাদা করে সংখ্যালঘু ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বেশি এমন স্কুলে ডাইনিং হল তৈরির নির্দেশিকা কেন জারি করল রাজ্য সরকার?

বিরোধীরা সরব হয়েছেন ইতিমধ্যেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ টুইটে নিন্দা প্রকাশ করেছেন। বিরোধী দলনেতা আবদুল মান্নানও প্রশ্ন তুলেছেন।

তবে এবিষয়ে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এরকম নির্দেশিকা কেন দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে অন্তর্নিহিত তদন্ত হবে। তিনি সরাসরি কোচবিহারের আধিকারিককে ফোন করে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন তিনি এও বলেন, তাঁর অলক্ষ্যেই এমন ঘটনা ঘটেছে এবং এমন নির্দেশিকা বহু আগে জারি করা হয়েছিল তবে তা শুধরেও নেওয়া হয়েছে। তবে এখন প্রশ্ন উঠছে এমন নির্দেশিকা কেনই বা জারি হয়েছিল তা নিয়ে।

বাসন্তীতে বোমাবাজি

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের জেরে আবার উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী ব্লকে। বৃহস্পতিবার রাতে বাসন্তী থানার কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ এলেই মুহূর্তে বোমাবাজি বন্ধ হয়ে যায়।

অভিযোগ গত দুদিন আগে আচমকা এক যুব তৃণমূল কর্মীকে বেধ।ক মারধোর করে তৃণমূল কর্মীরা। টাকা পয়সা সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই এই ঘটনার সূত্রপাত। সাময়িকভাবে সেই সমস্যা মিটে গেলেও বৃহস্পতিবার রাতে পুনরায় তৃণমূল কর্মীরা এলাকার কয়েকজন যুব তৃণমূল কর্মীদের উপর চড়াও হয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় একজন যুব তৃণমূল কর্মী মান্নান পিয়াদা গুরুতর জখম হন। ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি তাজা বোমা ও প্রচুর বোমার সুতুলি উদ্ধার করেছে। ঘটনার জেরে আতঙ্কিত এলাকার সাধারণ মানুষজন। আহত যুব তৃণমূল কর্মী মান্নান পিয়াদাকে চিকিসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিসার জন্য।

রবীন্দ্র সঙ্গীত, প্রয়োজনে ডিজেও বাজবে: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৪ জুন সোনারপুরে জয় হিন্দ অডিটোরিয়ামে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেস বর্ধিত কর্মিসভা ডেকেছিল। আসন্ন ২১ জুলাই ধর্মতলায় শহিদ দিবসের কর্মসূচি রূপায়ণ এবং আগামী দিনে দলীয় সংগঠনকে চাঙ্গা করার ব্যাপারে সভায় আলোচনা হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী। তাঁর বক্তব্যের আগে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী বলেন, জেলার চারটি লোকসভা কেন্দ্রেই তৃণমূল জিতেছে এবং ভোটও বেড়েছে। তবে কয়েকটি অঞ্চলে বিজেপির উত্থান হয়েছে। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, কয়েকজন নেতা এমন ভাবে ফেসবুক–হোয়াটস আপে প্রচার করছেন যেন তারা দলের উর্দ্ধে। কিন্তু মনে রাখবেন মমতা ব্যানার্জীর উর্দ্ধে কেউ নয়। তিনি অনেক ত্যাগ–তিতিক্ষা ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে দলকে গড়ে তুলেছেন দল আগামী দিনে আবার ঘুরে দাঁড়াবে। হতাশ হবে না। অভিষেক ব্যানার্জী বলেন, বিজেপি রাজ্যে দাঙ্গার রাজনীতিও করছে। আমরা ঐক্যবদ্ধ থেকে তার কড়া জবাব দেব। যেখানে রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজানো দরকার সেখানে বাজাব। আবার যেখানে ডিজে বাজাবার দরকার সেখানে তাই বাজাব। ভয় পাবেন না। যার যেখানে দায়িত্ব আছে তা পালন করুন। আগামী ২১ জুলাই এই জেলার প্রতিটি বুথ থেকে যেন কর্মীরা ধর্মতলা যেতে পারেন। তার জন্য প্রচার করুন। সবচেয়ে বেশি লোক দেবে এই জেলা। সভা পরিচালনা করেন জেলার যুব সভাপতি তথা ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকাত মোল্লা।

অবাধে চলছে গরুপাচারও

প্রথম পাতার পর

বাসিন্দারা আরও জানান, এইসব সীমান্ত দিয়ে গরু পাচারের পাশাপাশি চলছে মানুষ পাচারও। নিরাপদ করিডর হিসেবে এই সব সীমান্তগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ বিষয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে কঠোর নজরদারির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, মূলত এটা দেখার দায়িত্ব বিএসএফের। পাশাপাশি বিএসএফের পক্ষ থেকেও অতিরিক্ত সতর্কতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এদিকে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দালালচক্র ও 'ধূর সিন্ডিকেটে'র উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে বলে দাবি করা হয়। শিয়ালদহ ডিভিশনের জিআরপির এসআরপি অশেষ বিশ্বাস বলেন, আমার অধীনস্থ দুটি রেল স্টেশন সরাসরি বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত। তা হল বনগাঁ এবং গেদে। সেখানে নজরদারি বাড়ানোর যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনই সন্দেহভাজন কাউকে দেখলে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে।' পাশাপাশি তিনি আরও জানান, গত বছর বনগাঁ ও বারাসত এলাকার প্রায় নব্বইজন বাংলাদেশিকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪ নম্বর ধারায় বৈদেশিক আইনে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়। সাম্প্রতিক এই চার জঙ্গি ধরা পড়ার পর নজরদারি আরও কঠোর করার নির্দেশিকা জারির কথা উল্লেখ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীও নিজে থেকে হয়ে যাবে

প্রথম পাতার পর

প্রশ্ন : সিলেবাসে এই সব মহাপুরুষদের স্থান নেই এ বিষয়ে কি সরব হবেন?

উত্তর : নেতাজি স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে বড়ো বলিদান দিয়েছেন। নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন, ধূপের মতোন কেউ খোঁজও পায়নি। শ্যামাপ্রসাদ বাংলার জনক, বাংলাকে নিয়ে এসেছেন। ইচ্ছাকৃত ভাবে কিছু রাজনৈতিক দল যাদের কনট্রিবিউশন অনেকটাই কম তারা শুধু বিরোধিতা করেছেন। নিজেদের গুরুত্ব বাড়াবার জন্য আড়াল করেছেন। মোদীজি যেমন ফাইল প্রকাশ করেছেন এই সব মহাপুরুষদেরকেও মোদীজি যোগ্য সম্মান দেবেন এবং আমরাও আপ্রাণ চেষ্টা করব।

প্রশ্ন : ২৩ জানুয়ারি দেশপ্রেম দিবস বা জাতীয় ছুটির আবেদন কি করবেন?

উত্তর : জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা বা আবেদন করা বড় কথা নয়। নেতাজিকে নিয়ে কিছু কাজ করতে হবে। সিলেবাস থেকে নেতাজিকে তুলে দিয়ে সিঙ্গুর পড়ানো হচ্ছে এটা তো হওয়া উচিত নয়। যদি সমাজ চায় ছুটি হওয়া উচিত তা হলে ছুটি করা যাবে। নেতাজি কর্মযোগী ছিলেন। কাজের মাধ্যমেই তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে হবে।

প্রশ্ন : মোদীর বার করা ফাইল থেকে আজাদ হিন্দ শহিদের নাম পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের জন্য কোনও শহিদ স্তম্ভ বা ইন্ডিয়া গেটের মতো আই এন এ গেট করা যায় কি?

উত্তর : ইতিমধ্যেই শহিদদের জন্য মনুমেন্ট তৈরি হয়েছে। পুলিশদের জন্যও হয়েছে। আমার মনে হয় এর জায়গাও আছে। আমি দিল্লিতে দেখছিলাম বড় জায়গা আছে। আর আমাদের দেশের জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের সম্মানার্থে অন্তত তাঁদের নাম প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং সেটা হবে চিন্তা নেই।

প্রশ্ন : ইন্ডিয়ান আর্মির নাম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি হওয়া কি সম্ভব?

উত্তর : এ বিষয়ে কিছু সেন্টিমেন্ট আছে। নাম পরিবর্তন হবে কিনা সেটা আর্মির মধ্যে আলোচনা হওয়া উচিত। এখন ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমের বদলে টিম ইন্ডিয়া হয়ে যাচ্ছে শুনতেও ভালো লাগে। যদি মনে হয় এরকম ইন্ডিয়ান আর্মি মানেই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি, হতেও পারে এটা চর্চার বিষয়।

প্রশ্ন : 'জাতীয় ফুল', 'জাতীয় পশুর' মতন 'জয় হিন্দ' 'বন্দেমাতরম'কে জাতীয় স্লোগান করা যাবে?

উত্তর : বিপ্লবীরা বন্দেমাতরমকে মন্ত্র করে ফাঁসির কাঠে প্রাণ দিয়েছেন। নেতাজি জয় হিন্দ বলে সারা ভারতবাসীকে একই পতাকার তলায় নিয়ে এসে ছিলেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য। কিন্তু জয় বাংলা জুড়ে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসে এটা মেনে নেওয়া যায় না।

মোদীজি শুরু করেছেন বিজেপি যা করার করবে নেতাজির জন্য। সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে যে কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে সম্পূর্ণ হবে।

নিগৃহীত শিক্ষককে ক্ষতি পূরণ দিল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২০ শে জুন জয় শ্রীরাম না বলার অপরাধে হাফিজ মহম্মদ শাহরুখ হালদার নামে এক মাদ্রাসার শিক্ষক কে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে হিন্দু সংহতি সংগঠনের বিরুদ্ধে।মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সেই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন এবং দোষী ব্যক্তিদের কড়া শাস্তি হবে বলেও জানিয়েছিলেন।পাশাপাশি বুধবার ওই মাদ্রাসা শিক্ষক কে ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার সাথে সাথে সাথে বুধবার সন্ধ্যা সাথে ছটা নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের চুনাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের জানা পাড়া এলাকায় ওই মাদ্রাসা শিক্ষকের বাড়িতে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক নিয়ে হাজির হন বাসন্তীর বিডিও সৌগত সাহা ও বাসন্তী থানার ওসি সৌমেন বিশ্বাস।এদিন সন্ধ্যায় মাদ্রাসা শিক্ষক হাফিজ মহম্মদ শাহরুখ হালদারের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া ক্ষতিপূরণের পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক তুলে দেন সরকারি আধিকারিকরা।

ওই মাদ্রাসা শিক্ষকের পাশাপাশি ৮ নং তীতকুমার মোল্লা পাড়ার আরো তিনজন মান্নান মোল্লা, হাফিজ আউব সেখ, সাইফুদ্দিন সেখদের কে পঞ্চাশ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণের চেক তাঁদের বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসেন প্রশাসনের আধিকারিকগণ।

যদিও হিন্দু সংহতির দাবি, পার্ক সার্কাস ষ্টেশনে আমাদের সংগঠনের ছেলেদের কে ট্রেন থেকে নামিয়ে মারধোর করা হয়েছে। সুপ্রিয় সরদার নামে আমাদের এক কর্মী আহত হওয়ায় শিয়ালদহ জিআরপিতে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কোথাও কাউকে জোর করে জয়শ্রী রাম বলানো হয়নি।

থানার রোমিও অভিযান

কুনাল মালিক : দক্ষিণ শহরতলির বিভিন্ন থানা এলাকায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অভিভাবকরা অভিযোগ করছিলেন যে বিদ্যালয় শুরু এবং ছুটির সময় বেশ কয়েকজন রোমিও ছাত্রীদের উত্তক্ত করছে। এমন কি কুপ্রস্তাব ও চটুল অঙ্গভঙ্গী করছে। সেই সব বখাটে রোমিওদের ধরতে রীতিমতো অভিযান শুরু করেছে বিষ্ণুপুর ও মহেশতলা থানা। গত ২৭ জুন বিষ্ণুপুর থানার আই সি মৈনাক ব্যানার্জীর নেতৃত্বে গৃহশ্রী গার্লস স্কুলের সামনে সাদা পোশাকে পুলিশ নজরদারী করে। বিদ্যালয় ছুটির পর বেশ কয়েকজন রোমিও ছাত্রীদের উত্তক্ত করছিল। পুলিশ ৬ জন রেমিওকে গ্রেফতার করে। এরা হল আমন ঘরামী, সাজ্জাত ঘরামী, রাহুল এখন, সামাদল মোল্লা, রাজা সেখ এবং হাসান আলী মোল্লা। অন্যদিকে মহেশতলা থানায় গত ২৫ এবং ২৬ জুন অভিযান চালিয়ে মোট পাঁচজন রেমিওকে গ্রেফতার করে। তাদের মধ্যে দুজন নাবালক। ওই দুজনকে তাদের অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার সুপার সিলভা মুরাগান জানিয়েছেন এই অভিযান লাগাতার চলবে।

মহিলাদের রঙিন মাছের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার গোসাবা, বাসন্তী, ঝড়খালির বেশীরভাগ মানুষ জন দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করায় ,জীবন জীবিকার জন্য সুন্দরবন জঙ্গলের কাঠ, মধু, মাছ, কাঁকড়ার উপর নির্ভর করতে হয়। আর এই জীবিকার টানে সুন্দরবনের জঙ্গলে গিয়ে বাঘ, কুমীরের আক্রমণে প্রাণ হারাতে হয় অনেক পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীকে।পরিবারে প্রধান উপার্জনকারী আচমকা মৃত্যুতে অসহায় হয়ে পড়ে পরিবারটি।

এমন করুণ অবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং সুন্দরবন জঙ্গলের উপর নির্ভরতা কমাতে অভিনব উদ্যোগ নিল ভারত সরকারের সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অফ ফিশারিজ এডুকেশন কলকাতা।

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের মহিলাদের স্বনির্ভরতা করার উদ্যোগ নিয়ে সল্টলেকে বৃহস্পতিবার সকালে পাঁচদিনের এক রঙীন মাছ চাষের প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মুম্বইয়ের কেন্দ্রীয় মৎস্য চাষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষা তথা মৎস্য বিজ্ঞানী ডঃ গায়ত্রী ত্রিপাঠী। উপস্থিত ছিলেন সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অফ ফিশারিজ এডুকেশন কলকাতার অধ্যক্ষ তথা মৎস্য বিজ্ঞানী ডঃ গৌর হরি পৈলান সহ অন্যান্য মৎস্য বিশেষজ্ঞরা।

মূলত পাঁচদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে রঙীন মাছের পালন, প্রজনন ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ শেষে মহিলারা যাতে নিজের বাড়িতে রঙীন মাছ চাষ করে স্বনির্ভর হয় সেদিক দিয়ে মাছ চাষের খরচ এবং মাছের চারা কেন্দ্রীয় মস্য শিক্ষা কেন্দ্র সমস্ত খরচ বহন করবে।প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার বিভিন্ন প্রান্তের ২৭ জন মহিলা এই রঙীন মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রতিমা প্রামাণিক, সঙ্গীতা ভুইয়া, পুর্নিমা মণ্ডলরা বলেন, আশা করি কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে এই রঙীন মাছ চাষের প্রশিক্ষণ নিয়ে আগামী দিনে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবো। প্রশিক্ষণ চলবে আগামী ১ লা জুলাই পর্যন্ত।

খুলছে মাঝেরহাট সেতু

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী বছরের শুরুতেই দক্ষিণ কলকাতাস্থিত নতুন 'মাঝেরহাট রেলওয়ে ওভারব্রিজ' সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দিতে চায় রাজ্য সরকার। চলতি বছরের পুজোর আগেই নতুন সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হলেও, রেলের সঙ্গে সেতুর নকসা নিয়ে রাজ্যের পূর্ত দফতরের মত পার্থক্যের জেরে নির্মাণ কাজ কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে বলে রাজ্য সচিবালয় নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে চলতি বছরের মধ্যেই নির্মাণ কাজ শেষ করা যাবে বলে, রাজ্যের পূর্ত দফতরের কর্তারা আশাবাদী। প্রসঙ্গত, গত বছরে ৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার মাঝেরহাট রেল সেতুর মধ্যবর্তী অংশ ভেঙে পড়ে। পরবর্তী সময়ে ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাঝেরহাটে নতুন রেল সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ করার জন্য রাজ্য সরকার চলতি বছরের ২৭ সেপ্টেম্বর সময়সীমা নির্ধারণ করে। আবার পরবর্তী সময়ে মেট্রো রেলের নির্মাণ কাজ ও মাঝেরহাটে নতুন সেতুর নির্মাণ প্রকল্প সমান্তরালভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে সেতুর নকশায় কিছুটা পরিমার্জন করা নিয়ে বেশ কিছু সময় বিলম্ব হয়। এই পরিমার্জনে মাঝেরহাট সেতুর নিউ আলিপুরের দিকে ফুটপাত রাখা হলেও মাঝেরহাট স্টেশনের দিকে ফুটপাত রাখা হয়নি মেট্রো রেলের কাজের জন্য। চওড়ায় রেলের প্রায় ২০০ মিটার অংশের ওপর চার লেনের ঝুলন্ত এই রেল সেতুটির মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০০ মিটার। গত আট মাস যাবৎ জোর গতিতে সেতুর নির্মাণ কাজ চলছে। নতুন সেতুর ১৬টি স্তম্ভের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। পাঞ্জাবের এক পেশাদার সংস্থা এই সেতুর নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছে। সেতু তৈরির পরে তার ভার ও শক্তি পরীক্ষা করে তবেই সেতুটি সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

দ্রুত নামছে ভূগর্ভস্থ জলস্তর, নয়া জল কারবারের রমরমা

প্রথম পাতার পর

কিছু এলাকায় নদী থেকে জল তুলে পরিশোধন করে সরবরাহ করা হয়।এসবের পাশাপাশি জেলার অসংখ্য জায়গায় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে অনিয়ন্ত্রিতভাবে গ।ে উঠেছে পানীয়জলের বহু প্ল্যান্ট। এগুলির কোনওটি ব্যক্তিগত কোনওটি যৌথ মালিকানা ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। কিছু কিছু সমবায় ভিত্তিতেও পরিচালিত।

নানা আকারের এসব প্ল্যান্টে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সাবমার্সিবল পাম্পের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ জল তুলে তা বিভিন্ন মেশিন ও ফিল্টারের মাধ্যমে পরিশোধনের পর জার কিংবা বোতলবন্দি করে বিক্রি করা হচ্ছে। জানা গেছে, বেশিরভাগ প্ল্যান্টগুলিই পরিচালিত হচ্ছে সরকারি নির্ধারিত বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করেই। পাশাপাশি যথাযথ সরকারি নজরদারি না থাকা বেশিরভাগ প্ল্যান্টগুলির পানীয় জলের বিশুদ্ধতা নিয়ে জনমানসে একটা প্রশ্নচিহ্ন রয়েই গেছে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, বেশিরভাগ প্ল্যান্টই সরকারি গুণগত মান নির্দেশক আইএসআই মার্ক ছাড়া রমরম করে চলছে। কারবারীরা ওই সব প্ল্যান্টের পানীয় জল সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ বলে দাবি করে ব্যাপক হারে বিক্রি করে মোটা মুনাফা ঘরে তুলছেন। এভাবে একটি এলাকা থেকে দিনরাত যথেচ্ছভাবে জল তুলে নেওয়ায় প্রতিনিয়ত ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যেই এই জেলার বিভিন্ন এলাকা যথেষ্টই জল সংকটের মধ্যে রয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যাওয়ার পাশাপাশি কাটোয়া ও কালনা মহকুমার বেশকিছু এলাকার পানীয় জলে ক্ষতিকারক মাত্রায় আর্সেনিক মিলেছে। তাছাড়া বেশিরভাগ জায়গাতেই টিউবওয়েলের জলে অত্যধিক মাত্রায় আয়রনের উপস্থিতি ও দুর্গন্ধ থাকায় তা সরাসরি পানের উপযোগী নয়। আর এসব সমস্যাকেই হাতিয়ার করে ব্যাঙের ছাতার মতো পানীয়জলের প্ল্যান্ট গড়ে উঠেছে এবং আরও গড়ে উঠছে। অর্থাৎ একদিকে সরকারি নজরদারি ও জনসচেতনতার অভাবে জলের যেমন অপচয় ঘটছে অন্যদিকে, এই জলের ওপর নির্ভর করেই নয়া কারবারের মাধ্যমে আর্থিকভাবে ফুলে ফেঁপে উঠছে এই সমাজেরই একশ্রেণির বিত্তবান সম্প্রদায়।

আহ্বানে ক্ষুব্ধ আদি তৃণমূলীরা

প্রথম পাতার পর

অনেক অত্যাচারী বাম নেতা আজ তৃণমূলের কেষ্ট বিষ্টু হয়েছেন। বাম আমলে ঘটে যাওয়া, সাঁইবাড়ি কাণ্ড, মরিচঝাঁপি, ধানতলা, বানতলা, আনন্দমার্গী হত্যা কাণ্ড, নেতাই–নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর কোনও ঘটনারই বিচার হয়নি। তৎকালীন অত্যাচারী দাম্ভিক বাম নেতারা অনেকে জার্সি বদলে আজ তৃণমূলের সম্পদ হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সেই বামেদের আহ্বান করে তৃণমূলকেই অপমান করছেন বলে অনেকে দাবি করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বার্তার পর দিনই বিধানসভায় ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামেন পরিষদীয় প্রতিমন্ত্রী তাপস রায়। তিনি বলেন, বুধবার সভায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য বিকৃত করেছে সংবাদ মাধ্যম। মুখ্যমন্ত্রী কখনোই বাম–কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক জোটের কথা বলেন নি। দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে শুধু মাত্র এবং সাথে বলার কথা বলেছেন।

এ প্রসঙ্গে দুরন্ত বিজেপিকে রুখতে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো একের পর এক বার্তা দিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু বাস্তব সম্মত কোনও সদর্থক সমাধান সূত্র এখনও মিলছে না। যাইহোক আবারও ২৭ জুন ভোট গুরু প্রশান্ত কিশোরের সঙ্গে মমতার আলোচনা হয়েছে। এখন দেখার ভোট গুরুর পরামর্শ আগামী দিনে টলমল তৃণমূল দলকে কতটা শক্তি ভিতের ওপর দাঁড় করাতে পারে।

মহানগরে

যাত্রা হোল শুরু

অমিতাভ সেন : স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'আমি দেখতে পাইতেছি ভারতমাতা সারা বিশ্বের পূজা পাইতেছেন।' আমাদের দেশ আজ ডেভেলাপিং থেকে ডেভেলপড্ স্তরে পৌঁছনোর পথে। বিশ্ব অর্থনীতিতে স্থান ষষ্ঠ , ২০–২১ ভিত্তি বর্ষ শেষে ইকোনমি সাইজ ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার হবে। সবকা সাথ–সবকা বিকাশ এর পাশাপাশি সবকা বিশ্বাস অর্জন করা নরেন্দ্র মোদীজির বাস্তব উদ্দেশ্য। সরকার চলে বহুমত সে কিন্তু দেশ চলে সহমতিতে। সবার বিশ্বাস অর্জনে প্রাথমিক বাধা কিছু রাজনৈতিক নেতার স্বার্থসিদ্ধি লোভ। তোষণবাদের মাধ্যমে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষকে ভারতীয়

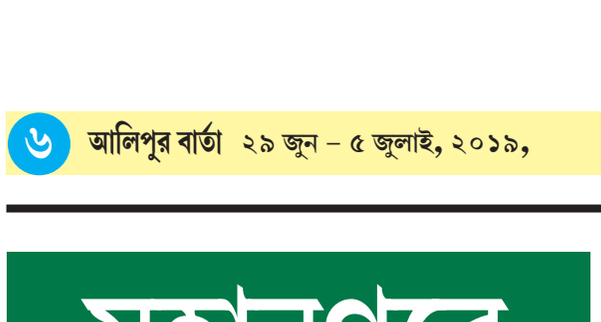

পরিচয় থেকে সরিয়ে এনে ভোট ব্যাঙ্কে পরিণত করা হয়েছে। আদরণীয় মোদীজি ডাক দিয়েছেন মুভমেন্ট অন বিভার্স ডাইরেকশন। এই আহ্বানকে সার্থক করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাষ্ট্রবাদী সংখ্যালঘু মঞ্চ। ২৩ জুন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বলিদান দিবসে কালীঘাট যোগেশ মাইম হলে প্রথম অধিবেশনের মাধ্যমে এই মঞ্চের যাত্রা হলো শুরু। এদের প্রাথমিক লক্ষ্য সংখ্যালঘুদের উৎসের মুখে মূল স্রোতে ফেরানো।

কানায় কানায় ভর্তি অডিটোরিয়মে সাংসদ দিলীপ ঘোষ বলেন, ডঃ মুখার্জী ভারী শিল্প ও বাণিজ্য দফতরে কেন্দ্রী মন্ত্রী হিসাবে দুর্গাপুর–ভিলাই–রৌরকেল্লা স্টিল প্ল্যান্ট, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ, সিন্ধ্রী ফার্টিলাইজার্স, ডিভিসি ড্যাম প্রভৃতি স্থাপন করেন। কোনও কাজে তোষণবাদিতা প্রশ্রয় দেননি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক ইতিহাস ও দর্শন বিভাগ স্থাপন করেন, কাজী নজরুলের চিকিৎসায় সর্বতোভাবে সহায়তা করেন। বর্তমান মঞ্চ ডঃ মুখার্জী নির্দেশিত পথে চলবে। রাহুল সিনহা বলেন। এক নিশান–এক বিধান–এক প্রধানমন্ত্রী নিয়ে ডঃ মুখার্জী শ্রীনগর যান ও ষড়যন্ত্রের শিকার হন। ভোট ব্যাঙ্ক পলিটিক্সের মূল অপরাধী জওহরলাল। কলকাতা হাইকোর্টের প্রতিথ যশা অ্যাডভোকেট চান্দ্রেয়ী আলম রাজনৈতিক সৌজন্য প্রসঙ্গে তাঁর পিতৃদেব ব্যারিস্টর সাধন গুপ্ত ও শ্যামাদার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন। ডঃ মুখার্জীর অন্তর্ধানের পর দক্ষিণ কলকাতার মানুষ সাধনবাবুকেই উত্তরসূরী হিসাবে লোকসভায় পাঠায়। সর্বপন্থ সভার ছিল তাঁদের ধ্যেয় নিষ্ঠা। বুদ্ধিজীবী কাজী মাসুম আখতার জানান বন্দেমাতরম ও রাষ্ট্র বাদের প্রচারে তাঁকে কতো বাধার সামনা করতে হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট নাদিয়া ইলাহি ব্যাখ্যা করেন তালাক–এ বিদ্বৎ নারীত্বের কতো বড়ো অপমান। রাষ্ট্রবাদের কোনও বিকল্প নেই। সাংবাদিক শাহরিয়র আলাম বলেন পরিবারবাদ বংশবাদের যুগ শেষ। সংখ্যালঘু ভাইরা সংখ্যাগুরু ভাইদের সঙ্গে একই উদ্দেশ্যে চলবে।

সর্বসম্মতি সাপেক্ষে জননেতা বাদশা আলমকে মঞ্চের কনভেনর মনোনীত করা হয়। তিনি বলেন লড়াই হবে অর্থনৈতিক সক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে, এনআরসি, তালাক, নাগরিকতা বিল প্রভৃতি বিষয়ে মন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে থাকবে। ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকসন, ইউনিফর্ম সিভিল কোড প্রভৃতি প্রশ্নে ডিবেটের মাধ্যমে সমাজে জাগরুকতা সৃষ্টি করা হবে। এই কাজ আরম্ভ করার জন্য রাজ্যস্তরে ৫১ জনের কমিটি আগামী ৯০ দিনের মধ্যে গঠিত হবে। তারপর জেলাস্তরে কমিটি গঠন করা হবে। তিনি সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। উপস্থিত সকল সদস্য বাদশাভাইয়ের আস্থা স্থাপন করেন : তোমারি পতাকা যারে দাও/তারে বহিবারে দাও শকতি।

বর্ষার আগেই বিপজ্জনক বাড়ি ভাঙা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি: চলতি বর্ষায় ভরা বর্ষা নামার আগেই কলকাতা মহানগরের শ'খানেকের অধিক অতি বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙে পড়লো বলে এমন বাড়ি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুর–প্রশাসন। গত ২২ জুন পুর অধিবেশনে মানিকতলা এলাকার কলকাতার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের বরিষ্ট কংগ্রেস পুর প্রতিনিধি প্রকাশ উপাধ্যায় বলেন, কলকাতা পুরসংস্থার আওতাধীন আমার ওয়ার্ড ছাড়াও কলকাতার অনেক ওয়ার্ডে জরাজীর্ণ বাড়ির সংখ্যা কয়েক হাজার। ইতিমধ্যেই উক্ত বাড়িগুলিকে পুরসংস্থার পক্ষ থেকে 'বিপজ্জনক বাড়ি' রূপে চিহ্নিত করে নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। চলতি বর্ষার প্রাক মুহূর্তে উক্ত বিপজ্জনক বাড়িগুলি ভেঙে পড়ার আগে পুরসংস্থা ওই বাড়িগুলি নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে? এই প্রশ্নোত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় বেশ কিছু জরাজীর্ণ বাড়ি রয়েছে। কেবল কলকাতার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে নয়। আজকের এই পুর অধিবেশন থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, চলতি ভরা বর্ষায় ভেঙে পড়তে পারে কলকাতা মহানগরের এমন যে সমস্ত অতি বিপজ্জনক বাড়ি রয়েছে, ওয়ার্ড প্রতি পুর প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তার একটি তালিকা চাওয়া হয়েছে এবং পুর বিল্ডিং দফতর থেকেও এমন অতি বিপজ্জনক বাড়ির একটি তালিকা চাওয়া হয়েছে। আমি প্রতি বরোকে জানিয়েছি শীঘ্রই সেসব বিপজ্জনক বাড়িতে 'সার্ভে' করা হোক। এক সপ্তাহের মধ্যেই ওই দু'জায়গা থেকে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ তালিকা চাওয়া হয়েছে। তালিকাটি পেলেই ওইসব বিপজ্জনক বাড়ির মালিককে বলবো এই বাড়ি আপনি ভেঙে ফেলুন। আর ওই বাড়ির ভাড়াটিয়াদের একটি সুরক্ষিত বাসস্থানের ব্যবস্থা পুরসংস্থা থেকে করে দেওয়া হবে। যদি বাড়িওয়ালা সাতদিনের মধ্যে

বাড়িটি না ভেঙে ফেলে। তাহলে পুরসংস্থা তাদের কয়েকটি 'অপশন' দেওয়া হবে। প্রথমত ভাড়াটিয়াদের নামের তালিকাটি ওই বাড়ির 'অ্যাসেসমেন্ট রেকর্ডে' অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এবং তাদের পুরসংস্থার পক্ষ থেকে এই বাড়িতে অধিকার রক্ষার্থে একটি 'সার্টিফিকেট' দেওয়া হবে। যে এই বাড়ির আপনি একজন পুরনো বাসিন্দা। এতোদিন যাবৎ এই বাড়িতে আপনি ভাড়া রয়েছেন। এই বাড়িতে কতজন ভাড়াটিয়া বাস করেন, যাদের এই বাড়িতে বসবাসের অধিকার রয়েছে। যেদিন এই বাড়িটা নতুন করে নির্মাণের 'স্যাংশন' পাবে। সেদিন ১৪২–য়ে অতিরিক্ত এফএআর (ফ্লোর এরিয়া রেশিও) দেওয়া হবে, যাতে ভাড়াটিয়া এবং বাড়িওয়ালার উভয়েরই স্বার্থ বাস্তবায়িত হয়। দ্বিতীয়ত, প্রথম নিয়মটি যেখানে কার্যকর হবে না, সেসব ক্ষেত্রে ওই বাড়ির আশেপাশের কোনও ফাঁকা জমিতে বা সংশ্লিষ্ট বাড়ির জায়গাতেই ভাড়াটিয়াদের বসবাসের অস্থায়ী বাসস্থান জায়গাতেই ভাড়াটিয়াদের বসবাসের অস্থায়ী বাসস্থান পুরসংস্থার পক্ষ থেকে করে দেওয়া হবে। যাতে ওই বিপজ্জনক বাড়িটি ভেঙে পড়লে ওই ভাড়াটিয়াদের প্রাণহানি না হয়।

বাড়ি ফাঁকা হলে পুরসংস্থা ওই বাড়িটি ভেঙে দেবে। মহানাগরিক এদিন আরও বলেন যে, অনেক বাড়ির মালিক বিপজ্জনক বাড়ি জেনেও বাড়িটি না সারিয়ে ওই বিপজ্জনক অবস্থায় দিন–দিন বাড়িটিকে ফেলে রেখে দিয়েছেন। অথচ বিপজ্জনক বাড়ি জেনেও ওই বাড়িতে একাধিক ভাড়াটিয়া রয়েছেন। তাদের ক্ষেত্রে ওই ভাড়াটিয়াদের নির্দিষ্ট 'সার্টিফিকেট' থাকলে পুরসংস্থা ওই বাড়ি নির্মাণের 'প্ল্যান স্যাংশন'ই দেওয়া হবে না, যতক্ষণ না ওই ভাড়াটিয়াদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, পুরসূত্রে খবর, কলকাতা পুর এলাকায় এই মুহূর্তে বিপজ্জনক বাড়ির সংখ্যা সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি। এর মধ্যেই খুবই বিপজ্জনক বাড়ি রয়েছে শ'পাঁচেক। যার বেশির ভাগই উত্তর ও মধ্য কলকাতা জুড়ে চার ও পাঁচ নম্বর বরো এলাকায়। পোস্তা এলাকা (ওয়ার্ড–২৩), বড়োবাজার (ওয়ার্ড–২৩), পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিট (ওয়ার্ড–২৪), কলেজ স্ট্রিট (ওয়ার্ড–৪০), কলুটোলা, রবীন্দ্র সরণি (ওয়ার্ড–৯), মানিকতলা, শোভাবাজার, শিয়ালদহ, আমহার্স্ট স্ট্রিট, মহাত্মা গান্ধী রোড, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, তালতলা (এস এন ব্যানার্জী রোড), লেনিন সরণি, মৌলালি, দুর্গাচরণ ব্যানার্জী রোড ইত্যাদি। কলকাতায় বিপজ্জনক বাড়িতে বসবাস করেন প্রায় ৫০ হাজার মানুষ।

যুবযুবাদের সংসদ বসল চেতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি যোগ দিবসকে মাথায় রেখে নেহেরু যুব কেন্দ্র, দক্ষিণ কলকাতা এবং দক্ষিণ কলকাতার প্রাচিন ক্লাব চেতলার হিন্দ সংঘ এক নেবারহুড ইয়ুথ পার্লামেন্টের আয়োজন করেছিল। সারাদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সকালে ক্লাব সম্পাদকের হাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত প্রাক্তন মহিলা ফুটবলার শান্তি মল্লিক, ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহারাজ স্বামী দিব্যোজ্ঞানানন্দ, প্রাক্তন পুলিশ অফিসার অরিন্দম আচার্য, ক্যারাটে ব্ল্যাক বেল্ট ও বিভিন্ন খেতাব প্রাপ্ত সাহন বিধান মণ্ডল, শিক্ষক এবং নেতাজি গবেষক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী। তাঁদের মনোজ্ঞ বক্তৃতা সকল যুব যুবাদের সঠিক পথে চালনা করবে তা বলা বাহুল্য। মার্সাল আর্ট প্রদর্শনী এবং যোগা প্রদর্শনী সকলের মন কেড়ে নেয়। মার্শাল আর্ট প্রদর্শনীতে ছিল প্রণবানন্দ মার্শাল আর্ট এবং যোগা অ্যাসোসিয়েশনের শাখা হিন্দ সংঘের শিক্ষক রোহিত সাউ এবং সংঘের ছাত্রছাত্রীরা। অংশগ্রহণকারীরা হলেন, শুভম দে, সঞ্চারী ঘোষ, সুনীল ভট্টাচার্য, শিঞ্জন মুখার্জী, প্রীতম মণ্ডল, ঋষি বর্মন, ঋদ্ধি সিং সহ প্রমুখরা। যোগাতে অংশগ্রহণ করে এই শাখার ছাত্র সুপর্ণা ঝাঁজ এবং ভারত সেবাশ্রমের পক্ষ থেকে স্মরণিকা কর, পামেলি মহান্তি। গরবিনী মণ্ডল যোগা নৃত্য প্রদর্শন করেন। এরপর 'ঘরে বসে টিভি–মোবাইল নাকি বাইরে বেরিয়ে শরীরচর্চা খেলাধুলো' এই নিয়ে এক বির্তকের স্পিকার হিসাবে সঞ্চালনা করেন শুচিতা চৌধুরী এছাড়াও যাঁরা পক্ষে বিপক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা হলেন কৌনিশ ভট্টাচার্য, শ্রীপর্ণা মণ্ডল, সুকন্যা ঝাঁজ, শিল্পা ভট্টাচার্য, শশ্বসৌরভ দত্ত, সায়নদীপ ঘোষ, মণিময় রায়, জৈত্রী দত্ত, রাজনন্দিনী গুহ, সমীর মণ্ডল, অর্জুন দাস, বকুল ঘোষ, দেবজ্যোতি চন্দ্র। অরিন্দম আচার্য মহিলাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে কি কি করণীয় তাই নিয়ে বক্তব্য রাখেন। সমগ্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দ্ সংঘের সভাপতি প্রণব গুহ, সহ সভাপতি সমীর দে, সম্পাদক নন্দ গোপাল ঝাঁজ, যুব সম্পাদক শুভম দে, সদস্য প্রবীর দে, রজত প্রামাণিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক জ্যোর্তিময় দত্ত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সংঘের যুব সভাপতি প্রিয়ম গুহ। যেসব সংগঠন অংশগ্রহণ করেছিল সেগগুলি হল প্রণাম, বিবেকানন্দ আদর্শ মিলন মন্দির, চেতলা আসর, কালীঘাট অনামী সংঘ।

নবায়ন যোগ্য শক্তি বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদ্যুৎ সংক্রান্ত এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রি ২৬ জুন। এ বিষয়ে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের বিভাগীয় ম্যানেজার মনোজ কুমার সিং বলেন, ২০২৫–এর মধ্যে প্রাকৃতিক বন্ধু কোম্পানি হিসাবে গণ্য হবে। ইন্ডিয়া পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেডের সিইও সঞ্জীব শেঠ বক্তব্য রাখেন। সিএসসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবাশিস ইউ ব্যানার্জী বিদ্যুৎ সংক্রান্ত তথ্য সকলের কাছে তুলে ধরে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে গত পাঁচ বছরে ঘরোয়া বিদ্যুৎ–এর ব্যবহার বেড়েছে কিন্তু বাণিজ্যিক

জায়গায় ব্যবহার ততটা আশানুরূপ নয়। বণিক সভার সভাপতি বিশাল ঝাঝরিয়া তার স্বাগত ভাষণে বলেন বিদ্যুৎ হচ্ছে একটি প্রধান জিনিস যা অর্থনীতি এবং ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এখন কয়লা দ্বারা উৎপন্ন বিদ্যুৎ ছাড়াও অপ্রচলিত শক্তি দ্বারা উৎপন্ন বিদ্যুৎ যেমন সৌরবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ প্রভৃতির ব্যবহার বাড়ছে।

কে সিটি কোল সেলসের চিফ মেন্টার ভি কে আরোরা বলেন, রাজনৈতিক কারণে অনেক ভাবেই বেগ পেতে হচ্ছে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সংস্থাগুলিকে। আইপিসিএল–এর উপদেষ্টা আর পি রিতোরিয়া বলেন তাপ খনিজ না থাকলে অর্থনীতি অর্থব হয়ে যাবে। তাই নীতি আয়োগও এ নিয়ে জোর দিয়েছে। তার মতে যদি সরকারি ভাবে চলা চাপ খনিজ–এর সাথে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থাগুলি যোগ দেয় তাহলে অনেক বাধা দূর হতে পারে । এছাড়াও আরও বক্তাদের বক্তব্যে উঠে আসে ২০২২–এর মধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তি বৃদ্ধি পাবে ৪০ শতাংশ যা অতি প্রয়োজন। এছাড়াও তারা বলেন বাড়িতে বাড়িতে ছাদে সৌরবিদ্যুৎ তৈরি করারজন্য মানুষকে আরও উৎসাহ দিতে হবে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে। আলোচনায় উঠে আসে যদি বাড়িতে বাড়িতে কর ছাড় দেওয়া যায় তাহলে অনেকেই উৎসাহ পাবে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারে।

শরীর নিয়ে কথা

পাঠাতে পারেন প্রশ্ন উত্তর দেবেন অভিজ্ঞ ডাক্তাররা

এনকেফেলাইটিস ও লিচু ভিন্ন সম্পর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিহারে এনকেফেলাইটিস রোগ ছড়িয়ে পড়া এবং লিচুর মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই। বিহারের উত্তর–পশ্চিমপ্রান্তস্থিত মুজঃফরপুরভিত্তিক জাতীয় লিচু গবেষণা কেন্দ্রের অধিকর্তা ড. বিশাল নাথ বলেছেন লিচু ও এনকেফেলাইটিস সংক্রমণের মধ্যে কোনও যোগ নেই। বিহারস্থিত ভারতের লিচু বিখ্যাত এলাকা মুজঃফরপুরে এনকেফেলাইটিসের প্রাদুর্ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন মহলে লিচু থেকে এনকেফেলাইটিস রোগের সংক্রমণ বিষয়ে যে সংবাদ দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে ড. নাথ একথা বলেন। কেবলমাত্র লিচু খেলেই যদি ১০ বছরের কম বয়সের শিশুদের এনকেফেলাইটিসে মৃত্যু হতো, তাহলে সারা দেশে লিচুর সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তো। ড. নাথ জানিয়েছেন, লিচু নিয়ে দীর্ঘ গবেষণায় এই সুস্বাদু রসালো ফলের কোনও ত্রুটি ধরা পড়েনি। ভিটামিন বি–ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম ও ফসফরাস সমৃদ্ধ এই ফলের গবেষণায় কোনও রকম ত্রুটি পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে জরুরিভিত্তিতে জনসচেতনতা বাড়ানোর ওপর ড. নাথ জোর দেন। প্রসঙ্গত, বিহারের মুজঃফরপুর, বৈশালী ও সমস্তিপুরসহ রাজ্যের ২০টি জায়গায় এনকেফেলাইটিস নামক মস্তিষ্কপ্রদাহ রোগটি ছড়িয়ে পড়েছে।

ক্যানসার ও ওজন

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক্সপিরার বায়ো রিসার্চ ২১ জুন দুটি অনবদ্য স্বাস্থ সম্পূরকের পরিচয় ঘটায় সকলের সাথে। ক্যানসার হলে বিভিন্ন চিকিৎসার জন্য সেই রোগীর স্বাস্থ্যে পুষ্টির ঘাটতি ঘটে তাই কমতে থাকে ওজন। এবং বিভিন্ন পার্শ্ববর্তী রোগ বাসা বাঁধতে থাকে সেই রোগীর শরীরে। ক্যানসার চিকিৎসা চলাকালীন ইএস ফর্টিটিউড এবং ইএস ইনভিগার নামক দুটি স্বাস্থ সম্পূরক সাহায্য করবে রোগীকে পুষ্টি যোগাতে। এদিন আমরি হসপিটালের ডাক্তার চঞ্চল গোস্বামী এবং সংস্থার সিইও রক্তিম চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে জানান। রক্তিম বাবু বলেন, ২৬ শতাংশ মানুষের ৪৪ বছরের নীচে ক্যানসার দেখা দেয়। এবং ৪১ শতাংশ মানুষের ক্যানসার ধরা পড়ে ৫৬–৬০ বছর

বয়সে। চাঞ্চল্যকর বিষয় হলো ভারতে ৫০ শতাংশ ক্যানসার আক্রান্তরাই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। এবং শিখরে রয়েছে পুরুষরা যাদের ফুসফুস,প্রোস্টেট এবং মুখের ক্যানসার সবথেকে বেশি।

ধূমপান সমাজে এক মারণ ব্যাধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ জুন আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস। প্রাণীদের মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ও বুদ্ধিমান এবং সচেতন জীব হল মানুষ।এই মানব জাতিই সমাজের সবথেকে সচেতন ও সহনশীল নাগরিক। এত কিছুর পর ও মানুষকে গ্রাস করে ফেলেছে একটা বিশাল আকৃতির সমস্যা। তা হল নেশাজাত দ্রব্য এবং নেশা। এই মানব সমাজ যত রকমের নেশার প্রতি আগ্রহ দেখায় তার মধ্যে অন্যতম ধূমপান। এই মানব সমাজ জেনে বুঝেও এই নেশার প্রতি আগ্রহ খুব খুবই বেশি।

সবদিক জেনে বুঝেও এই ধূমপানের প্রতি মানব জাতির এক দূর্লভ প্রেম। বিড়ি,সিগারেট,চুরুট অন্যতম।

ধূমপান সাধারণত দুই প্রকারের। যারা ধূমপান করেন এবং যারা ধূমপায়ীদের কাছাকাছি থাকেন উভয়ই সমান ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। সুস্থভাবে জীবনে বাঁচতে গেলে প্রকৃতির মনোরম বাতাস,না সিগারেটের ধোঁয়া ?এটা অবশ্য সভ্য মনুষ্য সমাজের কাছে বিচার্য্য।

ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক এই ছোট্ট বাক্যটি প্রায় সর্বত্র বিদ্যমান। তাই নিকোটিন আমাদের সুস্থ শরীরে যেভাবে দিনের পর দিন জমছে তা সত্যিই উদ্বেগজনক!

কৈশোর থেকে বৃদ্ধ সব স্তরের মানুষজন এই মহামারী ধূমপানে আসক্ত। সকালে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার আগেই মানুষের হাতে জ্বলতে থাকে সিগারেট, কিংবা বিড়ি তারপর বাজার,বাসে,ট্রামে,ট্রেনে,অটোতে তো আকচার সিগারেট বিড়ি হাতে মনুষ্যসমাজের শিক্ষিত সমাজ সচেতন মানুষের দেখা মেলে অহরহ। সিগারেটের প্যাকেটে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে তামাকজাত দ্রব্য স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। তা স্বত্বেও উজ্জল হাসি মুখে চড়া দামে তা কিনে স্বযত্নে পকেট বন্দি করছেন। আর উঠতি যুব সমাজ তাদের বাবা–মায়ের কাছ থেকে নানান ফন্দি ফিকির করে টাকা পয়সা নিয়ে স্কুল কলেজ সহ সর্বত্র নেশায় বুঁদ! বর্তমান সমাজে এ এক কঠিন মারাত্মক ব্যাধি!

আবার ডাক্তার নিষেধ করেন ধূমপান ক্ষতিকারক। অথচ সেই ডাক্তারবাবুই অনেক সময় জ্বলন্ত সিগারেট হাতে রোগীর প্রেসকিপশন লিখতে ব্যস্ত!এ এক অচেনা অজানা বিচিত্রময় সমাজ,যেন এক নাট্যমঞ্চ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা মানব সমাজে ক্যানসার এর কারণ। ধূমপানে মানব জাতি আজ ব্যাপক ভাবে আসক্ত। সাধারণত ধূমপানের ফলে নিকোটিন প্রায় ১০ সেকেন্ডের মধ্যে মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়। আর এই নিকোটিন পৌঁছানোর পর শরীর প্রায় নিস্তেজ করে দেয়। ফলে আমরা বলতে থাকি সিগারেট বা ধূমপান মানসিক চাপ কমায়!

কিন্তু ফলাফল যে মারাত্মক যে সম্পর্কে আমরা আমল না দিয়েই মৃত্যুপথযাত্রী হতে বসেছি সেদিকে কোনও রকম ভ্রূক্ষেপ নেই!প্রকাশিত একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে তামাকজাত দ্রব্য

আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস

শোনা যায় ধূমপান মানুষকে প্রবল মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হল এই মানসিক চাপ মুক্তি না শ্মশান,কবর স্থানের দরজা উন্মুক্ত?

এব্যাপারে দেখা যাক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

তামাকজাত যে সব পাতা জ্বালিয়ে ধোঁয়া তৈরি হয় তাতে থাকে প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ। আর এই রাসায়নিক পদার্থ কে একত্রে টার বলে। আর এই টার জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ শরীরের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক। একে কারসিনোজেনিক পদার্থ বলা হয়। সেবনে আমেরিকায় প্রতিবছর প্রায় এক লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। আর মানুষের ফুসফুসের রঙ যেখানে গোলাপি সেখানে কলকাতার মতো জায়গা,সেখানে দূষণের মাত্রা সেখানে ফুসফুসের রঙ ছাই রঙের মতো। অতএব একটি জীবন ছাই হতে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না।আমরা প্রগতিশীল মনুষ্য সমাজ ছাই হওয়ার জন্য আগ্রাসী।

আবারও ঢাকঢোল পিটিয়ে একটা আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস উযাপন হবে । কিন্তু সমাজ কতটা সচেতন?এমন প্রশ্ন রয়েই

গেছে!

এই ধূমপান কিংবা আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী বিষয়ে প্রাক্তন সাংসদ তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ তরুণ মন্ডল বলেন, প্রচার সচেতনতার ফলে বিগত ২০ বছরের তুলনায় বর্তমানে খুব বেড়েছে ধূমপান। আগে পথে ঘাটে ষ্টেশনে ধূমপান দেখাই যেতো না। আর বর্তমানে প্রকাশ্যে ধূমপানের মাত্রা বেড়েই চলেছে। আগে অনেক বয়স্ক দোকানদারের কাছে সিগারেট কিংবা বিড়ি কিনতে যাওয়ার সাহস হতো না,বর্তমানে কে নাবালক কে সাবালক বিচার না করে দোকানদার ব্যবসার খাতিরে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করেন। যেটা বিগত ১০/১৫ বছর আগে হতো না। আগে রাস্তাঘাটে বিড়ি সিগারেট কারোর মুখে দেখলে প্রতিবাদ করা সম্ভব হতো আর বর্তমানে সেই প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে গিয়ে অম্লান বদনে মৃত্যুর দিকে পা বাড়িয়ে চলেছে। তবে সাধারণ মানুষ ইচ্ছা করলে এই মারণ রোগ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে সুস্থ পরিবেশে বাঁচতে পারে।

বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি চিকিসক ডাঃ সঞ্জয় ভকত বলেন, আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস পালন করে কোনও লাভ নেই। সরকারের সদিচ্ছার অভাবের জন্য বাজারে মাদকের রমরমা। সরকার পারলে সমস্ত মাদক কোম্পানি কে বন্ধ করে দিয়ে সমাজ কে সুরক্ষা দিতে।সেটা না করে এদিকে লোক দেখানোর জন্য মাদক বিরোধী দিবস পালন আর অন্য দিকে প্রকাশ্য পথে ঘাটে বিড়ি, সিগারেট,খৈনি,তেরঙ্গা সহ নানান ধরনে নেশাজাত মাদক দ্রব্য বিক্রি চলছে। যার থেকে সরকার প্রতিদিন মুনাফা পাচ্ছে।

বিশিষ্ট শিক্ষক যাদব চন্দ্র বৈদ্য বলেন, আজকাল মাদকষজাতীয় নেশার দ্রব্য এবং ধূমপানের মাত্রা ব্যাপক হারে বেড়েই চলেছে। স্কুল–কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্রই ধূমপানে জর্জরিত। এই নেশায় আক্রান্ত হয়ে অনেক ভালো ভালো ছাত্রছাত্রী সমাজের মূলস্রোত থেকে হারিয়ে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। আর প্রকাশ্যে রাজপথে মেয়েরা যেভাবে ধূমপানে আসক্ত হয়ে পড়ছে তা সমাজের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক।

বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা শিক্ষক অমল নায়েক বলেন, ধূমপান বিষয়ে বলেন ধূমপান সমাজের মারাত্মক একটা ব্যাধি। এটা বন্ধ হওয়া উচিত না হলে জীবনের বিনিময়ে এর মাশুল গুনতে হবে!কেউই রোধ করতে পারবে না।

বিশিষ্ট কবি ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীত শিল্পী সর্বাণী দত্ত ধূমপান ও আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস প্রসঙ্গে বলেন, ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক জেনেও আমরা ধূমপানের নেশায় আসক্ত হই। ক্যানসার কি ভাবে সারবে আমরা সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু ক্যানসারের উত্তপ্তিস্থল তামাকজাত দ্রব্য সেটা জেনেও বেশি করে ব্যবহার করা হয়। এ বিষয়ে সকল স্তরের মানুষের সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি,না হলে এই মারণ ব্যাধি জোয়ারের মতো বইতে থাকবে কোনও দিনও কমবে না।

মাঙ্গলিকী

অরুণ কিরণ সাহিত্য আসর

সঞ্জয় চক্রবর্তী : সম্পতি অনুষ্ঠান হয়ে গেল গত ২৩ জানুয়ারি সকাল ১০ টায় পূর্ব মেদনীপুর জেলায় রঘুনাথবাড়ির পুরুষোওমপুরে সাহিত্য পত্রিকা অরুণ কিরণ–ত্রর সাহিত্য আসরের আয়োজন করা হয়। দুই দিদি চন্দনা ঘাঁটি ও সুমনাওড়া প্রামাণিক ভাইয়ের স্মৃতির উদ্দ্যেশে পত্রিকার নমম বর্ষেকে উৎস্বর্গ করে। অনুষ্ঠানের সূচনাতে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে গান আবৃত্তি নাচ ছাড়াও ছিল সাহিত্য আলোচনা। শিশু শিল্পী তম্বিষ্ঠা সাঁতরার অসাধারণ নৃত্য ও আবৃত্তি সকলের মন জয় করে নেয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ডঃ অজিত কুমার কর, মহাদেব চক্রবর্তী, নির্মল কুমার বেরা, দেবাশিষ প্রধান, বানেশ্বর চক্রবর্তী প্রমুখ। কবিতা পাঠ করে রাজীব ঘাঁটী, সুমনাওড়া প্রামাণিক, গোবিন্দ বারিক, দেবাশিস রাও ও আরও অনেকে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে হাওড়া জেলার শিশু সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক রবীন চট্টোপাধ্যায়। তিনি তার জবাবি ভাষনে সুস্থ সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট তুলে ধরার পাশাপাশি পত্রিকার দীর্ঘায়ূ কামনা করে। ত্রবং বিদ্যাসাগরের আগামী দিনে ২০২০ সালে২০০তম জন্মোস পালনে সকলকে আহ্বান জানান। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কবি প্রশান্ত শেখর ভৌমিক।

কেতুগ্রামে কৃতী ছাত্র ছাত্রী সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া: ২৩ জুন পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার জ্ঞানদাস কান্দরায় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শতাধিক কৃতী ছাত্র ছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। এলাকার ভূমিপুত্র তথা বাংলার অন্যতম উদ্যোগপতি তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী অমরচাঁদ কুণ্ডু। প্রতিবছর তাঁর পিতা রাধাকান্ত কুণ্ডু ও মা শ্যামাঙ্গিনী কুণ্ডুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

এদিন কান্দরা রাধাকান্ত কুণ্ডু মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজিত বর্ণময় এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মৃণাল কান্তি চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ সহ কেতুগ্রামের বিধায়ক জনাব শেখ শাহনেওয়াজ, বোলপুর মহকুমা আদালতের বিচারক মণিকুন্তলা রায়, ডঃ শ্যামল গুপ্ত (ন্যায়াধীশ, কনজিউমার ফোরাম, কলকাতা), মানবেন্দ্র ঘোষ (এ ডি আই, প্রাথমিক, পূর্ব বর্ধমান), আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যোগগুরু ডঃ সুশীল ভট্টাচার্য, ডঃ মঞ্জুষা তরফদার (উপাচার্য, সি.কম. বিশ্ববিদ্যালয়, বোলপুর) প্রমুখ।

কেতুগ্রামের কান্দরায় কৃতী ছাত্র ছাত্রী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

এদিন কেতুগ্রাম ১ এবং ২ নং ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের এবারের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতী ছাত্র ছাত্রী সহ ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য কয়েকজনকেও সংবর্ধিত করা হয়। সকলের হাতে স্মারক, শংসাপত্র সহ একটি করে গাছের চারা দেওয়া হয়। মেধাবী কয়েকজনকে আর্থিক সহায়তা দানের পাশাপাশি একাধিক বিশেষভাবে সক্ষমদের হাতে হুইল চেয়ার তুলে দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কার্তিকদাস বাউল। কিশোরী শিল্পী অনন্যা সেনগুপ্তের কীর্তন পরিবেশন অনুষ্ঠানে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছিল। বিচারক মণিকুন্তলা রায় তাঁর সুললিত কণ্ঠে সরচিত দু'টি কবিতা আবৃত্তি করার পর সকলেই বিপুল করতালি দিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানান। এছাড়াও বিশিষ্টজনেরা বর্তমান ছাত্রসমাজ ও সমাজব্যবস্থার উদ্দেশে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

অমরচাঁদ কুণ্ডু বলেন, ২১ বছর ধরে আমি কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছি। এধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যে দিয়ে কেতুগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্র ছাত্রীদের আরও উৎসাহিত করার চেষ্টা করছি। তবে, বড়ো আক্ষেপের বিষয় হল ইদানীং অনেকেই উচ্চশিক্ষা লাভ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের পর সমাজের দিকে আর সেভাবে ফিরে তাকায় না। আমরা সকলেই যদি দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষগুলির জন্য সাধ্যমতো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারি তাহলে এই সমাজটা সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হয়ে উঠতে পারে।

বিধায়ক শেখ শাহনেওয়াজ বলেন, রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ছাত্র ছাত্রীদের উন্নতিকল্পে অসংখ্য প্রকল্প চালু করেছে। এখন আর এরাজ্যের ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনার খরচ চালানো নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করতে হয় না। এই সরকারের সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নানাবিধ প্রকল্প বর্তমানে বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত।

রবীন্দ্র নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'চরৈবেতি ট্রাস্টে'র উদ্যোগে রাজগাঁও মহামায়া উচ্চবিদ্যালয়ের হলঘরে মহাসমারোহে 'রবীন্দ্র – নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুস্পার্ঘ্য নিবেদনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। সঙ্গীত, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি, স্বরচিত কবিতা পাঠ ছিলো অনুষ্ঠানের অংশ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন 'চরৈবেতি' পত্রিকার প্রকাশক মন্টেন মুন্সী। ডা: আলি আসগার, 'চরৈবেতি' পত্রিকা সম্পাদক কুদ্দুস আলি, বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী, আল–ইক্করা অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষক সোহরাব হোসেন,ডালিম্বা জুনিয়র হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুভাষ ঘোষ, করুনাসিন্ধু দত্ত, নিরুপমা রায়চৌধুরী,অভিলাষ রাজবংশী, কোহিনূর বেগম, পিঙ্কি সাহু মন্ডল, চিত্তরঞ্জন মন্ডল, মঙ্গল হেমব্রম, শ্যামল মন্ডল উপস্থিত ছিলেন।

সংস্কৃতি বার্তার আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২২ জুন সংস্কৃতি বার্তা পত্রিকার উদ্যোগে হাবড়া কামার পোতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট উদ্বাস্তু গবেষক ও আশিসকান্তি হীরা। স্বাগত ভাষণে পত্রিকার সম্পাদক বিভূতিময় মণ্ডল বলেন যে আমার পত্রিকায় সম্পাদক বিভূতিময় মণ্ডল বলেন যে আমার পত্রিকায় আপনারা লেখা দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে পত্রিকা বেঁচে থাকার জন্য আপনাদের পরামর্শ প্রার্থনা করি। সঞ্চালক এবং পত্রিকার শুভানুধ্যায়ী ও প্রাক্তন শিক্ষক স্বপন চক্রবর্তী বলেন, ছোট পত্রিকায় বিজ্ঞাপন পাওয়া মুশকিল হয়। এখন ইন্টারনেট যুগ, বলে বড় বিজ্ঞাপন ও প্রচারের লক্ষ্যে মানুষ ঝুঁকছে বেশি।

তবুও আমি চেষ্টা করছি। 'যামিনী কথা' পত্রিকার প্রকাশক ও কর্ণধারা সুনীলকৃষ্ণ মণ্ডল বলেন আমার পত্রিকার জন্য এককালীন টাকা ফিক্সড করা আছে। সেজন্য টাকার জন্য আমি ভাবি না। তবে ভাল লেখার জন্য তাগিদ থাকে বেশি। ড. আশিসকান্তি হীরা বলেন, ছোট পত্রিকায় যাঁরা লেখেন তাঁরা যদি পত্রিকাটি কিনে নেন এবং কিছু কপি বিক্রি করে সম্পাদককে সহযোগিতা করেন তাহলে পত্রিকা বেঁচে থাকে। নচেত সম্পাদককে বিজ্ঞাপনের দিকে বেশি নজর দিতে হবে এবং বানান ভুলের দিকে নজর দিতে হবে। লেখার ত্রুটি–বিচ্যুতি ও সম্পাদকের দায়িত্ব। এছাড়া বক্তব্য রাখেন তারাশংকর আচার্য, দেবেশ সরকার, বিষ্ণু সরকার, শিক্ষক সুরজিৎ শীল, বাংলাদেশ থেকে আগত মণিমোহন ধর, তমালকৃষ্ণ বণিক, প্রতাপ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

বিদ্রোহিনী যোদ্ধার কবিতা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২২ জুন বাদুড়িয়া থেকে প্রকাশিত 'বিদ্রোহিনী যোদ্ধা' পত্রিকার উদ্যোগে 'সারা বাংলা কবিতা উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কলকাতার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে। যারা দিন ব্যাপী উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন কবি কিংশুক রায় এবং উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী ও কবি রজত বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রদীপ প্রজ্বলন শেষে বক্তব্যে রজতবাবু বলেন সভ্যতা যত এগিয়েছে কবিতাও তত পরিবর্তিত হয়েছে। অ্যারিস্টটল, সক্রেটিস থেকে শুরু করে এখন যাঁরা লিখেছেন। কবিতার প্রথম যে শব্দটি এসে যায়, তারপর থেকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়, তৈরি হয় কবিতা। কবিতা তাৎক্ষণিকতার প্রয়োজন আছে আবার চিরকালীনতারও প্রয়োজন আছে। রক্তক্ষণের মধ্য দিয়ে কবিতা রচিত হয়। সভাপতি কিংশুক রায় 'বিদ্রোহিনী যোদ্ধা' সংখ্যাটি প্রকাশ করেন এবং কবিতার ভাবনা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। পত্রিকা সম্পাদক মুনমুন মণ্ডল নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে ভোট পরবর্তী সময়ে এই অনুষ্ঠানে আমার জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি সুনীল মুখোপাধ্যায়, অসিকার রহমান, সমরেশ হালদার, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, তারাশংকর আচার্য, দেবেশ সরকার, শ্যামাপ্রসাদ দাস, জগদীশ সরকার, সাগ্নিক মণ্ডল, সুপ্রীতি ঘোষ, মৌসুমী মণ্ডল প্রমুখ প্রায় ৮০ জন কবি। প্রত্যেকের হাতে বিদ্রোহিনী যোদ্ধার পক্ষ থেকে স্মারক উপহার তুলে দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সম্পাদক মুনমুন মণ্ডল ঘোষণা করেন যে আগামী বছর দু'দিন ধরে গল্পপাঠ ও কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান হবে। দুপুরের আহারের ব্যবস্থাও ছিল। সঞ্চালনায় মুনমুন মণ্ডল বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে নটী বিনোদিনীকে নিয়ে অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : ১৯এ এবং বি রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে অবস্থিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে' প্রত্যহ সন্ধ্যায় বসে আলোচনা সভা। তেমনই গত ১৯ জুন বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় অভেদানন্দ স্মারক বক্তৃতা মঞ্চে যে আলোচনা সভা বসেছিল, তার শিরোনাম 'পুণ্য জীবন কথা'। প্রতি মাসের তৃতীয় বুধবার ওই শিরোনামের অনুষ্ঠানের শিল্পী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চলচ্চিত্রাভিনেতা, গায়ক ড. শঙ্কর ঘোষ। শিল্পী ওই দিনের অনুষ্ঠানে শোনালেন নটী বিনোদিনীর কথা। বহু তথ্যে সমৃদ্ধ সেই পুণ্যজীবন কথা। বিনোদিনীর অভিনয় জীবনটাই সেখানে মুখ্য। বিনোদিনী যেহেতু সঙ্গীত শিল্পীও বটে, তাই বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে ড. শঙ্কর ঘোষ শোনালেন বিনোদিনী অভিনীত বিভিন্ন নাটকের গান। যেমন 'চৈতন্যলীলা' নাটক থেকে শোনালেন কেশব কুরু করুণা দীনে এবং হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়, 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটক থেকে সখি গৌরাঙ্গ গড়িল কে, 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক থেকে জয় শিব শঙ্কর, 'বিল্বমঙ্গল' নাটক থেকে ওঠা নামা প্রেমের তুফানে এবং ওমা এমন মা তা কে জানে, 'বিবাহ বিভ্রাট' নাটক থেকে আমি চাই না চাই না রে তোর ওজন করা ভালবাসা প্রভৃতি। সুরেলা কণ্ঠের মাধুর্যে ভক্ত শ্রোতাদের মন জয় করলেন ড. শঙ্কর ঘোষ। শিল্পীকে তবলা ও খোলে সহযোগিতা করলেন সুকমলন দাস, মন্দিরায় অরুণা দত্ত।

পত্র–পত্রিকা আলোচনা

তারুণ্য

(সম্পাদক – সুকুমার মণ্ডল / ৩৩ বর্ষের প্রথম সংখ্যা – বৈশাখ ১৪২৬ / দাম ২০ টাকা) নজরুল স্মরণে এই সংখ্যার প্রচ্ছদে প্রবীণ কবির স্কেচ (শ্যামল বিশ্বাসের আঁকা)। কবি নজরুল, বালক নজরুল, খেয়ালী নজরুল কিংবা আমাদের এতাবদ কাল পর্যন্ত অচেনা নজরুল কে নিয়ে একগুচ্ছ রচনা লিখেছেন বলাই চাঁদ হালদার, বিক্রমজিত্ ঘোষ, পাপিয়া দে সরকার, সন্তোষ সরকার, রামচন্দ্র ধাড়া ও তারাশংকর দত্ত। নজরুল–কে নিয়ে ছন্দে লিখেছেন অনন্ত ভট্টাচার্য, দিগম্বর দাশগুপ্ত, অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, সম্ধ্যা ধাড়া প্রমুখ অনেক কবি।

কবিতা অংশে বিদ্যুত চৌধুরী, ভীম ঘোষ, তনুজা চক্রবর্তী, উদয় চক্রবর্তী, সুদীপ চক্রবর্তী, তাপস মাইতি, শেফালী সরকার, বিবেকানন্দ নস্কর, বিধান চন্দ্র হালদার, সূর্যকান্ত মণ্ডস, নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পার্থ সারথি সরকার, স্বরূপ চক্রবর্তী, প্রিয়ঙ্কা ব্যানার্জী, শিশির কুমার নিয়োগী ভালো কবিতার ডালি সাজিয়েছেন। ছড়া বিভাগে মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু, দীনেন্দ্র কুমার চন্দ্র, বিমান দত্ত প্রমুখেরা। কচিপাতা বিভাগে রবি–স্মরণ করেছেন জগদীশ মণ্ডল। এছাড়া সতীরঞ্জন আদকের মনকাড়া ছড়া তো রয়েছেই। গল্প বিভাগে মনে দাগ কেটেছেন নির্মল চক্রবর্তী (বিধিলিপি) ও আনন্দময়ী মুখোপাধ্যায়ের দুটি অণু গল্প (সাম্যসাথী এবং মুখ্যু ছেলে)। একটি ভ্রমণ কাহিনী রয়েছে এবার।

সম্পাদকের লেখা বিষ্ণুপুর ভ্রমণ। সঙ্গে পাওয়া গেল বেশ কয়েকটি উজ্জ্বল ছবি। ছবিগুলি রঙীন ছাপানো সম্ভব হলে হয়তো আরো ভালো লাগত, তবু এই বা মন্দ কি ! বেদ মোহন ঘোষের স্মৃতিচারণে কবিগুরুর অন্তিম যাত্রার দিনের লজ্জাকর ঘটনা গুলির দিকে ফিরে তাকানো গেল। এই সংখ্যার হাসতে মানা বিভাগটিতে সৌমেন মিত্রের সংযোজনগুলি মজাদার অথচ ভাবনার খোরাক জোগায়। (পত্রিকার ঠিকানা – ২–ডি, জয়শ্রী অ্যাপার্টমেন্ট, ৩২০,ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান), পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 9903835611)

রোদসী

(কেন্দুয়া শান্তি সংঘের উদ্যোগে প্রকাশিত/ গড়িয়া, কল–৮৪ / মূল্য ৩০ টাঃ) – কেন্দুয়া শান্তি সংঘের উদ্যোগে প্রকাশিত পত্রিকা। সম্পাদকের নামের উল্লেখ নেই, ষান্মাসিক নাকি ত্রৈমাসিক উল্লেখ নেই তারও। কবিতা নিয়ে কবি শংকর ব্রহ্মের নিবন্ধটি তরুণ কবিদের পথ চেনাতে সাহায্য করবে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি নিয়ে প্রদীপ চক্রবর্তীর লেখাটিও আন্তরিক। স্বাস্থ বিষয়ক নিবন্ধ (বিকাশকলি পোল্যে)টিও কার্যকরী। গৌর দাসের রম্য রচনাটি ভালো প্রয়াস। একটি হাসির গল্প রয়েছে (অবলাকান্তর ভ্রমণ বিত্তান্ত), সেটির লেখক কি সুকুমার মণ্ডল ? বইয়ে কেবল সুকুমার ছাপা হয়েছে ! কবিতার পাল্লা ভারী – সৌমী চৌধুরী, শেফালী সরকার, সুকেশ ঘোষ, সুকুমার বিশ্বাস, সুশীল দাস, জয়ন্ত দত্ত, ভীম ঘোষ, পামেলা সুর, পলাশী মাল প্রমুখ ভালো কবিতা উপহার দিয়েছেন। স্বরূপ চক্রবর্তীর কবিতাটিতে নতুন ছন্দ প্রয়োগের প্রয়াস রয়েছে। কিন্তু রাঘবেন্দ্র নাথ দাসের কবিতাটি শেষের কয়েকটি চরণ বাংলার হাত ছেড়ে ইংরাজীর হাত ধরল কেন বোঝা গেল না। বাংলা ভাষায় কি ওই অংশটুকুর ভাব প্রকাশ করা যাচ্ছিল না ! ৬৪ পাতার বইটিতে লেখা গুলি সাজানোর দিকে আরও একটু সতর্ক হলে হয়তো তিন ফর্মায় (৪৮ পাতায়) এঁটে যেত, এই দুর্মুল্যের বাজারে যে কোনও লিটল ম্যাগাজিনের পক্ষে ব্যয়–সংকোচ করার চেষ্টা করা উচিত নয় কি। বিষয় অনুসারে লেখাগুলিকে একত্র করলে পাঠকদের পক্ষে সুবিধা হত। (পত্রিকার ঠিকানা – ৪৫/২, কেন্দুয়া মেন রোড, গড়িয়া, কলকাতা – ৭০০ ০৮৪ / kenduashantisangha@gmail.com)

গত সংখ্যায় 'সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে ও নব স্বয়ংবর' শীর্ষক নাট্য সমালোচনায় ভুল বশতঃ অন্য একটি নাটকের ছবি ছাপা হয়েছিল। এই ছবিটি সঠিক। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দুই জনপ্রিয় কবির–স্মরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বছর (২০১৮) জানুয়ারি মাসে মাত্র চার মাসের ব্যবধানে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ফণীভূষণ হালদার ও স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা পল্লীকবি কিশোরী মোহন নস্কর পরলোকে গমন করেন। মৃত্যুকালে ফণীভূষণ হালদারের বয়স হয়েছিল ৭৮ এবং কিশোরী মোহন নস্কর ৯৬ পেরিয়েছিলেন। বিগত তিন দশক ধরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাহিত্য চর্চায় উৎসাহী সংগঠক ছিলেন ফণীভূষণ বাবু। বিসারী নীল দিগন্ত সাহিত্য গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অনাড়ম্বর এই মানুষটি পেশায় ছিলেন শিক্ষক। কাশীনগর–রায়দিঘী অঞ্চলে শিক্ষকতা করতেন, কোম্পানির ঠেক অঞ্চলে নিজস্ব বসতবাড়িটির নাম দিয়েছিলেন কবিতাকুঞ্জ। দক্ষিণ ২৪ পরগণা গ্রামীণ পত্র–পত্রিকা সমিতির সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। মিশ্ররাগিনী, পদধ্বনি, বিবেকবার্তা, শ্বাসমূল, সহযাত্রী, বিবেকবার্তা, শাকম্ভরী, বাংলার উপকূল প্রমুখ পত্রিকাগুলির সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিলেন। কবিতা, ছড়া ছাড়াও ছোট গল্প, রম্য রচনা ও গান লিখেছেন। স্বরচিত গানের সুরও দিয়েছেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বন্ধুবতসল এই মানুষটির অনুপস্থিতি জেলার সাহিত্য প্রয়াসের অগ্রগতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

আলিপুর বার্তা পত্রিকার পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে অহীন্দ্র মঞ্চে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নব্বই অতিক্রান্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী কিশোরী মোহন নস্কর–কে বিশেষ সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়েছিল। সেই উজ্জ্বল স্বীকৃতির অনুষ্ঠান মঞ্চে নিজের কথা বলতে গিয়ে আবেগে বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এই ছোটখাটো মানুষটি। কিশোরীদার চিরতরুণ মন ও উদ্যম দেখে অনেক তরুণরাও বিস্মিত হতেন। তাঁর কবিতা ছড়ায় সুন্দরবনের প্রকৃতি ও মানুষের কথা, আনন্দ–বেদনা–স্বপ্ন ফুটে উঠেছে। কিশোরী বাবুও দক্ষিণ ২৪ পরগনা গ্রামীণ পত্র–পত্রিকা সমিতির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।

গত ২৩শে জুন রায়দিঘী (খাঁড়া পাড়া হাইস্কুলে) এক মনোজ্ঞ স্মরণ সভার আয়োজন হয়েছিল। ফণীভূষণ ও কিশোরী মোহনের অসংখ্য গুণগ্রাহী সাহিত্য–প্রেমী মানুষের আন্তরিক প্রয়াসে আয়োজিত এই স্মরণ অনুষ্ঠানে কেবল জেলার দূর দূর প্রান্তই নয়, কলকাতা, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু অতিথি হাজির ছিলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা গ্রামীণ পত্রপত্রিকা সমিতির সম্পাদক অমৃতলাল পাড়ুই, বর্তমান সভাপতি প্রত্ন–বিদ্ দেবীশংকর মিদ্যা, পূর্বতন সভাপতি ড. বলাই চাঁদ হালদার, সুকুমার মণ্ডল, বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক দিলীপ কুমার বৈদ্য, অশোক কুমার পাত্র, নিশিকান্ত সামন্ত প্রমুখ ব্যক্তিত্বরাও মঞ্চে হাজির ছিলেন। প্রয়াত সাহিত্যিকদ্বয়ের ছবিতে মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ নিবেদন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ফণীবাবুর সুযোগ্য পুত্র প্রীতম হালদার স্বাগত ভাষণ দিলেন।

প্রকাশিত হল বিসারী নীল দিগন্ত পত্রিকার বিশেষ স্মরণ সংখ্যা। বিশিষ্ট ও গুণমুগ্ধ বহু জনের টুকরো টুকরো স্মৃতি কথায় ফণীভূষণ হালদার ও কিশোরী মোহন নস্কর এই দুই অসমবয়সী বন্ধু–জুটির নানা জানা অজানা কথায় সমৃদ্ধ এই স্মরণিকা। গোটা অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা, রূপায়ন ও পরিচালনায় অক্লান্ত ছিলেন বর্ষীয়ান গৌরীশঙ্কর চ্যাটার্জী, দেবীশংকর মিদ্যা, সুনীল কুমার পুরকাইত, দীপ্তি বণিক সহ একঝাঁক উদ্যোগী সাহিত্য–প্রেমী মানুষ।

মিষ্টি প্রেমের গল্প স্বপ্নের পিছু পিছু

নিজস্ব প্রতিনিধি : এই মিউজিক ভিডিওটা মূলত একটা ডান্স স্কুলের মিষ্টি প্রেমের গল্প, তবে গল্পের প্রথম ভাগটা মিষ্টি না, সেখানে পরিচালক অর্পণ বসাক দেখিয়েছে ডান্স স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নায়ক ইয়াশ (সুপ্রতিম সাহা) ও নায়িকা মেঘনা (ঐশী ভট্টাচার্য) দুজনে ভিশন ভালো নৃত্যশিল্পী এবং মেঘনা ইয়াশ কে একদম বরদাস্ত করতে পারত না কারণ সে মনে করত ইয়াশ ওর জায়গাটা নিয়ে নেবে।

কিন্তু আস্তে আস্তে গল্পের মোরগ পাল্টায় এবং শেষ পর্যন্ত মেঘনা ও ইয়াশ এর একে অপরের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়।

কেন ভালোবাসা জন্মায় তার উত্তর জানতে দেখতে হবে স্বপ্নের পিছু পিছু।

পরিচালকের মতে কর্মক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভীষণভাবে সব জায়গায় তবে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ দিয়ে যদি একে অপরের হাতে হাত মিলিয়ে কোন কাজ করা যায় সেই কাজ সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছাবে।

এই মিউজিক ভিডিওর মাধ্যমে পরিচালক এই বার্তাটা দিতে চেয়েছে যেখানে পীযূষ দাস তার সুর ও কণ্ঠ দিয়ে গান বুনেছে।

স্বপ্নের পিছু পিছু তে সিনেমাটোগ্রাফার এর ভূমিকা আছে সন্তু ভৌমিক, মেকআপ আর্টিস্ট অর্ণব দাস ও সোনালী, ডান্স কোরিওগ্রাফার এর ভূমিকা মেঘনা দে।

নিজের এই গল্পের প্রসঙ্গে অর্পণের অভিমত স্বপ্নের পিছু পিছু একটা অন্যরকম প্রেমের গল্প যার সঙ্গে ছোট্ট একটা বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছে সুপ্রতিম সাহার অভিমত ইয়াশ চরিত্রটা একদম কমার্শিয়াল নায়েকের চরিত্র এবং চুটিয়ে অভিনয় করেছে ঐশী ভট্টাচার্যের অভিমত মেঘনা চরিত্রের দুটো ভাগ আছে, এই চরিত্রটাও ভীষণই কমার্শিয়াল এবং আশা করি আমার দর্শকের ভালো লাগবে।

প্রযোজক : পরন্তপ মুখার্জি

এই মিউজিক ভিডিওটি উপস্থাপন করছে সিল্ভার স্ক্রিন প্রোডাকশন আর টুইস্ট ন টার্ন্স।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

জমে উঠেছে কোপা আমেরিকা

রবীন বিশ্বাস

প্রথম দল হিসেবে কোপার সেমিফাইনালে উঠল ব্রাজিল। শেষ পর্যন্ত কাতারকে হারিয়ে কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া পাকা করল অর্জেন্টিনা। প্রথমদিকে যেভাবে খেলছিল আর্জেন্টাইনরা তাতে মনে হয়েছিল শেষ ল্যাপে মেসি বাহিনি যেতে পারবে কিনা? সেই জায়গা থেকেই প্রত্যার্বতন ঘটাল আর্জেন্টিনা। গত কয়েক বছরে কোপার চ্যাম্পিয়ন দল চিলিও হেঁটেছে সেই রাস্তায়। ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়াও উঠেছে শেষ আটে। উরুগুয়েও রয়েছে সেমির দৌড়ে।

২০১৫ এ কোপা আমেরিকার মর্যাদাপূর্ণ লড়াইয়ে ফেভারিট আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে উড়িয়ে দিয়ে কাপ ঘরে তুলেছিল চিলি। বিশ্বকাপ ফাইনালেও একইভাবে

আশাভঙ্গ হয়েছিল আর্জেন্টিনার। সব থেকে বড় কথা এই মুহূর্তে ফুটবলবিশ্বের সেরা তারকা হয়েও লিওনেল মেসি কিছুতেই জিতে নিতে পারেন নি এই দুটি মেগা ইভেন্ট। কোপা না জেতার দুঃখের মতো বিশ্বকাপেও বারংবার লিওনেলের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে। ২০১৪-এ ফাইনালে জার্মানির কাছে হারতে হয়েছিল। আর ২০১৮ তে আর্জেন্টাইনদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। তারা পরের রাউন্ডেই যেতে পারে নি। মেসিকে দেখা গিয়েছে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে। অন্য খেলোয়াড়দের অবস্থা তথৈবচ। এমতাবস্থায় আরও একবার কোপার চ্যালেঞ্জ নিতে চলেছেন মেসি ব্রিগেড।

মেসি দেশের হয়ে ফ্লপ, ক্লাব ফুটবলেই তিনি বাদশাহ এমন যে প্রবাদ ফুটবল বাজারে ছড়িয়ে গিয়েছে এখন তা মোচন করার গুরুভার স্বয়ং এই বাঁ পায়ের জাদুকরের পায়ে। এমনকি মেসি যে দেশের হয়ে সফল হন না এই হাওয়ায় গা ভাসিয়েছেন স্বয়ং দিয়েগো মারাদোনা। কোপা শুরুর পর তার এই মন্তব্য কার্যত ঝড় তুলেছে আর্জেন্টিনা জুড়ে। আর তারপর থেকেই কার্যত ঝিলিক দেখাতে শুরু করেছেন মেসি। এমন একটা সময়ে কোপায় নামতে চলেছেন মেসি যখন তার ঠিক ৩০ বছর আগে এই জুন মাসেই বিশ্বকাপ জিতেছিল মারাদোনা বাহিনী। দিয়েগোর পাশে সেবার যেমন জ্বলে উঠেছিলেন বুরুচাগা-ভালদানো। ১৯৮৬-এর সেই দলের কোচ কার্লোস বিলার্ডোর সঙ্গেও যেন খানিকটা মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এবারের প্রশিক্ষক মার্তিনের। একদিকে বিশ্ব ফুটবলে ইউরোপে যদি জার্মান রাজ চলতে থাকে তবে নিঃসন্দেহে লাতিন আমেরিকার সেরা আর্জেন্টিনা। বিশেষ করে ব্রাজিলের অফ ফর্ম চলতে থাকায় আর্জেন্টিনার কাঁধেই চেপেছে লাতিন ফুটবলের সম্মান। এই জায়গা থেকেই পরীক্ষা মেসির। মারাদোনার সমালোচনা তাকে যে ব্যাপক তাতিয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ব্যাপারটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকটা শচীনের মুখে বিরাট কোহলির সমালোচনার মতো। বুদ্ধিমান শচীন অবশ্য উত্তরসূরী বিরাট সম্পর্কে ইতিবাচক কথাই বলেন বারংবার। কিন্তু মারাদোনা কেন তাঁর দশ নম্বর জার্সির উত্তরাধিকারী সম্পর্কে এতটা বিরূপ তা বোধহয় ফুটবল দেবতাই জানেন।

বিশ্বকাপ ছাড়া দলগত যেসব টুর্নামেন্টের দিকে সারা বিশ্বের নজর থাকে তার মধ্যে অন্যতম সেরা হল কোপা কাপ ও ইউরোপিয়ান কাপ। বস্তুত লাতিন আমেরিকা ইউরোপের বিশ্বসেরা দলগুলোকে নিজেদের মেপে নেওয়ার বড় মঞ্চ পান এখানে। অনেকসময়ই দেখা গিয়েছে ইউরোপ বা লাতিন আমেরিকার ফেভারিট দেশগুলো ইউরোপিয়ান কাপ বা কোপা আমেরিকায় সাফল্য পাচ্ছে না। সেসব জায়গায় উঠে আসে আনকোরা কোনও দল। ইউরোপের ক্ষেত্রে গ্রিস বা কোপার ক্ষেত্রে চিলির মতো দল বরাবর বড় দলের গাঁট হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে।

শেষ চারের লড়াইয়ে শামিল ৫ দল

অরিঞ্জয় মিত্র

এমন একটা পর্যায় বিশ্বকাপ ক্রিকেট গিয়ে পৌঁছেছিল যখন চার সেমিফাইনালিস্টের নাম প্রায় পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল। প্রথম থেকেই এই দৌড়ে এগিয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ভারত ও আয়োজক ইংল্যান্ডকে। তাতে এখন ভাগ বসিয়েছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাও। এশিয়ার এই তিনটে দেশ শেষ চারের দৌড়ে নিজেদের উপস্থিতি ভালোমতো জানান দিচ্ছে। বেশ বোঝাই যাচ্ছে ক্রিকেট কতটা অনিশ্চিত খেলা। বেশ কয়েকটি ম্যাচে সম্ভাব্য ফেভারিটদের যেভাবে নাকানিচোবানি খেতে হয়েছে আনকোরা দলগুলির কাছে তাতে এটা আরও পরিস্কার হয়েছে। যাদের মনে করা হচ্ছিল টুর্নামেন্টের ডার্ক হর্স সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর দক্ষিণ আফ্রিকা অত্যন্ত খারাপ পারফর্ম করে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যাওয়ার মুখে।

ইংল্যান্ড শ্রীলঙ্কা ও অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে নিজেদের অবস্থান ঢিলে করে ফেলেছে। একইভাবে কিউইরাও সমস্যায় পড়েছে পাকিস্তানের কাছে হেরে। আফগানিস্তান এই গ্রুপ টেবিলের একেবারের নিচের সারির দল। তাদের কাছে ভারত যেভাবে তলিয়ে যেতে যেতেও ভেসে উঠেছে তা ক্রিকেট সমর্থকদের অবাক করেছে। আফগান স্পিনারদের কেরামতিতে ভারতের বিশ্বসেরা ব্যাটিং লাইন আপ যেভাবে কেঁপে গিয়েছে তা আশঙ্কা জাগানোর পক্ষে অনেকটাই। মাত্র ২২৪ রান তুলতে সক্ষম হয়েছে ভারত এই ম্যাচে। আফগান ম্যাচ মনে করিয়েছে ১৯৮৩ বিশ্বকাপের জিম্বাবোয়ে ম্যাচের কথা। প্রসঙ্গত, ওই ম্যাচে কপিল দেবের ১৭৫ রক্ষা করেছিল ভারতীয় দলকে। তার আগে মাত্র ১৭ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল কপিলের দল। সে জায়গা থেকে ফিরে আসা শুধু নয় পরবর্তীতে দুবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে প্রথমবারের জন্য বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। যদিও পরে টিম ইন্ডিয়া ফের ছন্দে ফিরে এসেছে। যার জন্য অজিদের পর দ্বিতীয় দল হিসাবে ভারত সেমিফাইনালে যাওয়া নিশ্চিত করে ফেলেছে প্রায়। প্রায় কথাটা উল্লেখ করতে হচ্ছে এই খেলার সেই চিরাচরিত অনিশ্চয়তার কথা ভেবে।

অনেক সংস্কারী সমর্থক (পড়া ভালো কুসংস্কারী) হয়তো আশায় রয়েছেন আফগান ম্যাচের এই থরহরিকম্প অবস্থা ভারতকে তৃতীয়বার বিশ্বকাপ দেবে। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো বিরাট কোহলি আর কিছুটা কেদার যাদব ছাড়া যেভাবে ভারতীয় ব্যাটিং লাইন আপ ডাহা ফেল মেরেছে আফগানদের মতো দুর্বল দলের বিরুদ্ধে তার পুনরাবৃত্তি নকআউট পর্যায় হলে অশেষ দুর্গতির মধ্যে পড়তে হতে পারে টিম ইন্ডিয়াকে। সামি-বুমারাদের দুর্দান্ত বোলিংয়ের দৌলতে এই ক্লোজ ম্যাচ শেষ পর্যন্ত জিতে নিতে পেরেছে ভারত। বুমরা যেমন মাঝের দিকে এক ওভারের জোড়া উইকেট নিয়ে আফগান ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড দুমড়ে দিয়েছেন ঠিক তেমনই শেষ ওভারে অনবদ্য হ্যাটট্রিক করে সামি কাবুলিয়ানায় ইতি টেনেছেন। এর আগে ১৯৮৩ ও ২০১১তে ভারত যে দুবার বিশ্বকাপ জিতেছে তাতে কিন্তু বোলারদের চেয়েও অনেক বেশি অবদান ছিল ব্যাটসম্যানদের। সেদিক থেকে এবারের ভারতীয় দল ব্যাটিং ও বোলিং দুয়েতেই সমান পারদর্শী। ব্যাটিংয়ে যেমন রোহিত, বিরাট, ধোনি, রাহুল, কেদাররা মজুত তেমনই বোলিং লাইন আপে বুমরা-সামি-ভুবনেশ্বর, দুই চায়নাম্যান স্পিনার কুলদীপ যাদব ও যজবেন্দ্র চহাল দুরন্ত পারফরমেন্স করছেন। তার সঙ্গে আবার হার্দিক পাণ্ডিয়া ও বিজয় শঙ্করের মতো অলরাউন্ডার থাকায় সবদিক থেকে সংহত এই দল। তাও যেভাবে দুর্বল আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁরা ত্রাহি ত্রাহি রব তুলল তা রীতিমতো শঙ্কাজনক। অনেকে এই ক্ষেত্রে দোষ দিচ্ছেন খারাপ পিচের। কিন্তু শুধু পিচের দোহাই দিয়ে যে কিছু হবে না তা বুঝিয়ে দিয়েছে বিরাটের অসাধারণ ইনিংস। আফগান ব্যাটসম্যানদের মধ্যেও যারা পিচে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছেন তারা যথেষ্টই ভালো লড়েছেন। অর্থাৎ পিচের দোষ দেওয়া এখানে 'নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা কাণ্ড' হয়ে গেছে।

এবারের ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ নিশ্চিতভাবে বৃষ্টি অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি ভারতীয় উপমহাদেশের পিচের মতো আচরণ করতেও দেখা যাচ্ছে বিলেতের উইকেটকে। যাতে করে প্রায়ই ৩০০-র বেশি রান উঠতে দেখা গিয়েছে। অবশ্য ভারত-আফগান, শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড সহ কয়েকটি ম্যাচে আবার বোলারদের কেরামতি বেশি করে চোখে পড়েছে। সব মিলিয়ে একেবারে বৈশাদৃশ্যে ভরা টুর্নামেন্ট বলাই চলে।

এখনও পর্যন্ত এবারের বিশ্বকাপ যেভাবে এগোচ্ছে তাতে সেরা ম্যাচ হিসেবে নিঃসন্দেহে এগিয়ে রাখতে হবে অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ ম্যাচকে। প্রথম ব্যাট করে অজিরা তোলে রানের পাহাড়। অধিনায়ক ফিঞ্চ আর ওয়ার্নারের জুটি শুরুটা দারুণ করার পর তা এগিয়ে নিয়ে যায় বাকিরা। এমনিতে নির্বাসনের পর ফিরে আসা ইস্তক ওয়ার্নার বা স্মিথ কাউকেই তেমন অসাধারণ লাগছিল না। ওয়ার্নার তো প্রতিটি ম্যাচেই বেশ সময় নিচ্ছেন নিজের ইনিংস গুছিয়ে নিতে। এর ফলে হচ্ছে কি স্কোরিং রেট কমে যাচ্ছে তার। তাও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সেই ওয়ার্নারের দুর্দান্ত ইনিংসে (১৬৬) ভর করে ৩৮২ রানের পাহাড় তোলে অস্ট্রেলিয়া। অনিয়মিত বোলার সৌম্য সরকারের ৩ উইকেট নেওয়া ছাড়া বাংলাদেশ বোলারদের নিয়ে যত কম লেখা যায় ততটাই ভালো। অথচ সেই দলটাই কিনা এই বিশাল রান তাড়া করে মাত্র ৪৮ রানে হারল অজিদের কাছে। ৩৮২ রানের জবাবে ৩৩৩ রান নিশ্চিতভাবে অসামান্য চেজ। তাই শেষ পর্যন্ত জিততে না পারলেও বাংলাদেশ সমস্ত দর্শকদের মন হয় করে নিল অচিরেই। ওয়ার্নারের পাল্টা সেঞ্চুরি করে গেলেন মুশফিকুর। অনবদ্য লড়লেন মাহমুদুল্লাহ। তামিম ইকবালের ব্যাটিংও মনে রাখার মতোই। সৌম্য সরকার দুর্ভাগ্যজনকভাবে রান আউট না হলে বড় ইনিংস গড়তেই পারতেন। লিটনও ভালো শুরু করে দাঁড়াতে পারলেন না। আসলে প্রায় ৪০০ রানের চাপ নিয়ে যে এমনভাবে লড়া যায় তা বাংলাদেশকে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। যদিও 'যার শেষ ভালো তার সব ভালো' এই প্রবচন মেনে এগোতে গেলে শেষ পর্যন্ত কারা টিকে থাকছে এটাই এখন দেখার।

সুন্দরবনের ছেলেমেয়েদের খেলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এগিয়ে এলেন ভারতীয় দলের মিনা শীল

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যন্ত সুন্দরবন আর যেন পিছিয়ে না থাকে। সুন্দরবনের মানুষের কথা, সুন্দরবনের ছেলে মেয়েদের প্রতিভা বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিল সেচ্ছাসেবী সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্ডিয়া। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপে বসবাসকারী যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা ফুটবল খেলতে ভালোবাসে তাদের অভিভাবকদের নিয়ে রবিবার এক বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করেন। বাসন্তী ব্লকের নফরগঞ্জ গ্রামে আয়োজিত আলোচনা সভায় নবাগত খুদে খেলোয়াড়রাও উপস্থিত ছিল। কিভাবে সুন্দরবনের ছেলেমেয়েদের ফুটবল খেলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটানো সম্ভব মূলত এই বিষয়ের উপরই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় হ্যান্ডবল খেলার মহিলা দলের খেলোয়াড় মিনা শীল, কলকাতা ফুটবল দলের গোলকিপার সজল লাল বিশ্বাস, ভারতীয়

দলের প্রাক্তন ফুটবলার তিমির মণ্ডল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা স্কুল স্পোর্টস কমিটির সম্পাদক অমর নাথ, শিক্ষক তপন মাইতি, ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্ডিয়ার থমাস ইব্রাহিম সহ প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার বিশিষ্ট জনেরা। আলোচনা সভায় সুন্দরবন তো বটে ভারতের আইকন মিনা শীল। তিনি ভারতের হয়ে বহুবার বিদেশে গিয়েছেন খেলতে। মিনার এর জন্ম দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবনের ঘুটিয়ারী শরিফ গ্রামে। ছোট থেকে গ্রামে বড় হয়ে উঠেছেন তিনি।এদিনের আলোচনা সভায় মিনা শীলের সাফল্যের কথা সবাইকে জানানো হয়। কারণ মিনা'র অনুপ্রেরণায় আগামী দিনে এভাবেই সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে লুকিয়ে থাকা প্রতিভা বিশ্বের দরবারে পৌঁছাতে পারে। সেই লক্ষ্যমাত্রা রেখে খুদে খেলোয়াড়দেরকে উৎসাহিত করা হয়।এছাড়াও খুদে খেলোয়াড়দের হাতে খেলার সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়।পাশাপাশি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফুটবল খেলা শেখানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে। প্রতিনিয়ত অনুশীলনের মাধ্যমে যাতে ছেলেদের শারিরীক ও মানসিক বিকাশ ঘটে। মীনা শীল বলেন, এই সুন্দরবন এলাকায় আমার জন্ম। এখানে অনেক প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে। নানান সমস্যায় জর্জরিত হয়ে বিকশিত হতে পারছে না। আগামী দিনে যাতে করে সুন্দরবন এলাকার ছেলেমেয়েরা খেলার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই উদ্যোগ নিয়েছি।

বাগানকে গুছিয়ে তুলছেন টুটু বসু

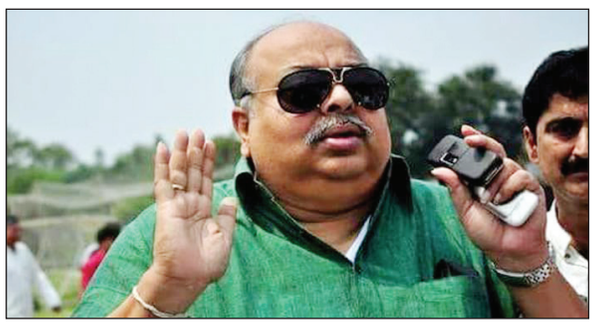

সমীর বিশ্বাস: বেশ কয়েকজন বিদেশি এনে ফের বাগানের খোলনলচে বদলানোর চেষ্টা চলছে পুরোদমে। যুব বিশ্বকাপার পর্যন্ত এই কালেকশনের মধ্যে রয়েছে। আসলে পড়শি তথা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল যেভাবে নিজেদের পেশাদারিত্বের মোড়কে সাজিয়ে নিয়েছে সেখানে অনেকটাই পিছিয়ে সবুজ মেরুন। গত প্রায় কয়েক দশক ধরে টুটু বসু সম্বল হয়ে পড়েছে মোহনবাগান। এগোতে গেলে তাই এই নামটার বিশাল তাৎপর্য রয়েছে বাগানে। স্বপনসাধন বসুর বাগানের প্রতি ট্র্যাক রেকর্ডও প্রমাণ করছে সে কথাই।

স্বপনসাধন বসু ওরফে টুটু বসু। মোহনবাগানে নবজাগরণ আনার ক্ষেত্রে এই মানুষটির নাম আগামি দিনে নির্ঘাত লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে রেকর্ড বুকে। কী সেই নবজাগরণ? না মোহনবাগানের চিরকালীন পরম্পরা ভেঙে তাঁর আমলেই প্রথমবারের জন্য বিদেশি ফুটবলার খেলানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখন অবশ্য বাগানের শতবর্ষ উদযাপন হয়ে গিয়েছে। তাও শতাব্দী প্রাচীন সবুজ মেরুনে শেষ পর্যন্ত কোনও বিদেশি ফুটবলার খেলবে ভাবাই যায়নি। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন টুটু। বস্তুত এই মাস্টার স্ট্রোকেই তিনি মোহন জনতার নয়নের মণি হয়ে উঠেছিলেন। চিমা ওকেরিকে এনে বাগান শিবিরে বিপ্লব এনে দেন স্বপনসাধন। এর পর ব্যারেটো, চিমা, ইগরদের জুগলবন্দিতে প্রথমবারের জন্য আই লিগ জয় করে মোহনবাগান। সবই আজ ইতিহাস। কিন্তু এমন এক ইতিহাস যা ঘাঁটলে আজও রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন বাগান জনতা। এমন অনেক কীর্তি ছড়িয়ে রয়েছে টুটু বসুর নামের পাশে। যা তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সংবাদপত্রের মালিকানার পাশাপাশি আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। শুধু তো আবেগ দিয়ে বিচার করলে হবে না। এই মানুষটি দুহাত উজাড় না করে দিলে গত কয়েক বছরে মোহনবাগানের পক্ষে কোনও দল গঠনই সম্ভব ছিল না। কারণ স্পনসর নিয়ে ঝামেলার জেরে বাগান তখন অভিভাবকহীন। নিজের পকেট থেকে ৪০-৫০ কোটি টাকা খরচ করে এই পরিস্থিতি সামাল দেন টুটু। এই সময়কালে বাগানের পারফরমেন্স দেখুন। বাংলার মধ্যে সেরা তো বটেই, দেশের মধ্যে বেঙ্গালুরু ও আইজলের মতো দলের সঙ্গে একমাত্র পাল্লা দিয়ে গিয়েছে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। সনি নর্ডি, কাতসুমি, ডাফিদের মতো তারকা বিদেশিকে এনে বাগানকে সাফল্য এনে দিতে স্বপনসাধনবাবুর ভূমিকা কোনও অংশে কম নয়। এর ফলস্বরূপ প্রায় এক যুগের বেশি সময় পর বাগান আই লিগ জিততে পেরেছে। টুটু বসুর একটা স্বপ্ন অবশ্য এখনও সফল হয়নি। তা হল ইস্টবেঙ্গলকে ৬ গোল দেওয়ার। তার স্বপ্ন পূরণ থেমে থাকার কথা। অনেকবার বাগান দারুণ খেলেও ইস্টবেঙ্গলকে ৬ গোলে হারাতে পারেনি কিছুতেই। থেমে গিয়েছে ১৯৭৫-এর বদলা নেওয়ার অভিযান। তাও বিদেশি এনে বাগানে খাতা খোলানো থেকে শুরু করে গত ৩-৪ বছরের সেরা দল গড়ে তোলা সবই থেকে যাবে তাঁর ঝুলিতে। ধীরেন দে'র আমলের কেতাদুরস্ত পথ থেকে বেরিয়ে এসে মোহনবাগানকে পেশাদারিত্বের মোড়কে মুড়ে ফেলার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব টুটুবাবুরই। সেই জায়গাটা ধরে রাখতে তাই ফের স্বপনসাধনবাবুর দিকে তাকিয়ে সকলেই। এটাই দেখার কত তাড়াতাড়ি তিনি ফলপ্রসূ করে তোলেন মোহনবাগানকে।

৪২টি পদকজয়ী ছাত্রছাত্রীরা

রিম্পি ঘোষ : হাওড়ার দাস নগরে আলামোহন ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত দুদিন ব্যাপী জাতীয় শটোকান ক্যারাটে ডো চ্যাম্পিয়নশিপে দমদম ক্যারাটে অ্যান্ড যোগা আকাদেমির (গ্লোবাল শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া স্বীকৃত) ছাত্রীরা পৌলমী নাগ, পূর্ণিমা কুমারী গুপ্তা, খেয়ালী গুঁই, স্বাতী কুমারী গুপ্তা, দিব্যাংশী মণ্ডল, জুঁই টিকাদার, অনুস্মিতা দে, সুস্মিতা মণ্ডল, নিশা নস্কর, প্রিয়াংকা পাল, কেয়া দেবরায় পদক জয় করেন। এই আকাদেমির ছাত্র ও ছাত্রীরা প্রায় ৮টি সোনা, ১৭টি রুপো ও ১৭টি ব্রোঞ্জ মিলিয়ে প্রায় ৪২টি পদক জয় করেন।

মেসির ৩২ বছরের জন্মদিন ইছাপুরে চা বিক্রেতার দোকানে

মলয় সুর : জীবনের একত্রিশটি বসন্ত পার করে ৩২-এ পা দিলেন লিওনেল অ্যানড্রেস মেসি। তাঁর দীর্ঘায়ু কামনায় শুভেচ্ছায় উপচে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। ফের শুরু হয়ে যাবে ভক্তদের মেসি বন্দনা। আর্জেন্টিনার মহাতারকা লিওনেল অ্যানড্রেস মেসির ভক্ত উত্তর চব্বিশ পরগনার ইছাপুরের শিবে। তবে সবার থেকে শিবে একেবারেই আলাদা। তার পুরো নাম শিবশঙ্কর পাত্র। সে আর্জেন্টিনার অন্ধ সমর্থক। কেরিয়ারের তিন নম্বর বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা এল এম টেনের সবচেয়ে বড় ফ্যান বলেই নিজেকে দাবি করেন। তাই টানা দু'দিনের রবিবার (২৩ জুন) স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্ত সংগ্রহ করতে আসেন কামারহাটি সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ। পুরুষ ও ও ১০ জন মহিলা সহ ৬১ জন রক্ত দান করেন। উপস্থিত ছিলেন সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া নওপাড়ার বিধায়ক সুনীল সিং। এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘা জয়ী শেষ সাহাবুদ্দিন, প্রাক্তন শিক্ষক সমীর চক্রবর্তী

প্রমুখরা। অন্যদিকে ২৪ জুন সোমবার মেসির জন্মদিন পালন হয় সাড়ম্বরে। এদিন মেসির ছবির সামনে ভাত, ডাল, মাছের কালিয়া, চিকেন কষা, মাটন, দশ রকমের ভাজা, পায়েস সহ বিভিন্ন ব্যঞ্জন সাজানো থাকে। এদিন দলে দলে মেসি ভক্তরা আসেন, তাঁদের বিনা পয়সায় চা খাওয়ানো হয়। মেসি ৩২ বছরে পড়লেন। এইজন্য এদিন ৩২ পাউন্ডের বিরাট কেক কাটা হয়। ইছাপুর নবাবগঞ্জ ময়রাপাড়া স্ট্যান্ড রোডের উপর একটি চায়ের দোকান চালান শিবশঙ্কর বাবু। স্ত্রী স্বপ্না সরকার পাত্র গৃহবধূ। তাদের এক মেয়ে নেহা ও ছেলে শুভম। নেহা বারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে জুলজিতে সাম্মানিক তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। শুভম স্থানীয় কালীতলা স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। ইচ্ছাপুর নবাবগঞ্জের ফুটবল প্রেমী বাঙালি সমর্থকরা আর্জেন্টিনা ফ্যান ক্লাব গঠন করে তাদের মেসির জন্মদিনটা যেরকম ধূমধামের সঙ্গে পালন করলেন তা দেখলে হয়তো ঈর্ষান্বিত হবেন স্বয়ং মেসির মা ও তাঁর স্ত্রী আন্তোনেইয়া। ২০১৮ তে রাশিয়ার ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধে বাড়ির রং আর্জেন্টিনার জার্সির রংয়ে রাঙিয়েছিলেন। বাড়িটার বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে এক টুকরো আর্জেন্টিনা। আর ভিতরে মেসি-মারাদোনার ছবিগুলি যেন সেই মনে হওয়াকে উস্কানি দেবে। আর্জেন্টিনা পাগল এই মেসি মগ্ন মানুষগুলি ভালবাসা কিছুই হয়তো পৌঁছবে না লিওনেল অ্যানড্রেস মেসির কাছে। কিন্তু মেসি ম্যাজিকে ভর করে আগামী ১৯২২ সালে কাতারে বিশ্বকাপে লাতিন আমেরিকার দেশ আর্জেন্টিনার সাফল্যই এনে দেবে তাদের মনে স্বর্গ সুখ।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com